শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত লব্ধ ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীমৎ কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

(১২৪৫-১৩০১ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত)

স্বলিখিত জীবনী।

প্রকাশকের নিবেদন।

পরমারাধ্যতম পিতৃদেবের স্বলিখিত জীবনী আমি তাঁহার অনুরক্ত জনগণের পরমাদরের বস্তু জানিয়া তাঁহাদের নিকটেই প্রকাশ করিলাম। পিতাঠাকুর মহাশয়, তাঁহার নিজ লিখিত এই পত্রের অপব্যবহার না হয়, আমাকে আদেশ করিয়াছেন; তজ্জন্য এই পত্র খানি আমি সাধারণের হস্তে দিতে পারিব না। কেবলমাত্র যোগ্য পাত্র ব্যতীত এই পত্র খানি পাঠের কাহারও অধিকার নাই। যদি কেহ বিরুদ্ধমতি পোষণ করিবার উদ্দেশে পাঠ করেন তবে তিনিই তজ্জন্য দায়ী রহিলেন।

শ্রীললিতাপ্রসাদ দত্ত।

১৮১ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

ভক্তিভবন, কলিকাতা।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীশ্রীমৎ কেদার নাথ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

স্বলিখিত জীবনী।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীমান্ ললিতাপ্রসাদ দত্ত

শ্রীকরকমলেষু—

৪ঠা এপ্রিল ১৮৯৬।

ললিতাপ্রসাদ,

তুমি আমার জীবনী পাইবার জন্য আমাকে জানাইয়াছিলে। আমি যাহা কিছু স্মরণ করিতে পারিলাম তাহা এই পত্রে লিখিতেছি। দেখ যেন ইহার কোনপ্রকার অপব্যবহার করিও না।

আমি ১৭৬০ শকাব্দায় ১৮ই ভাদ্র তারিখে উলা বা বীরনগর গ্রামে আমার মাতামহ আলয়ে জন্মিয়াছিলাম। আমার জন্ম কোষ্ঠীতে এই প্রকার লেখা আছে :—

জাতাহঃ।

দিনমান ৩১।১৪।৪৮

১	২২	৫
১৩	২৫	৮
২৬	১১	৪০
৪৩	৪	১৮

শকাব্দাঃ ১৭৬০।৪।১৭।৩।৪০। শ্রীশ্রীচৈতন্যপ্রকটাব্দাঃ ৩৫২। সম্বৎ ১৮৯৫। ঈশাভক্তাব্দাঃ ১৮৩৮ সেপ্টেম্বর ২রা। বঙ্গাব্দাঃ ১২৪৫।

বঙ্গভূমির মধ্যে বীরনগর যেরূপ প্রসিদ্ধ গণ্ডগ্রাম, আমার মাতামহ শ্রীযুত ঈশ্বর চন্দ্র মুস্তৌফী মহাশয় বঙ্গীয় সমাজে সেইরূপ প্রসিদ্ধ ভূম্যাধিকারী ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য বদান্যতা জগতে অনেক স্থানে পরিচিত আছে। তাঁহার দেশ বিখ্যাত অট্টালিকা দেখিবার জন্য অনেক দেশ হইতে লোক সকল আসিতেন। নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঐ বীরনগর গ্রাম বিশেষ সমৃদ্ধ ও আনন্দপূর্ণ ছিল।

আমি কান্যকুব্জীয় কায়স্থপ্রবর শ্রীপুরুষোত্তম দত্তের সন্তান। আদিশূর রাজার নিমন্ত্রণে গৌড়দেশে সমাগত

মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালিদাস মিত্র, দশরথ গুহ প্রভৃতি পঞ্চজন কায়স্থের মধ্যে শ্রীপুরুষোত্তম দত্ত সর্ব্ব প্রধান ছিলেন। বালিগ্রামে তাঁহার সমাজ সংস্থাপিত হয়। তদ্বংশে কোন ব্যক্তি পরে আন্দুল গ্রামে বাস করিয়া সমস্ত কায়স্থদিগের সমাজপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পুরুষোত্তম দত্ত হইতে ১৭ পর্য্যায়ে শ্রীগোবিন্দশরণ দত্ত। তিনি ভ্রাতা হরিশরণকে আন্দুলের সমস্ত সম্পত্তি দিয়া দিল্লীশ্বরের কৃপায় গঙ্গাতীরে গোবিন্দপুর গ্রাম পত্তন করিয়া বাস করেন। গোবিন্দপুর কালে ইংলণ্ডীয় পুরুষদিগের হস্তে পড়িয়া দুর্গরূপে পরিণত হইলে তদ্বিনিময় লব্ধ ভূমিকে হাটখোলা বলিয়া তথায় গোবিন্দ শরণের বংশধরগণ বাস করিতে লাগিলেন। সেই কাল হইতে তাঁহারা হাটখোলার দত্ত বলিয়া পরিচিত।

২১ পর্য্যায়ে ঐবংশে মহানুভব মদনমোহন দত্ত উৎপন্ন হন। তিনি হাটখোলার দত্তদিগের মধ্যে অগ্রণী এবং পরম ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত। প্রেতশিলাদি তীর্থে তাঁহার যে সমস্ত কীর্ত্তি আছে তাহা সমস্ত বঙ্গবাসী অবগত আছেন। মদনমোহন দত্তের পৌত্র মদীয় পিতামহ রাজবল্লভ দত্ত। কোন ঘটনাক্রমে তাঁহার সর্ব্বস্ব অন্ত হয়। তন্নিবন্ধন মদীয় পিতা আনন্দ চন্দ্র দত্ত কলিকাতার বাসভূমি পরি-

ত্যাগ করিয়া কখন উড়িষ্যায়, কখন মদীয় মাতামহ গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং বীরনগর গ্রামে মদীয় জন্ম সংঘটন হয়।

আমার পিতা আনন্দচন্দ্র দত্ত মহাশয় পরম ধার্ম্মিক, সরল হৃদয় এবং বিষয় বিরক্ত ছিলেন। তাঁহার সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেকেই এইরূপ বলিয়া থাকেন যে সেরূপ সুপুরুষ তৎকালে কলিকাতায় আর কেহ ছিল না।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী মদীয় জননী। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সরলা এবং পিতৃদেব ভক্তা আর কেহ ছিল কি না বলা যায় না। আমার পিতামহের সর্ব্বস্বান্ত হইলে মদীয় জনক তাঁহাকে উড়িষ্যায় লইয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমার মাতামহ তাহাতে বলেন যে তুমি অগ্রে দেখিয়া আইস পরে বারান্তরে সপরিবারে উড়িষ্যায় যাইবে।

উড়িষ্যা প্রদেশে কটক জেলার অন্তর্গত বিরূপা নদীর তীরে ছুটী গোবিন্দপুর বলিয়া একখানি গ্রাম আছে। সেই গ্রামে মদীয় পিতার মাতামহের একটি বাসস্থান ছিল। ঐ গ্রাম এবং তন্নিকটস্থ আর কয়েকখানি গ্রাম তাঁহার সম্পত্তি ছিল। যখন রায় জগন্নাথ প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যু হয় তখন আমার পিতা ব্যতীত আর কেহ

উত্তরাধিকারী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার পরিত্যক্ত বিষয় সমস্তই আমার পিতার সম্পত্তি। যতদিন আমার পিতামহের বিপুল সম্পত্তি অবশেষ হয় নাই ততদিন আর আমার পিতামহ বা পিতার ছুটী গ্রামের সম্পত্তি লইবার ইচ্ছা জন্মে নাই। সুতরাং রাই রাঁইয়া জগন্নাথের মৃত্যুর পর তাঁহার খানাজাত গোলামবর্গের হস্তেই সমস্ত রহিল। রামহরি দাস গোলামদিগের মধ্যে সর্দ্দার ছিল। সমস্ত বিষয় সে ভোগ দখল করিত।

যখন মদীয় পিতামহ ও পিতামহী কলিকাতায় নিঃস্ব হইয়া ছুটী মঙ্গলপুর গিয়াছিলেন, রামহরি দাস তাঁহাদের অবাধ্য হইয়া বিষয় দখল দিল না। তন্নিবন্ধন আমার পিতাকে তথায় গিয়া মোকদ্দমা পরিশেষ করিতে প্রায় তিন বৎসর হইল। কলিকাতা হইতে যখন মদীয় পিতামহ ও পিতামহী উড়িষ্যা যাত্রা করেন তখন মদীয় জনক জননী মদীয় সর্ব্বাগ্রজ অভয়কালীকে লইয়া উলাগ্রামে গমন করেন। সেই সময় উলাগ্রামে অবস্থিতি কালে মদীয় জ্যেষ্ঠ কালীপ্রসন্নের জন্ম হয়। মদীয় জনক কিছুদিবস বীরনগরে অবস্থিতি করিলে তাঁহাকে উড়িষ্যা যাইবার জন্য আমার পিতামহ অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। গোলাম রামহরি দাস আমার পিতা না গেলে বিষয় দখল

দিবে না এরূপ বলায় পিতামহ ঠাকুর আমার পিতাকে উলাগ্রাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক উড়িষ্যা যাইতে বলেন। আমি কয়েক মাস গর্ভে রহিলে পিতাঠাকুর উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। উড়িষ্যায় অবস্থিতি করিতেছিলেন এমত সময় আমার জন্ম সংবাদ পিতা ঠাকুরের নিকট পৌঁছিল। মোকদ্দমা নিষ্পত্তি হইলে বিষয়াদি দখল হইল। সুতরাং পিতাঠাকুরের প্রত্যাগমনে অনেকটা বিলম্ব হইয়া পড়িল।

জননী বলিয়াছিলেন যে আমাকে প্রসব করিতে তিনি দুই তিন দিবস ব্যথা ভোগ করিয়াছিলেন। আমি যে দিবস প্রসূত হই, সে দিবস দৈবজ্ঞগণ বালুকা যন্ত্রের ঘটী ধরিয়া বসিয়াছিলেন। প্রসবকাল নির্ণয় করিতে ইংরাজী ঘটী যন্ত্রও রাখা হইয়াছিল। মাতামহের অতুল বৈভব ও প্রকাণ্ড ভদ্রাসন। শত শত দাস দাসীগণ উপস্থিত ছিল। আমি যখন জন্মগ্রহণ করি তখন আমার দেহ স্থূল ছিল। আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অভয়কালী আমার জন্মের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করেন। আমার দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালীপ্রসন্ন কিছুকাল জীবিত ছিলেন। আমি আমার পিতার তৃতীয় পুত্র। কথিত আছে যে আমার সকল ভ্রাতা অপেক্ষা আমি কুৎসিত ছিলাম।

আমার জননী বলিয়াছিলেন ভাল এই বালকটি অন্য ভ্রাতা-দিগের দাস্য করিবে, বাঁচিয়া থাকুক্।

জননী মুখে আমি শুনিয়াছি যে আমার অষ্টম মাস বয়সে উরুতে একটি ফোড়া হয়। তাহাতে আমি দুর্ব্বল হইয়া কৃশ হইয়া পড়ি। আরোও শুনিয়াছি যে আমার ঝি শিবু আমাকে কোলে করিয়া সিঁড়ি নাবিতেছিল সেই সময় আমার দাঁতে আমার জিবটী কাটিয়া যায়। অনেক যত্নে জিবটা ভাল হয় কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাহার দাগ আছে। এই ঘটনা আমার দাঁত উঠার পর হয়।

প্রায় ২ বৎসর বয়স হইলে আমার পিতা উড়িষ্যা হইতে ফিরিয়া আসিলেন। আমার ঝি বলিতেন যে পিতাঠাকুর আসার কয়েক দিবস পূর্ব্বে আমি একটী কাককে দেখিয়া এই কথা বলিয়াছিলাম :—

কাক্ কল্ কল্ ঝিঙ্গের ফুল।
বাবা আসেত নড়ে বস্॥

কাক আমার কথায় স্থান ছাড়িয়া বসিলে উপস্থিত ব্যক্তিগণ বলিলেন যে আমার পিতা অবশ্য আসিবেন। ঘটনাক্রমে পিতাঠাকুর কয়েক দিবসের মধ্যেই উলার বাটিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

তিন চারি বৎসর পূর্ব্বের কথা আমার স্মরণ নাই কেবল যাহা যাহা শুনিয়াছি তাহা লিখিলাম। আমার এই টুকু মনে পড়ে যে আমার তিন বৎসর বয়সে আমি কার্ত্তিক সরকারের পাঠশালায় যাইতাম। কার্ত্তিক সরকার আমাকে যে বেত্তটী দেখাইত তাহা আমার এখনও মনে পড়ে। পাঠশালাটী আমার মাতামহের পূজার বাটির সুদীর্ঘ অলিন্দে স্থাপিত ছিল। পাড়ার অনেক ছেলে পড়িতে আসিত। আমার মামাত ভাই মহেশবাবু, মাতামহের এক শ্যালক কৈলাসদত্ত, মহেন্দ্রনাথ বসু, শ্যামলাল মিত্র প্রভৃতি অনেকেই পড়িতেন। কার্ত্তিক সরকারের রাস ভারি ছিল। সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। ঐ সময় আমার মাতুল গিরিশ বাবুর মৃত্যু হয়।

আমি যত বড় হইতে লাগিলাম ততই এদিক ওদিক সকল বিষয় দেখিতে লাগিলাম। মাতামহের বাটীতে সর্ব্ব প্রকার উৎসব হইত। জগদ্ধাত্রী পূজাটা বড় ধূম ধামের সহিত সম্পন্ন হইত। জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্র আমার বেশ মনে পড়ে। পূজার বাটিতে শত শত ঝাড় লণ্টন টাঙ্গান হইত। পূজার বাটির বাহিরে বাচড়া। তথায় দুই সার খুঁটি দিয়া লালঠান টাঙ্গান হইত। অনেক দ্বারবান পেয়াদাও সেপাই পোষাক পরিয়া, দাঁড়াইয়া

থাকিত। রাণাঘাট, শান্তিপুর হইতে অনেকানেক পেটমোটা বাবুরা জরির পোষাক পরিয়া আসিতেন। তাঁহাদের সঙ্গেও অনেক দ্বারবান সেপাই থাকিত। লোকে লোকারণ্য আলোতে কুরুক্ষেত্র, বাজী প্রভৃতি ধূম ধাম ভারি ছিল। প্রথম রাত্রে ক্ষেমটা ও বাইনাচ হইত। তৎকালে লোক দিগের চিত্ত ধর্ম্মাপেক্ষা ইন্দ্রিয়সুখে আকৃষ্ট থাকিত। অধিক রাত্রে কবি গান হইত। দুই দলে কবির লড়াই। সকাল বেলা কবি শুনিতে বসিতাম। কিন্তু কবি ওয়ালারা যে চিৎকার করিত তাহাতে কর্ণের শান্তি হওয়া কঠিন। ঠাকুর অতিশয় উৎকৃষ্ট রূপে সাজান হইত। আহারাদির ব্যাপার ও অতিশয় আনন্দজনক ছিল।

দুর্গোৎসবে বড়ই মজা হইত। অষ্ট ধাতুর জগত্তারিণী ঠাকুরাণীটী সুবৃহৎ মন্দিরে সর্ব্বদিন পূজিত হইতেন। দুর্গা পূজার সময় তাঁহাকে পূজার বাটিতে আনা হইত। আমার বেশ মনে পড়ে যে ২৫। ৩০ জন পশ্চিমে ব্রাহ্মণ দ্বারবান ঠাকুরাণীকে বহন করিয়া মন্দির হইতে পূজার দালানে বসাইত। তিন দিবস খুব পূজার ধূম ধাম। ষষ্ঠীর দিবস হইতে ঢাক ঢোলের আওয়াজে পূজার বাটি কম্পিত হইত। নবমী দিবসে অনেক পাঁঠা ও মহিষ বলি-

দান হইত। ঐ দিবসই বাটির স্ত্রীগণ মস্তকে ধুনা জ্বালাইয়া দেবীর কোন প্রকার উপাসনা করিত। কালী পূজাতে আমরা বালকগণ একত্রিত হইয়া ঠাকুর বাটি যাইতাম। প্রস্তরময়ী দীনদয়াময়ী কালী নবচূড় মন্দিরে নিত্য বিরাজমান ছিলেন। কালীপূজার রাত্রে পূজাটা বড় জাঁকের সহিত হইত। মনুষ্যদিগের জাঁক ছিল, কিন্তু পাঁঠাদিগের সর্ব্বনাশ। সমাগত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ পাঁঠার লোভে উপস্থিত হইতেন।

দোলযাত্রায় যাত্রা গান ও নানাবিধ আনন্দ হইত। আবির এত ছড়ান হইত যে সবস্থানই রক্তবর্ণ হইত। ঐ সময় দ্বারবানদিগের মহোৎসব। তাহারা আবির ছড়াইতে ছড়াইতে ও গান করিতে করিতে বাটির ভিতরে পূজার মহলে প্রবেশ করিত। আমি তাহাদের উৎপাতে একটু দূরে পলাইয়া থাকিতাম। দোলের মেড়াপোড়া অর্থাৎ মণ্ডপদগ্ধ উৎসবটী দেখিতে আমাদের সুখ হইত।

আমার মাতুল গিরীশ বাবুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই আমার মাতামহের অনেক অমঙ্গল হইতে লাগিল। ব্যয়াধিক্য ক্রমে এবং ধূর্ত্ত লোকের চাতুরিতে আমার মাতামহের অনেক ঋণ হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে তাহাঁর ভূসম্পত্তি হ্রাস হইতে লাগিল। তাহাঁর চিত্ত ও

নিতান্ত ক্ষিপ্তপ্রায় হইল। পুত্র সকল মরিয়াছে দেখিয়া পুনরায় পুত্র পাইবার আশায় তিনি দুষ্ট লোকের পরামর্শে কয়েকটী বিবাহ করিলেন। সে বয়সে বিবাহ নিষ্ফল তাহা তিনি দুষ্টলোকের পরামর্শে বুঝিতে পারিলেন না। অর্থনাশ ও ব্যয় বৃদ্ধি ক্রমে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি বিশেষ কষ্ট লাভ করিলেন।

পঞ্চম বৎসর বয়সে আমাকে রীতিমত পাঠশালায় দেওয়া হইল। এসময় আর কার্ত্তিক সরকার ছিল না। যদু সরকার প্রভৃতি কয়েকটি গুরুমহাশয় ক্রমান্বয়ে পাঠশালা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদাস আমার কিছু দিন পরেই পাঠশালায় ভর্ত্তি হইল। প্রাতে ও অপরাহ্লে পাঠশালায় উপস্থিত থাকিতে হইত। গুরুমহাশয় প্রত্যূষেই বসিতেন। পাড়ার অনেক ছেলে আমাদের সহিত পড়িত ও লিখিত। তাহাদের মধ্যে যে যে কিছু বয়স প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহারা গুরু মহাশয়ের দূত স্বরূপে আমাদের উপর পীড়ন করিত। আমাদের পাঠশালায় আসিতে বিলম্ব হইলে তাহারা আমাদিগকে ধরিয়া আনিত। পাঠশালার ঐ নিয়ম ছিল যে যিনি প্রথমে উপস্থিত হইতেন তিনি এক ছড়ি খাইতেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দুই ছড়ি, তৃতীয় ব্যক্তি তিন ছড়ি এইরূপ

ছড়ির সংখ্যা বৃদ্ধি হইত। সদ্দার পড়ুয়াকে গুরুমহাশয় ছড়ি মারিতেন। সে আর সকলকে মারিত। পাঠশালা হইতে কোন কার্য্যের জন্য অনুপস্থিত থাকিতে হইলে থুথু ফেলিয়া যাইতে হইত। পাঠশালার লেখাপড়ার প্রণালী এরূপই ছিল। অত্যন্ত শিশু ছাত্রগণ তালপাতায় কয়লার কালীতে ক খ ইত্যাদি লিখিত। যাহারা এক বৎসর লিখিয়াছেন তাহাঁরা কলাপাতে অঙ্ক কসিতেন এবং কাগজ পত্রে নকল করিতেন। পরিপক্ক বালক সকল জমিদারী সেরেস্তার জমাখরচ লিখিতে শিক্ষা করিতেন। তাহাঁরা সময়ে সময়ে গুরুমহাশয়ের দৃষ্টি গোচরে মকোদ্দমার বিচার শিক্ষা করিতেন। ছোট ছোট বালক নালিশ করিলে সাক্ষী সাবুদ লইয়া তাহাদের মকোদ্দমা বিচার হইত। অবশেষে দণ্ডবিধান হইত। সমস্ত হুকুমেই গুরুমহাশয়ের মঞ্জুরি লইতে হইত। দণ্ড অনেক প্রকার ছিল। কান মোলা, চড়, বেত, নাড়ুগোপাল, জরিমাণা এই সমস্তই দণ্ডরূপে প্রদত্ত হইত। আমরা গুরুমহাশয়কে যমস্বরূপে দেখিতাম। সদ্দার পড়ুয়াদিগকে যমের কর্ম্মচারিরূপে বিচার করিতাম। সদ্দার পড়ুয়ারা কখন কখন আপনা হইতে এবং কখন কখন গুরু মহাশয়ের ইচ্ছা মতে মকোদ্দমা

প্রস্তুত করিত। কোন বালকের দ্বারা নালিস করাইয়া অকারণ মিথ্যা সাক্ষীদিগের বাক্যে অন্য বালকদিগকে দণ্ড দিত। সুতরাং আমরা কোন প্রকারে নিস্তার পথ না দেখিয়া সদ্দার পড়ুয়াদিগকে সন্তোষ রাখিবার যত্ন করিতাম। পাঠশালা ছুটী হইবার সময় সদ্দার পড়ুয়া বলিয়া দিলেন দেখ কেদার! কল্য প্রাতে গুরু মহাশয়ের তরকারি নাই। বাটী হইতে যাহা পাও তাহা আনিবে। আমি এক দিবস বাটির ভিতর হইতে একটী ছোট এচোঁড় চুরি করিয়া আমার পাততাড়ির ভিতর করিয়া সদ্দার পড়ুয়ার দ্বারা গুরু মহাশয়কে দিলাম। গুরু মহাশয় আজ্ঞা করিলেন এই ছোঁড়ারই বিদ্যা হইবে। এচঁড়টী ঘরে উঠিল। এমত সময় আমার ঝি আসিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া গুরু মহাশয়ের ঘর হইতে এচঁড়টি লইয়া গেল। আমার মাতাঠাকুরাণী ক্রোধ করিয়াছেন শুনিয়া গুরু মহাশয় ও ভীত হইলেন। আমাকে বলিলেন তুমি আর কোন জিনিস যাহা নজরে না পড়ে আনিয়া দিবে। বড় বড় জিনিস আনিবে না। পাড়ার ছেলেরা তামাক চুরি করিয়া গুরু মহাশয়কে দিত। আমার পিতার বৈঠকখানায় চাকরেরা তামাক চাবি দিয়া রাখিত। আমি ছোলা ভিজে চুরি করিয়া গুরুকে দিতাম। আমার ভাই

হরিদাস গুরুমহাশয়ের উপর বড় চটা ছিল। সে সদ্দার পড়ুয়াদিগের দৌরাত্ম্য সহিতে না পারিয়া একদিন এক খানা দা লইয়া গুরুমহাশয় যে ঘরে আহারান্তে নিদ্রায় ছিলেন সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি হঠাৎ সেই সময় উপস্থিত হইলে হরিদাস দা খানি ফেলিয়া দিয়া পলাইল। গুরুমহাশয় নিদ্রাভঙ্গে ঐ সকল কথা শুনিয়া নিজ কার্য্যে ইস্তাফা দিয়া সেই দিনেই বাটী চলিয়া গেলেন। কাযে কাযে আর একজন ব্যক্তিকে গুরু মহাশয় পদে নিযুক্ত করা হইল। এইরূপ দুইটি বা তিনটি গুরুর নিকট পড়িতে পড়িতে আমার কাগজ লেখা আরম্ভ হইল।

পাঠ প্রণালী এইরূপ ছিল। প্রাতে সকলেই দাঁড়াইয়া নামতা, শতকীয়া, গণ্ডাকীয়া, কড়াকিয়া, সোনা কষা উচ্চৈঃস্বরে পড়িতেন। আমরা সদ্দার পড়ুয়াদিগের দোহারের ন্যায় পাঠ করিতাম। সদ্দার পড়ুয়ারা প্রথমে বলিতেন "চারি কড়ায় এক গণ্ডা।" আমরা শিশুশ্রেণী তাহাদের পরেই ঐটী অনুকরণ করিতাম। এইরূপ উচ্চ পাঠ সমাপ্ত হইলে সকলেই লিখিতে বসিতেন। লিখিবার সময় গুরুমহাশয় মধ্যে মধ্যে বলিতেন। "পড়ে পড়ে লেখ" আমরা উচ্চৈঃস্বরে পড়ে পড়ে লিখিতাম।

গোলমালে কেহ কাহারো কথা বুঝিতে পারিতাম না। এক প্রহর বেলা হইলে ভাত খাবার ছুটী হইত। আমরা দ্রুতপদে অন্দরে গিয়া পোরের ভাত খাইয়া আসিতাম। অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া পুনরায় লেখা পড়া আরম্ভ করিতাম। প্রায় দুই প্রহরের পূর্ব্বে পাঠশালা বন্ধ হইত। আবার অর্দ্ধপ্রহর বেলা থাকিতে পাঠশালায় যাইতে হইত। সন্ধ্যার সময় আবার উচ্চ পাঠ হইয়া পাঠশালা বন্ধ হইত।

আমার ছয় বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমি পাঠশালায় যাহা শিক্ষা করিয়াছিলাম সেই পর্য্যন্ত আমার বাঙ্গালা বিদ্যা হইল। আমি জমা খরচ তেরিজ লিখিতাম। সেবক শ্রীপাঠ লিখিতাম। আমার লেখা খুব ভাল হয় নাই।

ঐ সময়ে আমার মাতামহ আলয়ে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। চন্দননগর অর্থাৎ ফরাসডাঙ্গা নিবাসী ডিজার বারেট নামক একজন ফরাসী সেই বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। আমার মাতুল পুত্র মহেশ বাবু, কৈলাস দত্ত, মহেন্দ্র বাবু, রাজকুমার গাঙ্গুলী প্রভৃতি সেই বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন। আমি গুরুমহাশয়ের পাঠশালা দুই প্রহরে বন্ধ হইলে ঐ ইংরাজী বিদ্যালয়ে গিয়া ইংরাজী অক্ষর পড়িতাম। অধ্যাপক ডিজার

বারেট আমার পিতাঠাকুর মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া আমার দাদা কালীপ্রসন্নকে ও আমাকে নিজ বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন। আমার ইংরাজী পড়ায় একটু যত্ন দেখিয়া অধ্যাপক মহাশয় আমাকে ভাল বাসিতেন। ফরাসী হইয়াও অধ্যাপক মহাশয় বাঙ্গালীর মত ধুতি পরিতেন এবং খিচুড়ি ইত্যাদি খাইতে সুখ বোধ করিতেন। আমি কখন কখন তাঁহার নিকট থাকিতাম আমার ভ্রাতাগণ দুরন্তপনা করিয়া বেড়াইতেন। আ কখন কখন তাঁহাদের সহিত বেড়াইতাম বটে কিং ইংরাজী অধ্যাপক মহাশয়ের নিকট বসিতে অধিক ভা বাসিতাম। অধ্যাপক মহাশয় কোন কোন দিন ফরা ডাঙ্গা যাইলে আমি ভ্রাতৃগণের সহিত দুই প্রহর সময়ে খিড়কীর পুষ্করণীর ও বাগানে খেলা করিতাম। জলে নাবিয়া কাপড় ছেকা দিয়া, খলিসা মৎস্য ধরিতাম। আম্র বনে পাকা আম্র খাইবার জন্য বেড়াইতাম। আম্রবনের অদূরে আমার মাতামহের গোলাবাটী। তথায় গোলার নীচে গিয়া সকলে খেলা করিতাম। আমার পিতাঠাকুর অনেক প্রকার পোকা সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। করবী পোকা, আকন্দ পোকা, কাল কশন্দা পোকা ইত্যাদি বহুবিধ পোকা কৌটায় রাখিয়া তাহাদিগকে সেই

সেই গাছের পাতা খাওয়াইয়া বড় করিতেন। ইস্থ মূল বৃক্ষের পোকাগুলি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ঐ সকল পোকা প্রজাপতি হইলে তাহাদিগকে উড়াইয়া দিতেন। আমি ঐ ব্যাপার দেখিয়া দুই প্রহরের সময় পোকা সংগ্রহ করিয়া পিতাঠাকুরকে দিতাম।

বাগানে ঐ সময় অনেক মধুর চাক হইত। আমরা চাক ভাঙ্গিয়া মধু খাইতাম। মধু খাইয়া গাত্র দাহ হইলে জননী ঠাকুরাণী জানিতে পারিয়া আমাদিগকে শাসন করিলেন। আমি একটু নিবৃত্ত হইলাম কিন্তু আমার ভ্রাতারা নিবৃত্ত হন নাই। তাঁহারা একদিন মধুমক্ষিকা কর্ত্তৃক নিজ্জিত হইয়াছিলেন। আমার দাদা কালীপ্রসন্ন বড় ভাল মানুষ ছিলেন। তাঁহাকে মাছিরা এত দংশন করিয়াছিল যে তিনি কয়েকদিন জ্বর ভোগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাগানে পুষ্করণীতে ও গোলাবাটিতে খেলা করিলে সকলে অসন্তুষ্ট হন দেখিয়া আমি আমার ভ্রাতৃগণের সঙ্গ ছাড়িয়া সদর দরজায় দ্বারবানদিগের নিকটে মধ্যাহ্ন কালে বসিতাম। দ্বারবানগণ পশ্চিমে জোয়ান। এক এক সের আঠার রুটি এবং একবাটী অড়হড় ডাল খাইয়া দ্বারবানেরা দরজার সম্মুখে কদমতলায় আপন আপন খাটিয়া লইয়া বসিত। তথায় কেহ কেহ তুলসীদাসী

রামায়ণ পাঠ করিত। আধ আধ বুলি বড় মিষ্ট লাগিত। আমি একদিন শীতল তেওয়ারী জমাদারের পাঠে মুগ্ধ হইয়া কহিলাম তেওয়ারী ঠাকুর তুমি আমাকে পাঠের অর্থ বুঝাইয়া দেও। সে একটী ভূষণ্ডী কাকের গল্প করিল। সে গল্পটী আমার বড় মিষ্ট লাগিল। আমি সন্ধ্যাকালে সেই গল্প আমার ঝি ও জননী ঠাকুরাণীকে বলিলাম। শীতল তেওয়ারীর গুণ ব্যাখ্যা করায় জননী, তেওয়ারীকে একটি সিদা পাঠাইয়া দিলেন। তেওয়ারী আদর করিয়া আমাকে তাহার রুটী ডাল ও কচুরী দিলেন। আমি খাইয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

দিবসে প্রথমে গুরু মহাশয়ের নিকট লিখি মধ্যাহ্নে ইংরাজি পড়ি, বৈকালে আবার গুরুর নিকট থাকি। সন্ধ্যা হইতে হইতেই আমরা শয়ন ঘরে প্রবেশ করি। সেখানে ঘোষের ঝি আমার শিবুঝি ও অন্যান্য বিজ্ঞা স্ত্রীলোক আসিয়া অনেক প্রকার উপকথা কহিতেন। ডাকাতের গল্প, মেলন মোহন, বত্রিশ ধরের গল্প, বাঘের গল্প শুনিতে শুনিতে আমাদের নিদ্রা আসিত।

অধিক রাত্রে নিদ্রা ভাঙ্গিলে জানালার নিকট বসিয়া থাকিতাম। চারি প্রহরে নফর সর্দ্দার ও সন্নাসী সর্দ্দার লালঠান জ্বালিয়া নীচে ঘরের গলি দিয়া উঠান গুলিতে

পাহারা হাঁক দিত। আমি ঐসময় নফর সর্দ্দারকে ডাকিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। নফর তখন বৃদ্ধ, কিন্তু তাহার হাতে লালঠান ও লাঠি ও পৃষ্ঠে ঢাল ও তরবারী থাকিত। সে পূর্ব্বে বড় ডাকাত ছিল। আমার মাতামহের মুরশিদাবাদ জেলায় যে জমিদারী ছিল তথায় তাহার বাসস্থান। কোন সময়ে উলা গ্রামে ডাকাত পড়ার আশঙ্কা হওয়ায় আমার মাতামহ অনেক পশ্চিমে দ্বারবান, লাঠিয়াল ও মুসলমান পেয়াদা ও সেপাই থাকা সত্ত্বেও নফর সর্দ্দার ও তাহার ২।৩টী সঙ্গীকে আনিয়া অন্দরের পাহারা তাহাদিগকে অর্পণ করেন। নফর কোন সময় ডাকাতি ব্যবসায় নিজ গুরুদেবের মুণ্ড কাটিয়া ফেলিয়াছিল। সেই অবধি সে হরিবোল শব্দটী সর্ব্বদা মুখে বলিত। আমি নফরকে উপর ঘরের জানালা হইতে কোন গল্প বলিতে বলিলে সে নিজের বাল্য ও যৌবনকালের বীরত্ব সমূহ বর্ণন করিত। আমি ৬।৭ বৎসরের ছেলে সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিতাম না। কিন্তু গল্প শুনিতে ভাল বাসিতাম।

আমার জননী বড় লোকের কন্যা। অধিক পরিশ্রম সহিতে পারিতেন না। আমাদের লালন পালনের ভার শিবু ঝির উপরেই ছিল। শিবু ঝি আমাদের নিজ সন্তানের

ন্যায় প্রতিপালন করিত। প্রাতে জল খাওয়াইয়া পাঠ-শালায় লইত। আবার ভাত খেতে আনিত। দুই প্রহরের সময় আমরা যেখানেই থাকি খুঁজিয়া খুঁজিয়া দুগ্ধ খাওয়াইত এবং রক্ষণাবেক্ষণ করিত। সন্ধ্যাকালে আমাদিগকে বাটীর ভিতর লইয়া শয়ন করাইয়া নিজে রাত্রে আমাদের নিকট শুইত। নিজের সুখাদি পরিত্যাগ করিয়া আমাদের সুখের অন্বেষণ করিত। তাহার কন্যা তাহাকে লইয়া যাইতে চাহিলে সে আমাদিগকে পরিত্যাগকরিয়া যাইতে পারিত না।

আমি কবিরাজদিগের ঔষধ প্রস্তুত করা দেখিতে ভাল বাসিতাম। ঠাকুর বাটীতে দীনদয়াময়ীর নাট মন্দিরে কবিরাজদিগের চন্দনাদি, গুড়চ্যাদি, মহাবিষ্ণু প্রভৃতি নানা প্রকার তৈল প্রস্তুত হইত। রঘুনাথপুরের ঈশ্বর কবিরাজ ও উমাচরণ কবিরাজ ইহারা আমার মাতামহের বেতন-ভোগী বৈদ্য ছিলেন। স্বর্ণ জারণ লৌহ জারণ প্রভৃতি অনেক কঠিন কঠিন কার্য্য তাহাঁরা করিতেন। শশক তৈল ও শিবাঘৃতাদি প্রস্তুত হইতে দেখিয়াছি। কান্তি কড়া ভাঙ্গা লৌহ লইয়া তাহাঁরা লৌহ জারণ করিতেন। তাহাঁদের ছাত্রেরাও অনেক প্রকার ঔষধ প্রস্তুত করিত এবং অনেক গ্রন্থ পাঠ করিতেন। দীনদয়াময়ীর দালানে বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয়ের বাসা ও টোল ছিল। তিনি

অনেক স্তব পাঠ করিতেন। কালীর নৈবেদ্য চাউল ও ছোলা মটর পাক করিয়া আহার করিতেন। বাচস্পতি মহাশয়ের অনেকগুলি ছাত্র ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণ অভিধান ও ভট্টী ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিতেন। রবেঃ কবেঃ কিমিত্যাদি শ্লোক পাঠ আলোচনা করিতে শুনিতাম। দুই প্রহরের সময় আমি কোন কোন দিন ঠাকুর বাটীতে গিয়া ঐ সকল দেখিতাম।

ঐ সময়ে বাটীর ভিতরে আমরা দুই প্রহরে মহলে মহলে খেলা করিয়া বেড়াইতাম। আমার বড় মামা কীর্ত্তিচন্দ্র মুস্তৌফী আমার জন্মের পূর্ব্বেই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই বিধবা স্ত্রী ছিলেন। রাঙ্গা মামী ও বড় মামী। রাঙ্গামামী একটু ক্ষিপ্ত ছিলেন। বড় মামী আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার মহলে গেলে তিনি আমাকে কিছু খাইতে দিতেন। তিনিও অনেক গল্প করিতেন। ছেলে বেলায় আমার দাঁতে পোকা ছিল। এক এক সময় আমাকে সমস্ত দিবস কাঁদিতে হইত। বড় মামী বলিতেন পাড়াগেঁয়ে লোকেই পোকা মানে। দাঁতে পোকা হয় না। মিষ্ট ও টক খাইয়া দাঁতের ভিতর একরকম পীড়া জন্মে। বেদিনীরা যে পোকা বাহির করে তাহা মিথ্যা। সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে

আমি বাবার বৈটকখানায় বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতাম। তিনি সন্ধ্যাকালে আহ্নিক করিয়া নিজে জল খাইবার সময় আমাকে একটী সন্দেশ খাইতে দিতেন। প্রায়ই আমি আমার দাদা কালীর সঙ্গে থাকিতাম। ছোট ভাইটী বড় দুষ্ট বলিয়া তাহাকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতাম না। তাহার কনিষ্ঠ গৌরীদাস অতি সুন্দর ছেলে ছিল। অতিশয় অল্প বয়স বলিয়া আমাদের সঙ্গে থাকিত না।

উলাচণ্ডি জাতের সময় উলায় বড় আমোদ হইত। গ্রামের এক পার্শ্বে উলাচণ্ডীতলা। সেখানে অনেক বটগাছ ছিল। একটী উচ্চ বেদীর উপর সিদুঁর মাখা একখানা প্রস্তর খণ্ডকে উলাচণ্ডী বলিত। বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাচণ্ডীর পূজার বড় ধূম ধাম। সেই সময় দুই পাড়ায় দুই বারোওয়ারী পূজা হইত। একখানির নাম মহিষমর্দ্দিনী। আর এক খানি বৃহৎ দুর্গা দক্ষিণ পাড়ায় পূজা হইত। উলাচণ্ডী পূজার উপলক্ষে নানা দেশ বিদেশ হইতে সর্ব্বপ্রকার লোক উলায় আসিয়া তিন দিবস কুটুম্ব গৃহে বাস করিয়া থাকিত। লোক এত হইত যে পথে চলিতে ভিড় হইত। দুই পাড়ায় দুইটী বাজার বসিত। নানাপ্রকার আমোদ প্রমোদের মধ্যে হাথী ও মহিষের লড়াই একটি আনন্দ জনক ব্যাপার ছিল। অনেক স্থান

হইতে অনেক হাতী আনা হইত। মুখোপাধ্যায়দিগের একটি প্রকাণ্ড মহিষ ছিল। সেই মহিষটার শৃঙ্গ লৌহ দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইত। বড় বড় হাতীর দাঁতে লোহা বাঁধা যাইত। অগ্রে ঘোষণা দিয়া মহিষ ও হাতী গ্রাম মধ্যে ছাড়িয়া দিত। কোন সময় মহিষটা প্রবল হইয়া হাতীদিগকে তাড়াইয়া যাইত। কখনও বা কোন হাথী প্রবল হইয়া মহিষকে কাবু করিয়া আনিত। আমরা দোতলা ছাদ হইতে ঐ সকল দেখিতাম। কোন কোন দিন আমাদের হাতী শিবচন্দ্রের উপর চড়িয়া বারওয়ারী তলার আমোদ দেখিয়া আসিতাম।

এ সময় উলায় কোন দুঃখ উদয় হয় নাই। গ্রামে চৌদ্দ শত ঘর ভাল ব্রাহ্মণ। কায়স্থ বৈদ্য অনেক ছিল। মুস্তোফী মহাশয়েরাই গ্রামের প্রধান শ্রী। গ্রামের লোকের অন্নাভাব ছিল না। তখন অল্প স্বল্পে নির্ব্বাহ হইত। সকলেই স্বচ্ছন্দে আহার করিয়া গান বাদ্য ও গল্পাদি করিয়া বেড়াইতেন। পেট মোটা ব্রাহ্মণ যে কত ছিল তাহা বলা যায় না। প্রায় সকলেই রহস্যপ্রিয়, মিষ্টভাষী ও বিচার পরায়ণ। কালাবতী গান ও তম্বুরা শিক্ষায় প্রায় সকলেই পটু। অনেকেই একত্রিত হইয়া কোন স্থানে গান বাদ্য করিতেন, কোন স্থানে পাশা বা দাবা

খেলিতেন। গ্রামটা আনন্দময় ছিল। কাহার কোন বিষয় আবশ্যক হইলে মুস্তোফী মহাশয়দের বাটি হইতে অনায়াসে পাইতেন। ঔষধ, তৈল, ঘৃত সর্ব্বদা সকলেই লইয়া যাইতেন। গ্রামটা এত বড় যে তৎকালে ৫৬ জন চৌকীদার গ্রামে কার্য্য করিত। চাকরী বাকরী করিয়া খাইতে হইবে একথা উলার ভাল লোকে জানিতেন না। কি সুখের সময় ছিল।

আমরা তখন অন্য গ্রাম দেখি নাই। তুলনা করিয়া উলার মাহাত্ম্য বুঝিতাম না। কিন্তু এমন দিন যাইত না যে কোন না কোন প্রকার সাধারণ উৎসব না হইত।

এইরূপ থাকিতে থাকিতে আমি প্রায় ৭ বৎসরের হইলাম। আমার দাদা কালীপ্রসন্ন ৯ বৎসর। আমার ভাই হরি ৪ বৎসর। এমত সময়ে কৃষ্ণনগরে একটী কলেজ সংস্থাপিত হইল। কৃষ্ণনগরের রাজা শ্রীশচন্দ্র যত্ন করিয়া আমার মাতামহকে কলেজে ছেলে পাঠাইতে লিখিলেন। কি কি বিচার হইল আমি জানি না। আমরা শুনিলাম যে আমার মামাত ভাই মহেশ বাবু, আমার দাদা কালী ও আমি ও আমাদের সঙ্গে কৈলাস দত্ত, মহেন্দ্র বসু ও যদুনাথ চন্দ্র এই সকলে কৃষ্ণনগর যাইবেন। আমার পক্ষে নিতান্ত চিন্তার বিষয় হইল। আমি ঝি ছাড়িয়া রাত্রে

থাকিতে পারি না। আমার জননী স্থির করিলেন যে আমাদের সঙ্গে আমাদের ঝিও কৃষ্ণনগর থাকিবে।

আমরা কৃষ্ণনগরে গিয়া বাজারের মধ্যে একটী দোতলা বাসায় থাকিলাম। উপরের ঘরে আমাদের শয়ন, তাহার নীচের ঘরে আমাদের পাক হয়। সম্মুখে বাজার ও রাস্তা। সিঁড়ির উপর একটী গণেশের আকৃতি। আমাদের ঘরের নীচে অর্থাৎ রসুই ঘরের পাশে তিসির গুদুম। একটা দ্বার আমাদের রসুই ঘরের দিকে ছিল। সে দ্বারটী বন্ধ থাকিলেও তাহার ফাক দিয়া তিসি আমাদের ঘরে পড়িত। আমরা ভাজাইয়া খাইতাম। আমাদের ডাল ভাত রন্ধন হইত। ব্রাহ্মণের পাক ভাল হইত না। ঝি জল খাবার আনিয়া মাঝে মাঝে খাওয়াইত। আমাদের শিড়িতে বসিয়া একটী কলু বাটি দেখা যাইত। বৃদ্ধ কলু এক খানা তক্তার উপর বসিয়া থাকিত। তাহার মরণ আসন্ন হওয়ায় সে মহাভারত পাঠ করাইত। তাহার উঠানে দিব্য সামিয়ানা দিয়া আসন পাতা হইত। একদিকে পাঠকের বেদী। তদুপরি কথক ঠাকুর বসিয়া ভারত বলিতেন। কথকের মাথায় মালা দিলে কথক মধ্যে মধ্যে একটী একটি গান করিতেন। আমি মহাভারত শুনিতে বড়ই ভাল বাসিতাম। ভীমের গল্পের

প্রতি আমার চিত্ত বিশেষ আকৃষ্ট হইত। এক একদিন কথকের অনেক খাদ্য দ্রব্য লাভ হইত। সেই দিন কথক বড়ই প্রফুল্ল থাকিতেন। যে দিন কিছু পাইতেন না সেই দিন তাহার মনটা ভারি হইত। শনিবারে শনিবারে আমরা উলার বাটিতে যাইতাম। আমাদের মূলে বেহারা বিশেষ তেজের সহিত আমাদের পাল্কি চালাইত। সে দিন আমাদের বড় আমোদ হইত। মহেশ বাবু, কালী দাদা ও আমি এক পাল্কিতে যাইতাম। সন্ধ্যার পরেই বাটী পৌঁছিয়া জননীর চরণ দর্শন করত বড়ই আনন্দ লাভ করিতাম। রবিবার দিবস গল্প ফুরাইত না। সোমবার প্রাতেই আমরা গোয়াড়ীর বাসায় গিয়া আহার করত কলেজে যাইতাম।

কলেজ তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠিতে। কলেজের মাঠ ও গাছ পালা অনেক। সেই স্থানটা আজ কাল একটু জঙ্গল। সেই স্থানে পূর্ব্ব রাস্তা। এখন সেই রাস্তার আর পারে বারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের দিব্য অট্টালিকা ও থানা। তাহারই এক অংশে আপাততঃ সদর ডাকঘর হইয়াছে। তখন সেই কুঠিতে আমরা মাদুরে বসিয়া পড়িতাম। কিছু দিনের মধ্যেই চেয়ার টেবিল ও বেঞ্চ সকল পৌঁছিল। কাপ্তেন রিচার্ডসন্ সাহেব কলেজের

তখন প্রিন্সিপাল। রামতনু লাহিড়ী প্রধান দেশীয় শিক্ষক। মহেশ দাদা ও কৈলাস দ্বিতীয় কেলাসে পড়িতেন। আমরা অধিক নীচের কেলাসে পড়িতাম। কালীদাদা ও আমি এক কেলাসে। আমাদের সঙ্গে রাজপুত্র সতীশ চন্দ্র বাহাদুর পড়িতেন। কয়েক দিন পরে কোচ বেহারের বালক রাজা আসিয়া জুটিলেন। গদাধর দীন দয়াল প্রভৃতি আমাদিগকে পড়াইতেন। গদাধর মাষ্টারের গলা ফুলো ছিল এবং নৃশংস ভাবে তিনি আমাদিগকে শ্লেট ভাঙ্গা দিয়া মারিতেন।

সকলে বলিতেন যে আমি ইংরাজী পড়িতে পারি। একটু পরিশ্রমের সহিত বিদ্যা অভ্যাস করিয়া ক্লাসে সম্মান লাভ করিলাম। মাষ্টারগণ আমার প্রতি সদয় হইলেন। সে বৎসর পরীক্ষায় আমি এক ক্লাস প্রমোসন্ ও একখানা প্রাইজ পাইলাম। মহেশ দাদা, কালী দাদা এবং আর কেহই আমাদের মধ্যেই প্রাইজ বা প্রমোসন্ পাইলেন না। উলাতে এইরূপ ঘোষণা হইল যে আমি সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে। রবিবারে উলার বাটীতে আমার প্রশংসা হইতে লাগিল। মাতামহ দাদা মহাশয় আমাকে অনেক স্নেহ প্রকাশ করিয়া কাছে বসাইয়া প্রসাদ দিলেন। বাবাও আমার প্রতি বিশেষ সদয় হইলেন। বড় মামী

ও মা প্রভৃতি সকলেই আমার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। ঐ সময় ডিজারবারেট অধ্যাপক আসিয়াছিলেন। তিনি আমার অধিক প্রশংসা করায় বাবা তাঁহাকে আমার সম্মুখে প্রশংসা করিতে নিষেধ করিলেন। এই সকল প্রশংসা বাদ শুনিয়া আমার মনটা বড় উচ্চ হইল। এমত কি অতি শীঘ্রই আমার লেখাপড়া কচু পোড়া খাইয়া গেল। আমি আর ক্লাসে ভাল ছেলে থাকিলাম না। মাষ্টাররা ফের নির্দ্দয় হইলেন। ছল পাইয়া পূর্ব্ব হিংসা তুলিবার জন্য মহেশ দাদা প্রভৃতি আমার উপর অনেক কসাকসি করিতে লাগিলেন। আমি ক্লাসে যখন ভাল ছিলাম তখন আর সকলেই আমার উপর হিংসা করিতেন। এখন রাগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি পড়া মুখস্থ করিতে পারি না। সকল দিকেই আমার যন্ত্রণা উপস্থিত হইল। পাল্কি করিয়া স্কুলে যাই কিন্তু ক্লাসে না যাইয়া বাগানে বাগানে বেড়াইয়া চারিটার সময় পাল্কিতে আসিয়া বসি। কোন কোন দিন পীড়ার ছল করিয়া বাটীতে থাকি। কেশে চাকর আমার দুঃখ বুঝিতে পারিয়া আমার পক্ষ হইয়াছিল। এখন আর আমার ঝি কৃষ্ণনগরে ছিল না। আমাদের কৃষ্ণনগর সহিয়া গেল বলিয়া তাহাকে উলাতেই রাখা হইল।

একদিন আমাদের দেওয়ান গোবিন্দ আউচ আসিয়া আমাদের বাসায় পাঁঠার মাংস রসুই করাইল। অধিক রাত্রে পাঁঠার মাংস খাইয়া আমার কালী দাদার ওলাউঠা পীড়া হইল। কালী লাহিড়ী ডাক্তার বলিলেন পীড়াটা গুরুতর হইয়াছে। সকলেই স্থির করিলেন যে কালী দাদা ও আমি উলায় চলিয়া যাই প্রত্যুষে আমরা দুই ভাই পাল্কিতে রওনা হইলাম। পীড়ায় কালী দাদা ক্রমশঃ অবসন্ন হইল। আমি অঞ্জনা পার হইবার সময় তাহার চিত্ত সন্তোষ করিবার অনেক চেষ্টা করিলাম। দাদা ক্রমে অবসন্ন। বেলা ৮ টার সময় পাল্কি উলার বাটিতে পৌঁছিল। কালী দাদা তাহার এক ঘণ্টার মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বাটীর মেয়েরা যখন কাঁদিয়া উঠিলেন তখন আমি বুঝিলাম যে বিপদ হইয়াছে। সে দিন আমার মামার বাটীতে ব্রাহ্মণ ভোজনের উদ্যোগ হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থদিগের একটা ভোজ হইবে। সে সমস্ত কার্য্যই লণ্ড ভণ্ড হইয়া গেল।

দুই তিনদিন পরে আমি জানিলাম যে আমার আর গোয়াড়ী যাইতে হইবে না। আমার যেরূপ বিদ্যা বিষয়ে শৈথিল্য হইয়াছিল তাহাদের সেই সংবাদটি উপাদেয় বলিয়া বোধ হইল। আমি পড়া শুনা ত্যাগ করিয়া উলায়

রহিলাম। এসময়ে মামার বাটীতে স্কুল বা পাঠশালা ছিল না।

আমি ৮ বৎসর বয়সে এই অবস্থায় প্রায় ৩। ৪ মাস ছিলাম। সেই সময়ের মধ্যে ইংরাজী সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। ঐ সময়ে উলায় কয়েকটী ভদ্রলোক মিলিয়া একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিলেন। আমার মামা-দের পুরাতন বাটীর সংলগ্ন ভুতবাড়ী বলিয়া একটী ছোট একতলা বৈঠক খানা ছিল। তথায় ইংরাজী স্কুল বসিল। মাষ্টার আসিলেন হালিসহর নিবাসী বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়। পণ্ডিত হইলেন উলাবাসী রাঘব ভট্টাচার্য্য। আমি সেই স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। ভগবান বসু ঐ স্কুলের সেক্রেটারী। তাহাঁর মতে শীত কালে প্রাতে স্কুল ও অন্য সময় দিবসে স্কুলে বসিতে লাগিল। আমি এখন যত্ন করিয়া আবার এ, বি, সি হইতে পড়িতে লাগিলাম। আমার পূর্ব্ব বিদ্যা শীঘ্রই উদয় হইল। তাহাতে আমাকে সকলে ভাল বালক বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিল এবং মাষ্টার মহাশয় আমাকে ভাল বাসিতে লাগিলেন। ভুতবাড়ীতে রজনী গন্ধ ফুটিত। আমি সেই গন্ধে বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। সময়ে সময়ে মঠ বাড়ীতে ব্যাট বল্ খেলা হইত। একদিন আমার ভ্রূদেশে ব্যাট্ লাগিয়া রক্ত বহির্গত হওয়ায় আমি ব্যাট বল খেলা হইতে নিরস্ত

হইলাম। স্কুলের অনেক গুলি ছেলের সহিত আমার বন্ধুতা হইল। তৃতীয় নম্বর রিডার পর্য্যন্ত বেশ পড়া শুনা করিলাম।

ঐ সময়েই পুরাতন বাটীর পাঠশালায় আমি বাঙ্গালা অঙ্ক শিখিতাম। পুরাতন বাটীতে সাধারণের অধিকার সে বাটীতে মুস্তোফী মহাশয়েরা প্রায় ২০। ২২ ঘর বাস করিতেন। সদর দ্বারে নহবৎ খানা। তাহার সম্মুখে বোধন তলা ও দোল মণ্ডপ এবং ভাণ্ডার বাটী। সদর দ্বার প্রবেশ করিলে বামদিকে পূজার বাটি। খড়ের চণ্ডী মণ্ডপ অতিশয় সুদৃশ্য। তাহার সম্মুখে উঠানের আর পারে হোমের কোঠা। বামদিকে চণ্ডী মণ্ডপ রাখিয়া সম্মুখে গেলে জোড় বাঙ্গালা। তাহাতে কৃষ্ণ চন্দ্ররায় বিরাজমান। সেই জোড় বাঙ্গালার উঠানের চতুর্দ্দিকে অন্দর বাটি। অন্দর বাটি অনেক। তাহার বাহির ভাগে প্রতি গৃহপতির বৈঠক খানা। আমার মাতামহের পিতামহ ঐ বাটিতে বাস করিতেন। নূতন বাটি করিয়া তিনি পুরাতন বাটি ত্যাগ করিলেন। তথাপি সাধারণ অংশে আমার মামাদের সমান অধিকার ছিল। কৃষ্ণ চন্দ্র রায়ের নিকট একটি দালানে গুরু মহাশয় পড়াইতেন। আমি ও অল্প দিন তথায় অঙ্কাদি শিক্ষা করিয়াছিলাম।

অল্পকালের মধ্যেই শ্যামল প্রাণ মুস্তৌফী মহাশয় একটি পাঠশালা স্থাপন করিলেন। আমার মাতামহের বাটির দক্ষিণাংশে শ্যামল প্রাণ মুস্তৌফীর স্থান। সে বাটির সিকি অংশও আমার মাতামহের ছিল। সুতরাং আমার নিজ মাতুলের বাটিতেই আমি গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতে লাগিলাম। পৃথক হইলেও আমার মামার বাটির সহিত এক বলিলেও হয়। ঐ বাটিতে চারি হিস্যা। আমার মাতামহের এক হিস্যা। শ্যামল প্রাণের এক হিস্যা। হরিশ বাবুদের এক হিস্যা। মেজ ঠাকুরাণীর এক হিস্যা। শ্যামল বাবু তখন হাটরার মুনসেফ। পরে তিনি কৃষ্ণনগরের সদর আমিন হন। হরিশ বাবুর সন্তান ছিলনা। দুই ভাগিনেয় দাশু মামা ও সাতকড়ি মামা। ইহাঁরা বাঁশবেড়ের রুদ্র। ইহাঁদের মাতা গঙ্গামণী দিদি বড় কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। নাড়ী দেখিয়া চিকিৎসা করিতে পারিতেন। শ্যামল বাবুর দুই পুত্র। সয়ারাম মামা ও দেবেন্দ্র মামা। কৈলাস দত্ত উহাদের প্রাইভেট্ টিউটর ছিলেন।

শ্যামল বাবুর পাঠশালায় গুরু মহাশয়টী বেশ দাবা খেলওয়াড়। বর্দ্ধমেনে গুরু খুব কড়া। শুভঙ্করী অঙ্কে খুব মজবুদ। আমাকে যত্ন করিয়া শিক্ষা দিতেন।

এই বয়সে আমি অনেকটা স্বাধীন। সকল স্থানেই বয়স্যদিগের সহিত বেড়াইতাম। মহেশ দাদা তাহাঁর মাতুলালয় কলিকাতায় পড়িতে গেলেন। উলার বাটীর ধূমধাম ক্রমশঃ কম হইতে লাগিল। দাদা মহাশয় ঋণগ্রস্ত হইয়া বিব্রত হইতে লাগিলেন। এখনও ঠাট এক প্রকার বজায় আছে। আমাদের হাতী শিবচন্দ্র প্রাণ ত্যাগ করিল। ঘোড়া গেল। ঘোড়াগাড়ী গেল। ছাগলের গাড়ী পড়িয়া রহিল। এখন ও কর্জ্জ পত্র করিয়া জগদ্ধাত্রী পূজা ও দুর্গোৎসব হয়। এখন ও ৩০। ৩৫ জন পশ্চিমে দ্বারবান আছে। আমার বাবার বৈঠক খানায় অনেক গুলি ভদ্রলোক আসিয়া বসেন। গিরিশ মুখোপাধ্যায়, রমেশ রায়, নবীন ভাহুড়ী প্রভৃতি মোসাহেব আসিয়া বসেন। কখন কখন গান করেন। মোহন দত্ত মাতাল দিবসে আসিয়া খুব গান জুড়িতেন।

পুরাতন বাটীতে মহাভারত রামায়ণাদি কথা হইলে আমি শুনিতে যাইতাম। হনুমান্ সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কায় যাইতেছেন সিংহিকা রাক্ষসী তাহাকে আকর্ষণ করিতেছেন। কথক ঠাকুর ঐ বিষয় অভিনয় করিলে আমার মনে বিশেষ প্রীতি উৎপন্ন হইল। স্কুলের পর কথা শুনিতে যাওয়া আমার একটী কার্য্য হইল। কথা

শুনিতে শুনিতে আমাদের শাস্ত্রের অনেক গল্প আমার শিক্ষা হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে আমার কনিষ্ঠ হরিদাস ও গৌরীদাস ক্রমশঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। আমার মার মনে বড় দুঃখ হইল। বাবা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া পড়িলেন। তখন আমার একটী মাত্র ভগ্নি হেমলতা। ঝি হেমলতাকে কোলে করিয়া আমার হাত ধরিয়া বেড়াইত। মার মনে এইরূপ হইল যে তাহাঁর সন্তান আর কেহই বাঁচিবে না। এই জন্য আমাদের গলায় অনেক গুলি মাদুলি পড়িল। আমি ঝির সঙ্গে পাড়ায় বেড়াই এবং স্কুলে যাইতে পুরাতন বাটীর চৌরি গুলিতে বসিয়া দাবা খেলা, পাশা খেলা দেখি। আমাদের বাটী হইতে পুরাতন বাটি যাইতে বামদিকে মিত্রদের বাটি। সেখানে আমাদের ছোটদিদি থাকেন। আমি প্রায়ই যাই। সেই বাটীর বাহিরে খেলার আড্ডা। পরশুরাম মামা প্রভৃতি খেলা করেন। আমি খেলা ও দেখি. স্কুলে ও যাই। গুরু মহাশয়ের কাছে লিখি এবং মধ্যে মধ্যে কথা শুনি।

যাহার বাটীতে যে উৎসব হয় আমি দেখিতে যাই। ব্রহ্মচারীর বাটীতে অনেক পূজা হয়। সে বাটির বাহিরে একটি ভাল মন্দির। ভিতর দিকে বাগান ও হোমের

স্থান। তান্ত্রিক মতে ব্রহ্মচারীর উপাসনা। মড়ার মাথার খুলি গুপ্ত ছোট ছোট ঘোরে থাকিত। কেহ কেহ বলিত যে দুগ্ধ গঙ্গাজল দিলে মড়ার মাথা হাসে। আমি মড়ার মাথা নাবাইয়া জল দিয়া দেখিয়াছিলাম কিন্তু কোন হাঁসি দেখিতে পাই নাই। সেই খানে সর্ব্বজ্ঞদিগের বাটী। তথায় গিয়া গান শুনিতাম।

দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণ বাটিতে বড় খাওয়া দাওয়ার ধুমধাম। আমি ভাল প্রসাদ খাইবার আশায় কোন দিন কোন ব্রাহ্মণের বাটিতে নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতাম। কোন খানে ভাল কড়াইয়ের ডাল তদুপযোগী অন্য তরকারী ও ভাত পাইতাম। কোন খানে খিচুড়ী ও এচঁড়ের ডাল্না ইত্যাদি পাওয়া যাইত। বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাটিতে ভাল ভাল তরকারী ভোগ হইত। সকল বাটীতেই পাঠার তরকারী লাভ হইত। উলা নিবাসী ব্রাহ্মণেতর সকলেই ব্রাহ্মণ বাটীতে তিন দিবস প্রসাদ পাইতেন। নিজের ঘরে কেহ খাইতেন না। দুর্গোৎসবের সময় খাওয়া দাওয়ার যেরূপ আড়ম্বর গান বাদ্যের সেরূপ নয়। অন্যান্য পূজাতে গান বাদ্যের বিশেষ আয়োজন দেখা যাইত।

মুস্তৌফী মহাশয়দের যত হ্রাস হইতে লাগিল বামনদাস বাবু ও শম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায় বাবুদের ততই

সম্মান বাড়িতে লাগিল। তাহাঁদের বাটীতে নাচ গান ও জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁক জমক হইয়া উঠিল। তাহাঁদের হাতী ঘোড়া হইল। দ্বারে ও অনেক পশ্চিমে দ্বারবান ক্রমশ হইতে লাগিল। মানুষের বিষয় বৃদ্ধি হইলে সঙ্গে সঙ্গে জাঁক জমক বৃদ্ধি হয়। আমরা রাত্রে উহাদের বাড়িতে গান তামাসা শুনিতে যাইতাম। দেওয়ান মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাবুদের বাটিতেও তখন কিছু কিছু ধূমধাম হইত দেখিয়াছি। গ্রামটা আমোদ পূর্ণ ছিল। তন্নিবন্ধন গ্রামস্থ সকলেই খোস মেজাজ ও চিন্তারহিত ছিল। মস্কারামী করিতে সকলেই মজবুদ। সুতরাং অনেকেই পাগল উপাধি লাভ করিতেন। ঈশে পাগলা, গঙ্গা পাগলা, পেশা পাগলা, শম্ভা পাগলা এরূপ নামে অনেক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোক পরিচিত ছিলেন। বারওয়ারী পূজা রক্ষা করিবার জন্য উহারা দেশ বিদেশ হইতে বাক্ চাতুরী করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেন।

আমার ৯ বৎসর বয়স হইয়া উঠিলে আমি জগৎ ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ের নিকট জ্যোতিষ পড়িতে গেলাম। কৈলাস দত্ত ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তুলটে পুস্তক তৈয়ার করিবার ঝোঁক উঠিল। জ্যোতিষের বচন লিখিয়া মুখস্থ করি ও সঙ্কেত বুঝিয়া লই।

আমার মাতামহের অবস্থা ক্রমশঃ মন্দ হইতে লাগিল। বাবা মনে মনে করিলেন যে আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। আমার মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তিও সামান্য এবং তাহাও অতি দূর দেশে আমার ছেলের শেষে কি হইবে। আমার শ্বশুর বাটীর অবস্থাও মন্দ হইতেছে। আমি এই সময়ে কোন স্থানে একটী বসত বাটি করিব। এই মনে করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যান। আমার পিতামহের বাটী খানা তখন বন্ধক ছিল। সিমলের ছাতু বাবু আমার পিতামহকে দাদা বলিয়া বিশেষ সম্মান করিতেন। অনেক যোগাড় করিয়া তাহাঁর বাটি খানা হস্তগত করিয়া রাখিলেন। শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে পথে ছুটী মঙ্গলপুরে আমার পিতামহের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাঁকে কলিকাতায় আনিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। আমার পিতামহ রাজবল্লভ দত্ত মহাশয় বড়ই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি কলিকাতায় আসিতে বা কলিকাতায় কোন বিষয় সংগ্রহ করিতে অস্বীকার হইলেন। ছাতু বাবু কাজে কাজেই আর কিছু করিতে না পারিয়া কলিকাতায় প্রত্যা-বর্ত্তন করত আমার পিতার নিকট আমাদের ভদ্রাসনের বিষয় বলিয়া পাঠাইলেন। পিতাঠাকুর পিতামহের আজ্ঞামত পূর্ব্ব ভদ্রাসন বিষয় না লইবার মত প্রকাশ

করিলেন। কলিকাতায় ভাল বাটী প্রস্তুত করিতে বা ক্রয় করিতে অনেক টাকা পড়ে এবং অর্থের স্বল্পতায় পূর্ব্ব সম্মান রাখা কলিকাতায় কঠিন মনে করিয়া তিনি ডিজার-বারেট অধ্যাপককে আনাইয়া তাঁহার সঙ্গে নৌকা যোগে ফরাসডাঙ্গায় গিয়া বাটী দেখিয়া আসিলেন। আসিবার সময় আমার মাতামহের অধীন সত্বাধিকারী ডেভিড ফারলঙ্গ সাহেবের সহিত মোল্লাহাটীকুঠীতে আলাপ করিয়া আসিলেন। ফারলঙ্গ সাহেব আমার পিতাকে কোন কুঠির ম্যানেজারী দিবার অঙ্গীকার করেন। পিতাঠাকুর মনে করিলেন যে উলায় গিয়া আমার জননীর নিকট হইতে কিছু টাকা সংগ্রহ করত ফরাসডাঙ্গায় একখানা বাটী খরিদ করিয়া স্বয়ং ফারলঙ্গ সাহেবের কর্ম্ম করেন। কিন্তু মনুষ্য যাহা মনে করেন তাহা সফল হয় না। ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই ঘটিয়া থাকে।

ইত্যবসরে মুরসিদাবাদ জেলায় রামপাড়া বলিয়া আমার পিতার মাতামহের যে তালুক ছিল তাহা খাজানা না দেওয়ায় লাটে উঠিবে শুনিয়া আমার পিতা উমাচরণ বিশ্বাসকে তথায় প্রেরণ করিলেন। মার নিকট হইতে ১৫০০৲ পনর শত টাকা লইয়া পাঠান। লোক পৌঁছিতে পৌঁছিতে লাট হইয়া গেল। প্রেরিত টাকাটী আর ঘরে

আসিল না। পিতার বিমাতা রাণী রাধামণির মৃত্যু হওয়ায় ছয় খানি গ্রামের লাখরাজ ভূমি আমার পিতার দখলে হইল। উমাচরণ বিশ্বাস ঐ লাখরাজ মহল দখল করিয়া উলায় আসিতে আসিতে আমার পিতার মৃত্যু হইল।

মোল্লাহাটী কুঠি হইতে উলাতে ফেরত আসিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে আমার পিতার জ্বর হইল। মাতামহের ভগ্ন সংসারে তখন আমার পিতাই একমাত্র পুরুষ। উমাচরণ কবিরাজ চিকিৎসা করেন। কর্ত্তা মাতামহ কখন কখন একপাত অষ্টাদশন্ পাঁচন আনিয়া দেন। ক্রমে পীড়া খুব বৃদ্ধি হইল। অষ্ট দিবসেই বিকার হইল। বহুতর লোক দেখিতে আসিলেন। অনেকেই অনেক প্রকার ঔষধ সেবন করাইলেন। কিছুই হইল না। অন্দর হইতে পূজার বাটীর শিড়িঁর ঘরে বাবাকে চেয়ারে বসাইয়া হারু মামা, পরশুরাম মামা, মহেন্দ্র মামা প্রভৃতি অনেকেই আনিতে লাগিলেন। তখন চারি দণ্ড বেলা আছে। ঐ সময় অন্দরের শিঁড়ি নামিবার কালে গিরিশ মিত্রের ভাড়া বাটি হইতে ঠাকুরমাকে আনা হইল। ঠাকুর মা কাঁদিতে কাঁদিতে বাবা কোথা যাবে বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলেন্। অন্দরে ক্রন্দনের রোল উঠিল। বাবাকে বাহির বাটিতে লইয়া রাখা হইল। আমি বাবার কাছে

বরাবর ছিলাম। অধিক রাত্রে নিদ্রিত হইয়াছি। বাবাকে সকলে শান্তিপুর গঙ্গাতীরে লইয়া গেলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। ঠাকুর মা ঐ ঘটনার দেড় বৎসর পূর্ব্বে উড়িষ্যা হইতে আসিয়া প্রথমে মামাদের শ্রীপুরের বাটীতে থাকেন। তথা হইতে নবলার বাটীতে কয়েক মাস থাকেন। পরে উলায় গিরিশ মিত্রের বাটীতে ভাড়া করিয়া থাকেন। আমি মার সহিত তাহাঁকে শ্রীপুরে ও নবলায় গিয়া দেখিয়াছিলাম। গিরিশমিত্রের বাড়ীতে থাকার সময় প্রত্যহই দেখিতে যাইতাম। বাবাকে ছাড়িয়া থাকিতে না পারায় ঠাকুর মা আমার পিতামহকে উড়িষ্যায় রাখিয়া বাঙ্গলা মুলুকে আসিয়াছিলেন। গিরিশ মিত্রের বাড়ীতে থাকার সময় যোগা পিশি তাঁহার নিকট উলায় আসিয়াছিলেন।

প্রাতে উঠীয়া দেখি বাবা নাই। লোকজন কেহ নাই। ঐ সময় উড়িষ্যা হইতে লালু চক্রবর্ত্তী ও পরমেশ্বর মহান্তী আসিয়াছিল। তাহারাও বাবাকে লইয়া গঙ্গা তীরে গিয়াছে। আমি সকলের ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা ঠাকুরাণী অধৈর্য্য হইয়া কাঁদিতে ছিলেন। অনেকেই তাঁহাকে স্তোকবাক্য বলিতেছিলেন। বেলা দুই প্রহরের সময় গঙ্গাতীর হইতে সকলে ফিরিয়া

আসিল। সেই সময় উচ্চ শব্দে বাটীময় ক্রন্দনের ধ্বনি হইতে লাগিল। আমার মাতামহ ঠাকুর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। অপরাহ্ণে তাঁহাকে সকলে স্নানাদি করাইল।

আমি পিতাঠাকুর থাকিতে থাকিতেই একটু চিন্তা-শীল হইয়া উঠিয়াছিলাম। জগৎ কি, আমরাই বা কি এই দুইটী কথা আমার মনে ১০ বৎসর হইতে জাগিতে ছিল। কোন দিন কোন প্রকার সিদ্ধান্ত হয় আবার সিদ্ধান্ত থাকে না। একদিন সন্ধ্যার সময় চন্দ্রোদয় হইলে বাবার বৈঠকখানার ছাতে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখি চাঁদ আমার সঙ্গে সঙ্গে চলে। মনে মনে করিলাম যে চাঁদকে আমরা কৃষ্ণনগরে দেখিয়াছি, একি সেই চাঁদ। ছোট গোলাকার জিনিস কিরূপে সর্ব্বত্র থাকে। একবার মনে করিলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে চাঁদ বোধ হয় ভিন্ন ভিন্ন আবার চাঁদ সঙ্গে সঙ্গে চলে দেখিয়া একই চাঁদ সর্ব্বত্র থাকে এরূপ সিদ্ধান্ত হইল। কোন কোন স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন যে চন্দ্র ও সূর্য্য দেবতা, দুই ভাই, তাহাঁরা দুই জনে নিমন্ত্রণ খাইতে গিয়াছিলেন। তাহাঁদের মা বলিয়া দিয়াছিলেন যে ভাল ভাল খাবার আনিবে। চাঁদ নখের কোণে সন্দেশ এনেছিলেন। সূর্য্য কিছু আনেন নাই। তজ্জন্য মা চাঁদকে অমৃত বর দেন এবং সূর্য্যকে

এই বলিয়া শাপ দেন যে তুমি জগতের মল মূত্র শুকাইবে। অল্পদিনের মধ্যেই জানিলাম এ সব স্ত্রীলোকের কথা, নিতান্ত অসার। আমি রামায়ণ, মহাভারত, কালী পুরাণ, অন্নদা মঙ্গল, প্রভৃতি বাংলা পুথি পড়িয়া অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিতেছিলাম। যাহাকে একটু বিজ্ঞ দেখি তাহাঁর সহিত ভাল ভাল কথা আলোচনা করি। হলধর মিশ্র দুর্গা কালী ও শিবদিগের পূজা করেন। আমি ভাবিলাম দেবতাদের সহিত হলধরের কথা হয়। আমি একদিন তাহাঁকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন হাঁ কখন কখন কথা হয়। আমি তাহা একটু বিশ্বাস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম হাঁ মিশ্র মহাশয়, বাচস্পতি মহাশয় ঠাকুর বাটিতে রাত্র দিন থাকেন। তাহাঁর সহিত কি ঠাকুরদের কথা হয়। তিনি বলিলেন হয়। আমি বাচস্পতি মহাশয়কে ঐ কথা বলিলে তিনি বলিলেন যে হলধর মিশ্র মিথ্যা বলিয়াছেন। ঠাকুররা কলিকালে মানুষের সহিত কথা বলেন না। বাচস্পতি মহাশয় মোটা ও পণ্ডিত থাকায় হলধর মিশ্রের প্রতি আমার আর শ্রদ্ধা রহিল না। আমি কোন দিন দুই প্রহর রৌদ্রের সময় নির্জ্জন দেখিয়া কোন কোনটী শিবের মন্দির খুলিয়া কথা কহিতাম। তখন প্রতিধ্বনি হইত।

আমি মনে করিতাম শিব বুঝি আমার সহিত পরিহাস করিতেছেন। আমি শিবকে ছুঁইয়া পলাইয়া যাইতাম। মনে করিতাম যে শিব যদি সত্য হন তবে আমাকে ধরিবেন বা কোন পীড়া দিয়া আমাকে জব্দ করিবেন। শিব কিছুই করিলেন না দেখিয়া আমি বুঝিলাম যে শিবের ভিতর কোন বস্তু নাই।

একদিন মাতামহের বৈঠকখানার সম্মুখের বাগানে জামরুল খাইতে গেলাম। শুনিলাম জামরুল গাছে ভূত থাকে। ভূতের ভয়ে সে দিন পলাইয়া গেলাম। পরদিন মনে হইল ভূতের যদি একটা প্রতিকার করা যায় তবে নির্ভয়ে জামরুল খাওয়া যায়। রৌদ্রের সময় জামরুল বড় উপাদেয়। অনেককে ভূতের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহই আর ভূত নাই একথাটী বলিলেন না। আমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া বাচস্পতি মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে ভূত যোনি একটা আছে। ভূত বায়ুর স্বরূপ এবং তাহাদের চক্ষু কুচের ন্যায় ছোট ছোট। বাচস্পতি মহাশয়ের কথা শুনিয়া ভূতের বিষয় আশঙ্কা বৃদ্ধি হইল। কিন্তু জামরুল না খাইলে নয়। ছিরের মা বড় গুণী। কাহার কাহার ভূত ছাড়ায়। সে মাতামহের ভাণ্ডার রক্ষয়িত্রী ছিল।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল রাম নাম বলিলে ভূতের ভয় হয় না। জয়কালী বলিয়া একটী চাকরাণী ছিল, সেও ঐ কথা বলিল। আমি পরীক্ষা করিবার জন্য রাম নাম বলিতে বলিতে জামরুল তলায় গিয়া বিশেষ নিরীক্ষণ করত কোন প্রকার ভূতের ক্রিয়া দেখিতে পাইলাম না। দুই চারিটা জামরুল পাড়িয়া খাইলাম। বুঝিলাম যে রাম নামে ভূত পলায়। সন্ধ্যা হইলেই রাম রাম বলি। গলি ঘুজিঁতে চলিতে হইলে রাম নাম করি। আমি মনে মনে আনন্দ লাভ করিলাম যে অনেক দিন পর একটী ভূতের ঔষধ পাইয়াছি। শুনিতাম যে হোমের ঘরে ভূত থাকে। রাম রাম বলিতে হোমের ঘরের ভূত তাড়াইলাম। এখন সন্ধ্যাকালে বাহিরে থাকিতে পারি। জগদ্ধাত্রীর চাল চিত্র করিতে একজন বৃদ্ধ ছুতোর নিযুক্ত থাকিত। আমি তাহার নিকট বসিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। সে সকল বিষয়ের উত্তর দিত। আমি তাহাঁকে জিজ্ঞাসা করিলাম "বল দেখি এই প্রতিমার মধ্যে দেবতা কখন আসিবে"। সে উত্তর করিল যে আমি যে দিন ইহাঁর চক্ষু দান করিব সেই দিন দেবতা আসিয়া প্রতিমায় অধিষ্ঠান হইবে। আমি আগ্রহের সহিত সেই দিনে দেখিতে আসিলাম কিন্তু দেবতার

কোন অধিষ্ঠান দেখিতে পাইলাম না। আমি কহিলাম যে গোলোক পাল প্রথমে খড়ে পরে মাটিতে এই প্রতিমাটি গড়িয়াছে। আবার তোমরা প্রথমে খড়ি পরে রং চিত্র করিলে। দেবতা বস্তুত কখনই আসিলেন না। তখন সেই বৃদ্ধসূত্রধর কহিল ব্রাহ্মণেরা ঘট বসাইয়া মন্ত্র পড়িলে ঠাকুর আবির্ভূত হইবে। আমি তখন ও দেখিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। সেই বৃদ্ধ সূত্রধরকে বিজ্ঞ জানিয়া তাহার বাটিতে গিয়া সব কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। সে তখন বলিল এই প্রতিমা পূজায় আমার কিছু বিশ্বাস নাই। আমার বোধ হয় ব্রাহ্মণেরা জুয়াচুরি করিয়া এই ব্যবস্থা দ্বারা টাকা অর্জ্জন করে।

বৃদ্ধ বার্দ্ধকীর সেই কথায় আমার বিশেষ প্রীতি হইল। আমি তাহাকে পরমেশ্বরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম সে বলিল, যে যাহাই বলুক আমি এক পরমেশ্বর ব্যতীত আর কাহাকেও বিশ্বাস করি না। দেব দেবী কল্পিত। আমি প্রত্যহ সেই পরমেশ্বরকে আরাধনা করি। বৃদ্ধের কথায় আমার শ্রদ্ধা হইল।

আমি জিজ্ঞাসু হইয়া উঠিলাম। গোলাম খাঁ পেয়াদা তোষাখানার দ্বারে পাহারা দেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে কহিল যে ঈশ্বরের নাম খোদা। তিনি এক।

ছিলেন, আর কেহ ছিল না। খোদা নিজের শরীরের ময়লা তুলিয়া রুটির মত করিয়া একার্ণবের জলে ফেলিলেন। রুটির উপরার্দ্ধ আকাশ ও নিম্নার্দ্ধ পৃথিবী হইল। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইলে আদম হাওয়া সৃষ্টি করিয়া মানুষ সৃজন করিলেন। আমরা সকলেই আদম হাওয়ার বংশ। আমি এই গল্পটী শুনিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তুমি রামকে কি বল। সে বলিল রাম রহিম এক। তিনিই খোদা। আমি তখনই ভূতের মন্ত্রের সন্ধান পাইলাম। ভূতের কথায় গোলাম খাঁ কহিল, সকল ভূতই সয়তানের আওলাত। তাহারা রহিমের নামে ভয় করে। আমার তত্ত্বজ্ঞানে চিত্ত প্রসন্ন হইল।

আমি মনে মনে কতই ভাবি। একবার চিন্তা করিলাম এই জগৎ মিথ্যা। এক ঈশ্বরই বস্তু। আমিও বোধ হয় সেই ঈশ্বর। আমি নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় আপনাকে দুঃখী চিন্তা করিতেছি। নিদ্রা ভাঙ্গিলেই আবার ঈশ্বর জ্ঞানে হাস্য করিব। কখন বা মনে করি আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা। অনেক কালে আপনাকে ভুলিয়া গিয়া এইরূপ কষ্ট পাইতেছি। কখন বা মনে করি যে আমি ঈশ্বর হইয়া লীলা করিতেছি। লীলার চোটে সমস্ত ভুলিয়া এরূপ বোধ করিতেছি।

পুরাতন বাটীতে অখিল মুস্তৌফী পরশুরাম মামার বাপ। তিনি প্রাতে উঠিয়া আসনে বসিয়া বেদান্ত পড়েন। তাহার পর কাছা খুলিয়া কল্মা পড়েন। আবার হাটু গাড়িয়া ঈশ্বর ভজন করেন। মাটির দেবতা মোটেই মানেন না। অনেকে বলেন তিনি খুব বোঝেন। আবার কেহ কেহ বলেন তিনি খ্রীষ্টানের ও অধম। আমি একদিন তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন ঈশ্বর এক পুরুষ। তাঁহাকে বেদে ব্রহ্ম, কোরাণে আল্লা ও বাইবেলে গড্ বলে। তাঁহাকে মানিবে। পরশুরামের কথায় নাস্তিক হইবে না।

তাঁহার পুত্র পরশুরাম মুস্তৌফী তখন আইন পড়েন। প্রথমে তিনি একটু একটু ঈশ্বর মানিতেন। শেষে ঈশ্বরকে জবাব দিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বর মানিতেন তখন রঘুমামা ও নশুমামা তাঁহার চেলা ছিলেন। ঈশ্বর বিশ্বাস ছাড়িয়া দিলে রঘুমামা ও নশুমামা রামমোহন রায়কে গুরু মহাশয় বলিতে লাগিলেন। আমার মহা মুস্কিল। আমি একে ছেলে মানুষ, অনেক কথা জানিনা। তাহাতে মত-ভেদ দেখিয়া মনে সুখ হইল না। পরশুরাম মামা বলিলেন, বাবা! সকলই প্রকৃতি হইতে হইয়াছে। ঈশ্বর বলিয়া প্রকৃতি হইতে পৃথক কেহই নাই। এই

সব কথা শুনিয়া আমি কোন কোন টোলে ভট্টাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা আরো গোলমেলে কথা বলিতে লাগিল। আমি অস্থির সিদ্ধান্ত হইলেও ভূত ভয় নিবারক রাম নাম ছাড়ি না।

আমার একাদশ বৎসর বয়সে পিতার পরলোক গমন হইল। তখন হইতে আমি স্বাধীন হইলাম। কিন্তু আমার পরে কি হইবে এই ভাবিতে লাগিলাম। সকল দিকেই অন্ধকার দেখি। আত্মীয় এমন কেহ নাই যে আমার বিষয় চিন্তা করেন। স্কুলে যাহা পড়ি মাত্র। পল্লীগ্রামের স্কুলে কিরূপ পড়া শুনা হয় তাহা তুমি বুঝিতে পার। এই সময় মাষ্টার হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উলা পরিত্যাগ করিলে কৈবর্ত্ত কুলতিলক রামচন্দ্র দাস উলা স্কুলের মাষ্টার হইলেন। আমি যত্ন সহকারে পড়ি বটে কিন্তু কেহ আমার পাঠের সহায় না থাকায় আমার বিদ্যার উন্নতি হইল না। আমি সাহিত্যে একরকম ভাল ছিলাম। পঞ্চম রিডার বুঝিতে পারি, গ্রামার ও জিয়োগ্রাফি হয়। কেবল অঙ্ক বিদ্যায় নিতান্ত লঘু হইয়া পড়িলাম। কান্তি ভট্টাচার্য্য, লাল গোপাল ঘোষ ইহাঁরা আমাপেক্ষা ভাল ছেলে হইল। মাষ্টার মহাশয় তথাপি আমাকে ভাল বাসিতেন। আমি অসহায় হইয়া ক্রমশ অধোগমন করিতে লাগিলাম। কেন

বলিতে পারি না, অত্যন্ত জাড্যযুক্ত হওয়ায় আর এখানে সেখানে যাতায়াত ও করিতে পারি না। স্কুলে যাইবার ভয়ে গোপনে ক্যাষ্টার অইল খাইয়া পেটের ব্যারাম করি। করিতে করিতে পুরাতন জ্বর হইল। সংক্ষেপতঃ এই মাত্র ছিল যে আমি কোন কুসঙ্গ লাভ করি নাই। অনেক বিষয়ে চিন্তা করি, কবিতা রচনা করিতে চেষ্টা করি। এমত কি উলাচণ্ডী মাহাত্ম্য একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলাম। সে পুথি আর পাওয়া যায় না।

আমার পিতার মৃত্যু হইলে মাতামহমহাশয় নিজের মনো-দুঃখে ভবানীপুর গিয়া রহিলেন। বাহিরের পূজার বাড়ীর দ্বার একবারে রুদ্ধ করিয়া সাবেক বাটীর বাহির বাটি দিয়া যাতায়াত পথ খুলিয়া দিলেন। আমি দাশু মামার বৈঠক খানায় বসি; মাতামহমহাশয় আমাদের ঠাকুর বাটির মহলটি খোলসা রাখিলেন। সেখানে হনুমান সিংহ, বলদেব সিংহ, সুবা সিংহ ও শীতল তেওয়ারী দরওয়ান রহিল।

মা মনে করিলেন আমার আর উন্নতি হওয়া কঠিন। ভাবিলেন পতি পুত্র সকলেই গেল। শ্বশুরের বাটী সম্বন্ধে কোন বিষয় পাওয়া গেল না। মাতামহ যে নব-লার বাটী তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন এবং ডিহি দুকড়ার

৶০ মালিকানা যাহা লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাও শঠ লোকের চাতুরীতে বেহাত হইল। এখন আর ছুটী মঙ্গলপুর ব্যতীত ভূমি সম্পত্তি নাই। যদুচন্দ্র ও উমাচরণ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় আমার মাতার কথা মত কিছু কিছু যত্ন করিয়া ও শেষে কিছু করিতে পারিলেন না।

তখন আমি এক মাত্র পুত্র এবং সপ্তম বর্ষীয়া বালিকা হেমলতা একমাত্র কন্যা। আমার ঝি অনেক ভাবিয়া ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। বাটীর সকলে স্থির করিলেন এখন এছেলেটী বাঁচে কি না, যখন কার্ত্তিক সদৃশ এতগুলি ছেলে এক এক করে গেল তখন এ কুৎসিত ছেলেটীর জীবনের আশা কি; সুতরাং এছেলেকে তোমার সম্পত্তি বলিয়া রাখিলে থাকিবেনা। মাতাঠাকুরাণী ঐ কথা শুনিয়া আমাকে ৯ কড়া কড়ি মূল্যে ও আমার ভগ্নি হেমলতাকে ৫ কড়া কড়ি মূল্যে ধাত্রী মাতার নিকট বিক্রয় করিলেন। কয়েক মাস পরে আমার মা শুনিলেন যে আমার মেজ মামী আমার মহেশদাদার বিবাহ দিয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হইল আমার ছেলের ও বিবাহ দিয়া পরের ভাগ্যে দিব। এই বলিয়া সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। কয়েকটী সম্বন্ধ হইতে লাগিল। আমার মাতামহকে দাদা বলিতেন এবং কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বংশের কন্যা কৃষ্ণমতি

ব্রাহ্মণী আমাদের বাটীতে সর্ব্বদা আসিতেন। ঐ সময় জগৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের অনেক সাহায্য করেন। বাজার হাট করিয়া দেন। একাদশীর দিবসে ব্রাহ্মণ ফলাহার করেন।

কৃষ্ণমতিকে মা রাণাঘাটে মেয়ে দেখিতে পাঠাইলেন। রাণাঘাটের শ্রীযুক্ত মধুসূদন মিত্রের পূর্ব্ব সংসারের কন্যা সয়ামণী বয়স ৫ বৎসর। তিনি খিস্মার সিংহদিগের দৌহিত্রী। মিত্র মহাশয় বড় কাজের লোক, পালচৌধুরী-দের দেওয়ান ; তিনি হাতি চড়িয়া আসিয়া আমাকে দেখিয়া গেলেন। কৃষ্ণমতি মেয়ে দেখিয়া আসিয়া মাকে বলিল ও গো তোমার যে বউ হবে সে বড় সুলক্ষণা। একটু শ্যামবর্ণা বটে কিন্তু এমন্ গড়ন দেখি নাই। কৃষ্ণমতির মত মেয়ে মানুষের অসাধ্য কিছুই নাই। মাকে এমত বুঝাইল যে মা আর কাহার ও কথা মানিলেন না। লাল-গোপাল বলিল হুকার মত মেয়েটীর রং। মা বলিলেন সুলক্ষণা কপাল সুন্দর থাকিলেই ভাল, রঙ্গে কি করে। বিবাহ স্থির হইয়া গেল। দাশু মামা কর্ত্তা হইলেন। নন্দ কামার গহনা গড়িতে লাগিল। মার অনেক সোনা চুরি করিয়া যেমন তেমন এক গা গহনা গড়িয়া দিল। দাশু মামা সমস্ত মঞ্জুর করিয়া লইলেন। খরচ খুব হইল।

বজরা তক্তারামা ফুলছড়ি আলো ইংরাজী বাজনা প্রভৃতি হইল। ১২ বৎসরের ছেলে ৫ বৎসরের মেয়ের সহিত বিবাহ। ঠিক যেন পুতুল খেলা। দুগ্ধ গঙ্গাজল খাইয়া আমি মহা সমারোহে শ্বশুর বাটী পৌছিলাম। সভাটা বেশ হইয়াছিল। অনেক গুলি তেলা বাবু রং চং কাপড় পরিয়া ও জরির পোষাক পরিয়া সভায় বসিয়াছেন। অত অল্প বয়সেই আমি বুঝিতে পারিলাম যে কায়স্থ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ভাল কাপড় চোপড় মানায় না। আমি শুনিলাম পান্তিদের ছেলে পিলে আসিয়াছে। পান্তি নাম শুনিতে আমার পান্তির পুতুল মনে পড়িল। ঠিক পুতুলের মত না হইলেও পান্তিছেলেদের সৌন্দর্য্য আমার চক্ষে লাগিল না। দুজন ভাট, মিত্র ও দত্ত বংশের কুলজী পাঠ করিল।

ক্রমে ক্রমে বিবাহ হইল। শ্বশুর বাটীতে একলা থাকিতে পারিব না বলিয়া আমার ঝি সঙ্গে গিয়াছিল। রাত্রে আমাকে সকলে ঘরের ছেলের মত মনে করিল। পর দিন বর কন্যা উলায় আসিলাম। বাটীতে সকলেই বলিলেন বেশ পুতুলের বিবাহ হইয়াছে। বিবাহ শেষ হইতে হইতেই মাতামহের পীড়া ও ক্রমশঃ মৃত্যুর সংবাদ উলায় পৌঁছিল। মা ভবানীপুর গিয়া তাঁহার বিমাতা কনে গিন্নির সহিত দেখা করিবার জন্য উদ্যোগ করিলেন।

একখানি নৌকা যোগে আমরা কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতা তখন বড় ভয়ঙ্কর স্থান ছিল। কলিকাতায় আসিবামাত্র এক উৎকট দুর্গন্ধ আমার নাকে প্রবেশ করিল। সেই দুর্গন্ধে অরুচি হইয়া গেল। ভবানীপুরের বাসায় কয়েক দিন থাকিয়া ভবানীপুর ও কলিকাতার অনেক স্থানে গেলাম। কালীঘাট দর্শন করিলাম। কোন দ্রব্যের আস্বাদ না পাইয়া নিতান্ত হতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িলাম। আমরা অগ্রেই উলায় ফিরিয়া গেলাম। মহেশ দাদা (যাহাঁকে আমরা বড় দাদা বলিতাম) মেজ মামী ও মেজ মামীর ভাই রাজা বাবু সকলে উলায় গিয়া মাতামহের শ্রাদ্ধ নির্ব্বাহ করিলেন। কয়েক দিন থাকিয়া মহেশ দাদারা কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি পূর্ব্ববৎ উলায় রহিলাম। পড়া শুনা ভাল হয় না। কেবল চিন্তায় মগ্ন থাকি। বড় দাদার আজ্ঞামত যে কিছু টাকা পাঠান তাহা এবং বাটীর নারিকেল বেচার টাকা লইয়া ঠাকুর সেবা ও বোগদা পাহাড়ে গরুর সেবা করাই। সেবা ভাল হয় না। আমি চিরদিনই বিষয় কার্য্যে অপটু। টাকা পয়সা হিসাব করিয়া খরচ করিতে পারিতাম না। আমার মাতামহের বৃহৎ বাস্তু বাটীর মধ্যেই প্রায় দুই সহস্র নারিকেল বৃক্ষ ও ৩।৪

শত আম গাছ। ঐ সকল গাছের ফলকর কিছু হয়। সে সময় বাটীতে আমার পাঁচটী মাতামহী পৃথক্ পৃথক্ মহলে থাকেন। কাহার কাহার ভাই আসিয়া থাকেন ও তদারক করেন।

সকলেই বলেন আমার মার অনেক টাকা ও গহনা আছে। কিন্তু কয়েকটী বিষয়ে তাহাঁর অর্থ ক্ষয় হইয়াছিল। আমার পিতা যে সময় মুরশিদাবাদ যান তখন মার নিকট হৈতে ১৫০০৲ টাকা লইয়া যান। সে টাকা আর পান নাই। আর একবার মুখুর্জ্জে বাবুদের কোন ছেলের দায় মোচন করিতে গিয়া আমার পিতা, মাতাঠাকুরাণীর ২৫০০৲ টাকার গহনা বন্ধক দিয়া টাকা দিয়াছিলেন। সে টাকাও প্রায় পান নাই। আমার বিবাহে প্রায় ২০০০৲ হাজার টাকা মাতাঠাকুরাণী খরচ করেন। যোগা পিশির একটী দেনা ছিল তাহাও তিনি শোধ করেন। এইরূপে অনেক-গুলি টাকা খরচ হইলে মাতাঠাকুরাণীর হাতে আর কিছুই রহিল না। আমি সেই সব চিন্তা করিতে লাগিলাম।

মাতামহের প্রকাণ্ড বাটী ; লোক কম, একটু চোরের ভয় হইলে আমি এক গাছ বাঁশের লাঠি লইয়া রাত্রে পাহারা দিতে লাগিলাম। তাহাতেই আমার আলস্য কম
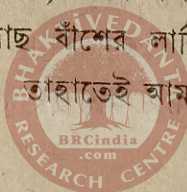
হইল। আমি আবার পড়া শুনায় মন দিলাম। কিন্তু অঙ্ক শাস্ত্রে নিতান্ত দুর্ব্বল রহিলাম।

মাতা ঠাকুরাণী সুবা সিংহকে ছুটী মঙ্গলপুর পাঠাইলেন। ছুটী মঙ্গলপুরের বাটীতে মাটী কাটিতে কাটিতে মজুররা এক হাঁড়ী সোণার মোহর ও কঙ্কন পায়। সেই মোহর ও কঙ্কন কালেক্টরীতে গিয়া আমাদের হইল। সেই মোহর ও কঙ্কন পাইবার আশায় জননী, সুবা সিংহকে পাঠান। পরমেশ্বর মাহাতীর নামে মোক্তার নামা ছিল। আমার পিতামহ ঐ মোক্তারের দ্বারা মোহর বাহির করিয়া খরচ করিয়া ফেলিলেন। সুতরাং সুবা সিংহ কয়েকমাস পরে কেবল কয়েকটী পিতলের ঘটী সঙ্গে লইয়া ফেরত আসিল। লাভের মধ্যে মাতাঠাকুরাণী তাহার কয়েক মাসের বেতন দিয়া নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। আমি তাহা দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

এইরূপে আমার প্রায় ১৪ বৎসর বয়স হইল। একবার খিশ্‌মার সিংহদিগের বাটীতে নাতি জামাই হইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে বিজ্ঞ বিজ্ঞ লোকেরা দাবাখেলা করিয়া দিনপাত করেন। অধিক ভোজনে আমার পেটের অসুখ হইল। আমি সাতকড়ি মামার সহিত উলায় ফিরিলাম। খিশ্‌মায় থাকার সময় আমাদের খুদে

দিদি ভাই যদু চন্দ্র আমাকে পাঁঠা রসুই করিয়া খাওয়াইয়া ছিলেন। ঐ সময় আমি গোরা পণ্টন পড়িলে সাহেবদের সহিত কথোপকথন করিতে যাইতাম। মেমদের সাজ গোজ দেখিয়া বড় কৌতুক হইত। পাদরী সাহেবরা গ্রামে আসিলে তাঁহাদিগকে দেখিতে যাইতাম।

তুলসীরাম ঘোষের বংশধর দেশ বিখ্যাত মহাত্মা কবি কাশী প্রসাদ ঘোষ মহাশয় আমাদের মেসো। তিনি সপরিবারে বজরা করিয়া উলায় শ্যামল প্রাণ মুস্তৌফী মহাশয়ের বাটীতে আসিয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করিলেন। শ্যামল বাবুর কন্যা তাঁহার পত্নী। তিনি আমাদের মাসী। আমি কাশী প্রসাদ বাবুর কাছে বসিলে তিনি আমার লেখা পড়ার পরীক্ষা করিলেন। করিয়া আমাকে এক খানা ছোট আয়না প্রাইজ দিলেন। বাটীর ভিতর মাসীর নিকট আমি গিয়া দেখাইলাম। মাসী বলিলেন যে বাবু বলিয়াছেন তোমার বুদ্ধি আছে। এখানে লেখা পড়া হইবে না। চল, আমি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া পড়াইব। আমি মাকে ঐ কথা বলিলাম। মার প্রথমে মত হইল না। মা বলিলেন আমি কলিকাতায় আত্মীয় গণের সহিত পরামর্শ করিয়া তথায় যাহা হয় করিব। আমি দেখিলাম যে এসব কাজের কথা নয়,

বিলম্ব হইতেছে। আমি মাসীকে সব কথা বলিলাম। মাসী, মাতাঠাকুরাণীকে অনেক বুঝাইয়া কহিলেন। বলিলেন, আমি কেদারকে ছেলের মত রাখিব। বাটীর সকলেই মাকে বলিলেন উলায় থাকিলে ছেলে মানুষ হইবে না। তুমি কেদারকে কলিকাতায় পাঠাও। তুমি পরে গিয়া আর যে বন্দোবস্ত ভাল বোধ কর করিবে। আমার কলিকাতায় থাকিয়া পড়া শুনার কথা স্থির হইল।

কাশী প্রসাদ বাবু চলিয়া গেলেন। আমি কষ্টেশ্রষ্টে থাকিয়া পূজা পর্য্যন্ত কাটাইলাম। শ্যামল বাবুর পুত্র সয়ারাম মামার ও কলিকাতা গিয়া পড়া শুনা করা মত হইল। পূজার পরে অগ্রহায়ণ মাসে কলিকাতায় যাত্রা হইল। তাহাদের নৌকায় আমি ও চলিলাম। কলিকাতায় পৌঁছিয়া সয়ারাম মামা ও তদীয় জননী ও জননীর জননী দেবেন্দ্রভ্রাতা ইহাঁরা বাগবাজারে বাটী ভাড়া করিয়া রহিলেন। আমি ও হরি ঘোষ, কাশী প্রসাদ বাবুর বাটীতে রহিলাম। এবার কলিকাতা একটু ভাল লাগিল। কাশী প্রসাদ বাবুর বাটী হেদুয়া পুষ্করণীর ঠিক উত্তরে। খুব মোটা মোটা থাম। সিমুলা পাড়াটাও এক পাড়াগাঁর মত। হেদুয়ার ধারে কএকটী পাদরী সাহেবের বাটী, কৃষ্ণ বন্দোর গির্জ্জা, ডুইন্স কলেজ ও বেথুন

স্কুল থাকায় পাড়াটী দেখিতে সুন্দর। বাটী খানিও মনের মত। আমি মাসীর যত্নে ও কাশী বাবুর কৃপায় বেশ থাকিলাম। আমাকে হিন্দু চারি টেবল্ ইন্স্‌টিটিউসান স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিলেন।

এই বিদ্যালয়ে আমার অনেক সুবিধা হইল। গগন বাবু মাষ্টার বিশেষ যত্ন করিয়া অঙ্কাদি বুঝাইয়া দেন। তাহাতে আমি অঙ্কগুলি বুঝিতে লাগিলাম। ঈশ্বর চন্দ্র নন্দীবাবু আমাদের সাহিত্য পড়ান। বলিতে কি ঈশ্বর বাবুর প্রতি আমার অসীম শ্রদ্ধা। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মনিষ্ঠ, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী এবং সুবক্তা। তাঁহার কৃপায় আমার অনেক উন্নতি হইল। বাৎসরিক পরীক্ষায় আমি প্রথম প্রাইজ এবং মেডেল লাভ করিলাম। ঈশ্বর বাবুর আজ্ঞায় আমি ক্রমশঃ ইংরাজী সাহিত্য কবিতা অনেক পাঠ করিলাম। পূর্ব্ব হইতেই কলেজে প্রবেশ হইবার প্রস্তাব ছিল। কিন্তু এই স্কুলে যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় আমি এই স্কুলে ৪ বৎসর বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলাম। ইংরাজীতে রচনা শক্তি ও কবিতা রচনা শক্তি ক্রমশঃ আমার হইতে লাগিল। অতি শীঘ্র আমি পীড়িত হইয়া পড়িলাম। প্রথম বর্ষেই বর্ষাকালে আমাকে লোনায় ধরিল। আমার সঙ্গে যত ঔষধ ছিল

তাহা সেবন করিয়াও সুবিধা হইল না। আমরক্ত, জ্বর, ও পাঁচড়া আমাকে কষ্ট দিতে লাগিল। অনেকেই বলিলেন একবার উলায় যাও কিন্তু পাঠ ছাড়িয়া উলায় যাওয়া আমার ভাল লাগিল না। দুর্গাপূজার পূর্ব্বেই উলা হইতে অনেক গুলি ভদ্রলোক কাশী বাবুর বাটিতে আসিয়াছিলেন। কাশীবাবুর জননীর আদ্য শ্রাদ্ধোপলক্ষে বিশেষ ধূমধাম হয়। সেই সময়ে পোলাও ইত্যাদি খাইয়া আমার পীড়া বৃদ্ধি হইল। আমি অতি দুর্ব্বল। উলাবাসীগণ আমাকে সঙ্গে করিয়া উলায় লইয়া গেলেন। খড়দহে বিশ্বাসদের বাটিতে একদিন থাকিয়া নৌকা ছাড়িলাম। তখন বিশ্বাসবাবুদের খুব ধূমধাম ছিল। তাহাঁরা আমাদের কুটুম্ব এবং বড় ভদ্র লোক।

পরদিন বৈকালে উলায় পৌঁছিলাম। উলার মৃত্তিকায় পদ স্থাপন করিয়া যে কি এক অনির্ব্বচনীয় সুখ হইল তাহা আমি লিখিতে পারি না। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী এই কথা তখন বুঝিতে পারিলাম। জননীর চরণ দর্শন করিব। জন্ম স্থান দেখিব। স্নেহাস্পদ হেমলতাকে দেখিব। এই সকল কথা মনে করিতে করিতে বাটিতে পৌছিলাম। পৌছিয়া যে আনন্দ হইল তাহা আর কি বলিব। মা আমার দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া

চিন্তান্বিত হইলেন। ঠাকুরমা বড়ই ভাবিত হইলেন। পিতার মৃত্যুর পর হইতে ঠাকুর মাতাঠাকুরাণী আমার মাতামহের বাটিতেই ছিলেন। তিনি মৃতপ্রায় থাকিতেন। প্রতিদিনই একবার বাবার নাম করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতেন। হেমলতাকে প্রফুল্ল দেখিলাম।

আমার জটীল পীড়া সম্বন্ধে মাতাঠাকুরাণী অনেক চিন্তা করিয়া কালার মা মুচিনীকে বলিলেন। সে কহিল কল্য প্রাতে আমি একটি ফকির আনিব। তিনি ঝাড়িয়া আরাম করিবেন। প্রাতে বসিয়া আছি। একজন কালো রং মুচি যে পূর্ব্বে ঢোল বাজাইত তাহার নাম ফকির চাঁদ; সে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাকস পাতার দ্বারা ঝাড়িয়া একটু গুড়া সেবন করিতে দিল। ঐ সঙ্গে সঙ্গে আমাকে একটা মন্ত্র দিয়া বলিল, ইহা জপ কর। স্বপ্নে সমস্ত সংবাদ পাইবে। আমার মাকে নিরামিষ রন্ধই করিয়া দিতে বলিল। পাকা তেঁতুল ভাতের সহিত খাইতে বলিল। ঐ রূপ নিয়মে রহিলাম। দুইদিন পরে নিদ্রা কালে স্বপ্ন দেখিলাম যেন একটা কাল সর্প আমার দেহ হইতে বাহির হইয়া গেল। প্রাতেই সেই কথা আমার ফকিরকে বলিলে সে বলিল

সমস্ত আপদ দূর হইল। এখন তুমি কোন নিয়ম করিবে না। স্নানাহার কর। মন্ত্র জপ কর। দুই তিন দিন মধ্যেই আমার সমস্ত পীড়াই লঘু হইতে লাগিল। আমি বেশ আহার করিতে লাগিলাম। ফকির বলিলেন মাংস খাইবে না। নিজ মনের বলে সত্য পুরুষকে ডাকিবে। অন্য দেবতার প্রসাদ খাইবে না। কোন দেবতাকে মানিবে না। আমার পীড়া ক্রমশঃ আরোগ্য হইলে ফকির বলিল চল আমার গুরু দেবের নিকট যাইবে। আমি হৃষ্টচিত্তে গেলাম। ফকিরদের স্থান বেলেডাঙ্গার মুচিপাড়া। গুরুদেবও মুচি, পূর্ব্বে জুতা প্রস্তুত করিতেন গুরুদেবের কয়েকখানি ঘর। তন্মধ্যে এক খানা উপাসনা মন্দির। সেই ঘরের মধ্যে গুরুদেব বসিয়াছেন। মাটির উপর আমি গিয়া দণ্ডবৎ করিলাম। তিনি কৃপাহস্ত আমার দেহে অর্পণ করিয়া চারটী মুড়কি দিলেন। আমি বিশ্বাস পূর্ব্বক খাইলাম। গুরুদেব বলিলেন তোমার পীড়া সকল আরাম হইয়াছে কি ? আমি বলিলাম আর সব পীড়া গিয়াছে কেবল পাচড়া ছাড়েনা। তখনই গুরুদেব আজ্ঞা দিল "মার কালুরায় দক্ষিণ রায়কে।" শুনিবা মাত্র একটী ফকির একটি নূতন ঝাঁটা লইয়া একখানা শিলের উপর কালুরায় ও দক্ষিণ রায়কে মারিতে লাগিলেন।

গুরুদেবের একটু ভাব উদয় হইলে তিনি কান্দিতে কান্দিতে এই গীতটী গাইতে লাগিলেন।

(একদিন) মানষের চরণ ঘেমে ছিল।
তাই দ্রবময়ী গঙ্গা হল।

ভাব শেষে আজ্ঞা করিলেন আজ তোমার পাচড়া ভাল হইল। রাত্রে যে স্বপ্ন দেখিবে তাহা কল্য প্রাতে আসিয়া বলিবে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই রাত্রেই প্রায় পাচড়াগুলি মর মর হইল। রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যে পাচড়ায় চুণ দিয়া রাখিয়াছি। প্রাতে সেই কথা গুরুদেবকে বলায় তিনি চুণ দিতে আজ্ঞা করিলেন। আমি তাহাই করিলাম। তৃতীয় দিন আর আমার পাচড়াও নাই। উত্তম আহার করিতে লাগিলাম। শরীর পুরিয়া আসিতে লাগিল। ক্রমে বল বৃদ্ধি ও সাহস বৃদ্ধি হইল। আমার শ্রদ্ধা গুরুদেবের প্রতি ক্রমশ সমৃদ্ধ হইল। গুরুদেব একদিন কৃপা করিয়া আমাকে পূর্ব্ব মন্ত্রটী পরিবর্ত্তন করিয়া আর একটী সূক্ষ্ম মন্ত্র দিলেন। আমি সেই মন্ত্র অহরহ ভক্তি পূর্ব্বক জপ করি। অনেক প্রকার স্বপ্ন দেখি। যখন যাহা মনে করি তদ্বিষয় একটা স্বপ্ন দেখি। গুরুদেব অন্যের পীড়া আরোগ্য করিতে আমাকে আজ্ঞা দিলেন। আমিও তাহাই করিতে লাগিলাম।
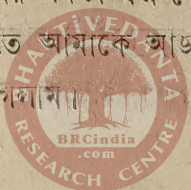
আমি প্রত্যহই কোন না কোন সময় সেই গোলোক নামক গুরুর নিকট যাইয়া থাকি। একদিন তিনি বলিলেন, কেদার বাবু আমাদের ধর্ম্মটি অতি নির্ম্মল। ইহাতে জীব হিংসা নাই। নানা দেবী দেবা পূজা নাই। পরোপকার ও সাধু চরিত্রই ইহার ভিত। পূর্ব্বে প্রভু আউল চাঁদ এই ধর্ম্ম বাইশ ফকিরের দ্বারা প্রচার করেন। সেই বাইশ ফকির বাইশ স্থানে আপনা-পন সম্প্রদায় ব্যাপ্ত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রামশরণ পাল ঘোষ পাড়ায় যে মত প্রচার করিয়াছেন তাহাতে অনেক অনাচার। আমাদের মূল ফকীর গোঁটরা গ্রামে সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তাহাঁর মতে কোন অনাচার নাই। আমরা জাতির পদার্থতা স্বীকার করি না। মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে। শুচি হয়ে মুচি হয় যদি কৃষ্ণ ত্যজে। বিবাহ করিতে এ মতে দোষ নাই কিন্তু মাসে মাসে স্ত্রীর সহিত বাস করার অপেক্ষা অধিক শীঘ্র শীঘ্র সাক্ষাৎ করা ভাল নয়। শরীরের তেজ শরীরে যত থাকে ততই ভাল হয়। আমাদের মতে যুগলতত্ত্ব যেমত রাধা কৃষ্ণ। যুগল হইয়া ও এক। মধ্যে মধ্যে রূপ দেখাইয়াও অরূপ। যেমত সাহেব বিবী। তেমতি সতি সত্য এই যুগল শুভ্রবন। মানুষই বটে। দেব দেবীর মত অনিত্য নয়। কেদার

বাবু তোমাকে কৃপা হইয়াছে তুমি এই যুগলতত্ত্ব শীঘ্রই পাইবে।

আমি ঐ সকল কথা কিছু কিছু অন্যের সহিত আলোচনা করিয়া জানিলাম যে আমাদের ফকীররা কর্ত্তা-ভজা। তবুও ঘোষপাড়া অপেক্ষা সদাচার সম্পন্ন। যাহা হউক আমি ঐ মতের ও মন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা করিতাম। গুরুকে মুচি বলিয়া অশ্রদ্ধা করিতাম না। একদিন তিনি আমাকে বলিলেন এই উলাগ্রাম কিছুদিনের মধ্যে নষ্ট-প্রায় হইবে। জ্বর রোগে লোক মরিবে। এমন কি গ্রামে আর লোক থাকিবে না।

আমার পীড়া আরোগ্য হইলে আমার স্ত্রীকে উলায় আনা হইল। মা বলিলেন হেমলতার বিবাহ দিতে হইবে। তুমি আমাকে কলিকাতায় লইয়া চল। সেবার আমি মাতাঠাকুরাণীকে ও হেমলতাকে কলিকাতায় আনিলাম। তাঁহারা আসিয়া সিমলার কালীপ্রসন্ন দত্ত দাদা মহাশয়ের বাটীতে রহিলেন। ঠাকুর মা উলায় রহিলেন। শীতের মধ্যেই আমার ভগ্নীর বিবাহ হইল। তাঁহারা উলায় চলিয়া গেলেন। আবার বর্ষাকালে আমার রক্ত আমাশয় হইল। এবারও উলায় গিয়া ফকির দিগের নিকট যাইবার মানস করিলাম। কিন্তু আমার

একটু নিয়মভঙ্গ দোষ হওয়ায় আর তাঁহাদের নিকট যাইতে পারিলাম না। মৎস্য মাংস খাইয়া ও দেবতাদের প্রসাদ খাইয়া আমার মন্ত্র বল খর্ব্ব হইয়াছিল। সুতরাং হস্তী স্নানের ন্যায় আর মন্ত্র চেষ্টা করিলাম না। এবার ঈশ্বর বৈদ্যের ঔষধ খাইতে লাগিলাম। এক মাসে পীড়াটি ভাল হইল। ঈশ্বর বৈদ্য খুব নাড়ী দেখিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার ঔষধ নাই এই দুর্নাম ছিল। আমাকে আরোগ্য করিয়া তাঁহার সে দুর্নাম অনেকটা দূর হইল।

তৃতীয় বৎসরে আমি কলিকাতায় অনেক উন্নতি করিয়াছি। কাশী বাবুর হিন্দু ইণ্টেলিজেন্সার কাগজে কিছু কিছু ইংরাজী লিখি। তিনি আমার রচনা সকল শোধন করিয়া দেন। আমাদের তখন সভা হইতে লাগিল। আমি ইংরাজীতে কিছু কিছু বক্তৃতা করি। ঐ সময় কৃষ্ণদাস পাল ও শম্ভু মুখোপাধ্যায় আসিয়া কাশীবাবুর আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক ইণ্টেলিজেন্সার কাগজে লিখিতে আরম্ভ করিলেন। শম্ভু মস্কারা। তাহার লেখায় অনেক তীব্রশব্দ প্রয়োগ থাকায় তাহার লেখা অনেক সময় পছন্দ হইত না। কৃষ্ণদাস প্রথমে রচনা লেখার মত লিখিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে লেখা ভাল হইল আমি তখন তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে লিখি।

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে সাঁওতালরা খেপিল। সেই কথা লইয়া কাগজ ওয়ালারা খুব লেখালেখি করিতে লাগিল। আমি কাগজ পড়ি। সাঁওতাল মুলুক দেখি নাই কিন্তু মনে করিলাম হান ও ভাণ্ডালদের মত একটা নূতন জাতি পাছে বড় হইয়া পড়ে। আমরা কয়েকজন স্বতীর্থ একত্র হইয়া রবিবারে কখন মনুমেণ্ট, কখন বড় বাজার, কখন সাত পুকুরিয়ার বাগান দেখিতে যাই। কলিকাতার গলি ঘুজিঁ চিনিতে পারি না তথাপি বেড়াইয়া বেড়াই, ফ্রি ডিবেটিং ক্লব প্রভৃতি কয়েকটী সভায় আমরা যাতায়াত করি। আমাদের স্বল্পবিদ্যার জোরে আমরা আর কাহারও বিদ্যা আছে এরূপ মনে করি না। এই বৎসর মহেশ দাদা ও মেজ মামী উলায় গিয়া রহিলেন। মাতামহের বন্ধ করা মাঝের দ্বরজা খুলিয়া মহেশ দাদা বৈঠকখানায় বসেন। শীতল তেওয়ারী ও হনুমান সিংহ এখন আবার সদর দ্বারে দ্বারবান আছেন। শত্রুপক্ষের সহিত একটী মীমাংসা হইবে বলিয়া বাড়ীর সকলে আহ্লাদিত হইলেন। আমি পূজার বন্ধে বাড়ী যাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। বড় দাদার বৈঠকখানায় বসি। আমার পরিচিত পূর্ব্ব বন্ধুগণ আমার সহিত আলাপ করিতে আসেন। আমার পুরাতন স্কুলে আমি এক আধ দিন দেখিতে যাই।

পুরাতন বাটী এবং অন্যান্য লোকের বাড়ীতে বেড়াইতে যাই। এখনও উলার লোক সব বজায় আছে। বড় দাদার স্ত্রী উলার বাড়ীতে এলে আমার মা আমার পরিবারকেও আনিলেন। আমার পরিবার তখন বড় ছোট। আমরা তখন পরস্পর ছেলে মানুষের মত খেলা করি।

পূজার বন্ধ সমাপ্ত হইলে আমি আবার কলিকাতায় গেলাম। উলায় থাকার সময় আমার পূর্ব্ব সুহৃদদিগের সহিত ঈশ্বরের বিষয় অনেক কথা হইত। পরশুরাম মামা কিছুতেই ঈশ্বর মানিলেন না। কলিকাতায় আসিয়া এবার আমি তত্ত্ববিদ্যার ইংরাজী গ্রন্থ সকল পড়িতে লাগিলাম। কাশী বাবুর লাইব্রেরীতে যে সকল পুস্তক ছিল এক এক করিয়া সব পড়িলাম। অধ্যাপক ঈশ্বর বাবু অনেক পাঠের সাহায্য করিলেন।

১৮৫৬ সালে আমি হিন্দুস্কুলে প্রথম ক্লাসে ভর্ত্তি হইলাম। হেড মাষ্টার বাবু মহেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর চন্দ্র সাহা আমাদের ঐতিহাসিক অধ্যাপক। মহেন্দ্র সোম আমাদিগকে অঙ্কবিদ্যা শিক্ষা দেন। সেই বৎসরে ইউনিভার্সিটী হইল। কলেজ ক্লাসগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজ হইল। হিন্দুস্কুলের সিনিয়ার ক্লাসগুলি পশ্চিম

ভাগে, সংস্কৃত কলেজ মধ্যভাগে এবং জুনিয়ার ক্লাসগুলি পূর্ব্বভাগে স্থাপিত ছিল। আমাদের ক্লাসে সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর, গণেন্দ্র নাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতি অনেক গুলি ছেলে ছিল। আমি অঙ্কবিদ্যায় চিরদিনই অপটু। অন্যান্য শাস্ত্রে আমার বেশ প্রবেশ ছিল। সেবার এনট্রেন্স এগ্‌জামিনেসন প্রথম বার হইবে। আমার সাহিত্যেতে এত অধিকার ছিল যে আমি সমস্ত ক্লাস ও মাষ্টারদিগের প্রিয় ছিলাম। আমি যে পোয়ট্রি রচনা করিতাম তাহা মাষ্টারদের ক্রমশঃ প্রিনসিপাল ক্লিণ্ট্ সাহেবের গোচরে আসল।

কেশবচন্দ্র সেন তখন হিন্দুবালক। আমাদের উপর কেলাসে পড়িতেন। তিনিও অঙ্কবিদ্যায় অপটু থাকায় তাঁহার কেলাসের উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং তিনি সাহিত্য জ্ঞান বলে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি বলিয়া এক টীসভা স্থাপনা করিলেন। প্রোফেসার সাহেবেরা এবং রেভারেণ্ড ডাল সাহেব ঐ সভায় আসতেন। আমার কিছু সাহিত্য জ্ঞান ছিল বলিয়া আমাকে ও কেশববাবু ঐ সভার মেম্বর হইতে অনুরোধ করিলেন।

ঐ সময় কলিকাতায় গ্যাসের আলোক সৃষ্টি হইল। আমি কাশীবাবুর সহিত সন্ধ্যাকালে নারিকেল তেলার

গ্যাস আফিসে গিয়াছিলাম। প্রথম দিন গ্যাস দেখাইবার জন্য সকল বড় লোককে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর প্রভৃতি অনেকেই আসিয়া ছিলেন। গ্যাসের আলো দেখিয়া সকলে পুলকিত হইলেন।

কাশীবাবুর বাটীতে সরস্বতী পূজা ও ঝুলান হইত। কয়েকদিন যাত্রা শুনা যাইত। খুব লুচি কচুরী ক্ষীর মোহন ভোগ সেবা হইত। মদন মাষ্টার, জুগো ঘড়েল প্রভৃতির যাত্রা শুনা যাইত। আমার কখনই রাগ তাল বোধ ছিল না। কিন্তু ভাবের গান শুনিতে আমার বড় ভাল লাগিত।

আমি তখন খুব খাইতে পারিতাম। কাশীবাবুর বাগানে গিয়া অনেক ভোজন করিতাম। কোন দিন বড় বড় ফুটী গুড় দিয়া খাইতাম। কোন দিন এক সের ছাতু। কোন দিন বা এক পণ আম্র। সকলে আমার আহার দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। আমার শরীর ক্ষীণ, কিরূপে এত ভোজন করি; তাহা অনেকে বিতর্ক করিতেন। লল্লু, তুমি যে রাজবল্লভ বটীকা প্রস্তুত কর তাহার সাহায্যে আমি অনেক সময়ে ক্ষুধা বৃদ্ধি করিতাম। সে বার রৌদ্রের সময় কাশীবাবু সপরিবারে বাগানে। আমি পাক পাড়া

হইতে অনেক দিন হাঁটিয়া পটল ডাঙ্গায় কলেজে আসিতাম। ওলাউটার বড় ধূম ধাম, তথাপি আমি আসা যাওয়ায় পরাঙ্মুখ ছিলাম না। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ হইতেই আমি আমাদের জ্ঞাতিদের সহিত পরিচয় করিয়াছিলাম। কালী প্রসন্ন দাদা আমাকে পুরাতন পুস্তক দিয়া সাহায্য করিতেন। কাকা ভোলা নাথ বাবুর ঐ সময়ে রোজগার আরম্ভ হইয়াছে। তিনি আমাকে মধ্যে মধ্যে স্কুলের বেতন দিয়া সাহায্য করিতেন। আমি খুব সাহসের সহিত হিন্দু স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে গেলাম। টাউন হলে পরীক্ষা। প্রথম দিন পরীক্ষা দিয়া আমার টাউন হলেই জ্বর হইল। সুতরাং আমার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না। স্কুলে পড়া আর সুবিধা না দেখিয়া আমি অন্য প্রকারে বিদ্যা অর্জ্জন করিতে লাগিলাম। মেটকাফ হলে প্রত্যহ গিয়া পুস্তকাদি পাঠ করি। তখন শ্রীযুত অভয় কাকা তথায় কেরাণীও প্যারী চরণ মিত্র তথাকার লাইব্রেরিয়ান। অনেক সভায় বক্তৃতাদি করি। পাদরী ডাল সাহেব ও জর্জ টম্পসন্ সাহেবের কাছে বিদ্যার আলোচনা করি। টামসন সাহেব আমাকে কিরূপে বক্তা হইতে হয় তাহার উপদেশ দিতেন। তিনি বলিলেন যে তিনি নিজ গ্রাম হইতে পার্লামেণ্টে

যাইবার সময় মাঠে দণ্ডায়মান শস্যগুলিকে পার্লেমেণ্টের মেম্বর মনে করিয়া অকাতরে খুব বলিতেন। সেইরূপ করিতে করিতে তিনি এরূপ মিষ্ট বক্তা হইলেন যে তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন। যে দিবস তিনি এই গল্পটী করিলেন সে দিবস আমার সঙ্গে নবগোপাল মিত্র ও কেশব সেন ছিলেন। কেশব বলিলেন ছোট ছোট অবুঝ ছেলে লইয়া আমিও ঐরূপ বক্তৃতা আরম্ভ করিব।

আমি ১৮৫৬ সালের শেষ ভাগে আমার পোরিএড প্রথম ভাগ লিখি। গঙ্গাচরণ সেন মহাশয় আমার কবিতা পড়িয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহার পরামর্শ মতে পরে ক্রমশঃ আমি ঐ দুই অংশ ছাপিয়াছিলাম। রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব উহা পাঠ করিয়া বলিলেন কবিতা ভাল হইয়াছে। তুমি জমিদারদিগের দৌরাত্ম্য এইরূপে ইংরাজী কবিতায় রচনা কর। আমি দেখিলাম সে কার্য্য বড় ভাল নয়। আমি ঐ সময় রেভঃ ডাফ সাহেবের সাহায্যে মিলটন সমুদায় পাঠ করিলাম। কৃষ্ণ বন্দোর গির্জ্জার পার্শ্বে তখন গ্রীভ সাহেব বলিয়া একটী পাদরি ছিলেন। উঁহার রাজু বসু ঠিক সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাটীতে আসিয়া এডিসন পড়িতেন। আমিও তাঁহার

সহিত যোগ দিয়া এডিসন্ ও ইয়ংগস্ নাইট্ থট্ পড়িতে লাগিলাম। আমি রাত্র দিন যত্নের সহিত কারলাইল, হাজলিঠ, জেফরী, ম্যাকলে প্রভৃতি গ্রন্থকারের রচিত পুস্তকগুলি পড়ি। ছোট ছোট কবিতা রচনা করিয়া লাইব্রেরী গেজেট কাগজে ছাপাই। এ, বি, সি, বলিয়া আমার সংজ্ঞা ছিল।

কোন দিবস আমার একটী কবিতা দেখিয়া মিশেস্ লক্ আমাকে ডাল সাহেবের দ্বারা ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমার সহিত কথোপকথনান্তে তিনি আমার কবিতা প্রশংসা করিয়া আমার পোরিএড গ্রন্থ অঙ্গীকার করিলে আমি তাহা তাঁহার নামে উৎসর্গ করিয়াছিলাম।

এনট্রান্স একজামিনেসন্ এর পূর্ব্বেই আমি উক্ত উলায় রাজু বসুর সহিত গিয়াছিলাম। হালি সহরে মিত্রদের বাটীতে রাত্রে আহার করিয়া বড় তুফানে নৌকায় চলিলাম। অন্ধকার রাত্রে গঙ্গার উপর বড় ভয় হইল। ঈশ্বর কৃপায় পর দিন নির্ব্বিঘ্নে উলার ঘাটে পৌঁছিলাম। সন্ধ্যার পর আশ্বিন মাস, চাঁদের আলো বড় শোভা হইয়াছিল। আমি ঐ সন্ধ্যার পূর্ব্বে উলার কোন সংবাদ পাই নাই। সেই বৎসর আষাঢ় হইতে উলাগ্রামে মারী ভয় হইয়াছিল। ভাদ্রমাসে মহেশ দাদাদের পীড়া হওয়ায় তাঁহারা কলিকাতায় চলিয়া যান,

কিন্তু আমাকে কিছুই বলেন নাই। ভাদ্র মাসে মহামারীর জ্বর রোগে আমার ভাগ্নি হেমলতা প্রাণ ত্যাগ করে। আমি তাহার কোন সংবাদ পাই নাই। আমার পত্নীর পীড়া হইলে তাহাকে রাণাঘাটে পাঠান হয়। আমি রাত্রে কি করিয়া বাটী যাইব ভাবিতে লাগিলাম। রাজু কহিলেন চল, আমাদের বাটী থেকে সঙ্গে একটী লোক দিব।

নৌকা হইতে নাবিয়া দেখি কতকগুলি লোক নিরাশ জনিত দুঃখে বিহ্বল হইয়া হাস্য পরিহাস করিতেছে। গ্রাম উজড় হইয়াছে। তাহারা গুলি গাঁজার প্রভাবে তাহাতে দুঃখিত নয়। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় না। রাজু ও আমি তাহা দেখিয়া একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমরা নৌকা বিদায় দিয়া মধুবসুর বাড়ী গেলাম। রাজুর বাড়ী সেই বাড়ী দ্বারে দেখি মধুসুদন বসু একখানি পিড়া হেলান দিয়া বসিয়া আছেন। আমি তাহাকে প্রণাম করিলে তিনি বলিলেন কেদার, আজ এখানে থাক, কাল প্রাতে বাড়ী যাইবে। আমার মনে কিরূপ হইল। আমি বলিলাম আমাকে একটি লোক দিন আমি এখনই বাড়ী যাইব। তাঁহার মুখে প্রথমে শুনিলাম যে মহামারী হইয়া গ্রামে অনেক লোক মরিয়াছে। আমাদের বাড়ীতেও কে কে মরিয়াছে। আমি দ্রুতবেগে তাঁহার একজন

লাঠিয়াললোক লইয়া চলিলাম। সেই লোকটি পথে গ্রামের ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা বর্ণন করিল। বলিল, মহেশ বাবু পীড়িত হইয়া কালকাতায় গিয়াছেন, কি হইয়াছে বলা যায় না। সদর দরজা খোলা। অনেক ডাকতে ডাকিতে ঠাকুর বাড়ী হইতে শীতল তেওয়ারী বলিল, বাবু বাড়ীর ভিতর যান। আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছি। উঠিতে পারি না। আমি পূজার বাড়ীতে গিয়া অনেক ডাকাডাকি করায় সেজদিদি আসিয়া বেঁকির দ্বার খুলিয়া আমাকে আমাদের মহলে লইয়া গেলেন। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, হেমলতা নাই। তোমার মা বড় পীড়িত। আমি মার ঘরে গিয়া দেখি যে মা ১০।১২ দিন জ্বর বিকার হইতে সেই দিন একটু ভাল আছেন। আমাকে দেখিয়া মা ও ঠাকুর মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমি দুঃখে বলিলাম কল্যই উলা ছাড়িয়া যাইব। রাত্রে আহারাদি হইল না। অল্প নিদ্রা হইল। প্রাতে উঠিয়া যুক্তি করিতে লাগিলাম। শুনিলাম চাকরাণী সব মরিয়াছে। এক জন মাত্র আসিয়া জল দিয়া যায়। প্রাতে ও বাড়ীতে দয়ারাম মামা ও দাশু মামা প্রভৃতিকে দেখিতে গেলাম। দাশু মামা বলিলেন তোমরা কলিকাতায় চলিয়া যাও। আমি লোক জন নৌকাদি করিয়া দিব। দয়ারাম মামারা কুইনাইন খান।

আমি দুই তিন মোড়া আনিয়া সেই দিন হইতে খাইতে লাগিলাম। পুরাতন বাটীতে হারু মামা ও পরশুরাম মামাকে বলিয়া আসিলাম। তাহাঁরা আসিয়া কতক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দিলেন। জগৎ ভট্টাচার্য্য মহাশয় নৌকা করিয়া তৃতীয় দিবস আমাদিগকে রওয়ানা করিলেন। রওয়ানা হইবার পূর্ব্ব দিবসে আমি উলা গ্রামের অনেক স্থানে গেলাম। বড় বড় বাড়ী, লোক নাই। কোন কোন বাড়ীতে কেহ কেহ পীড়ায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। কোন কোন বাড়ীতে মৃত দেহ পড়িয়া আছে। কেহ কেহ বা এখনও জীবিত আছেন। উলা ছাড়িয়া পলাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। অনেক লোকই পলাইয়া গিয়াছে। দুর্গা পূজা উপস্থিত, কোন আনন্দ নাই। যে উলায় সহস্র সহস্র লোক এক এক স্থানে বসিয়া প্রসাদ পাইত, সেই উলায় আর লোক দেখা যায় না। ৮০।১০০ খানা দুর্গা প্রতিমার স্থানে ৫।৭ খানা পূজা হইতেছে। সকলেই এক বাক্যে বলিলেন যে ব্রহ্মচারীদের বাটীতে কৈলাস ব্রহ্মচারী পুষ্কর পায়। সেই পুষ্কর দোষ নিবৃত্তির জন্য একটা পাঁঠা ছাড়িয়া দেয়। সেই পাঁঠা যত দূর চলিতে লাগিল ততদূর ঐ জ্বর মহামারী সঞ্চারিত হইয়াছিল। উলার পাগল ও গুলি খোরেরা এই গল্প উঠাইলে সকলেই তাহা

বিশ্বাস করিতে লাগিল। আরোও শুনা গেল যে দুই জন ডাক্তার চিকিৎসা করিতে আসিয়া দুই তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু গ্রাসে পতিত হয়। জ্বরও ভয়ঙ্কর। যাহার জ্বর হইতে লাগিল তাহারা ৪।৫ ঘণ্টার মধ্যে দেহ ত্যাগ করিতে লাগিল। শুনিলাম আষাঢ় শ্রাবণে জ্বর তত ভয়ানক ছিল না। ভাদ্র মাস হইতে ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা নৌকা করিয়া রাণাঘাটের ঘাটে আসিয়া আমার পত্নীর সংবাদ লইলাম। শুনিলাম আমার পত্নীর পীড়া বিকার হইয়া ভাল হইয়াছে। সেই খবর মাত্র লইয়া আমরা কলিকাতায় চলিয়া গেলাম। মা কলিকাতায় পৌছিয়া কালীকৃষ্ণ কাকার বাটীতে উঠিলেন। ঠাকুর মাকে সেই স্থানে রাখিয়া মা আমার মাসীর যত্নে তাঁহার বাটীতে নীত হইলেন। সেখানে অনেক যত্ন ও চিকিৎসায় তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিলেন। ঠাকুর মা নৌকাতেই জ্বরিত হন। কালী কাকার শ্রদ্ধা যত্নে তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করিয়াও শেষে পেটের পীড়া ও জ্বরে আবার আক্রান্ত হইলেন। আমার তখন ১৭ বৎসর বয়স। আমার বড় টানাটানি হইল। অর্থ নাই। কাহাকেও বলিবার যো নাই। সকলেই জানেন

আমার মার হাতে কিছু কম হয়ত লক্ষ টাকা আছে। আমি কিছু নাই বলিলে কেহই বিশ্বাস করেন না। আমি নিজে ঐ সময় এণ্ট্রেন্স পড়া পড়ি। ঠাকুর মা এক স্থানে, মা এক স্থানে, অর্থ নাই; নিজে সর্ব্বক্ষণ গ্রন্থ লইয়া থাকি। পীড়া দেখিতে দেখিতে আমি আর পড়িবার সময় পাই না। মনে করি মনুষ্য কখন এমন বিপদে পড়ে না। আবার সেই সময় আমার উপরি উপরি তিন বার জ্বর হইল। শেষ বার কালীপ্রসন্ন দাদার নিকট হইতে কুইনাইন আনিয়া খাইয়া আরাম হই। পরীক্ষা দিতে গেলাম, ফের জ্বর হইল। আমি আর কোন সুবিধা দেখিলাম না। মনটা উদাসীন হইয়া গেল। গৃহ শূন্য, অর্থ শূন্য, বল শূন্য, পরিবারের মধ্যে কেহ কোথায়, কেহ কোথায়, নিজে পীড়িত, বিদ্যাভ্যাসের সুশৃঙ্খলা হইল না, সকল দিকেই অন্ধকার। পিতামহ মাতামহ উভয় কুলই দেশ পরিচিত। সেও আমার পক্ষে চিত্তের কষ্টদায়ক।

আমি দুঃখ হইতে জুড়াইবার জন্য কেবল আমার স্বতীর্থ বয়স্য দিগের সহিত বসিয়া আলাপ করি। সকলেই জানেন আমি বড় লোকের ছেলে। আমার অভাব নাই। আমি মনের দুঃখেই মারা। কাহাকেও কিছু বলি না। সভায় উপস্থিত হইলে স্বচ্ছন্দ অন্তঃকরণে বক্তৃতাদি

করি ও শুনি। কেহই আমার মনের ভাব জানেন না। কাশীবাবুর বাটিতে খাই এবং বন্ধুবর্গের বাটীতে গ্রন্থাদির আলোচনা করি। সন্ধ্যার পর অনেক দিবসই আমি যোড়া শাঁকো শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে বসিতাম। আমার স্বতীর্থ শ্রীযুত সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বড় দাদা শ্রদ্ধাস্পদ দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও আমার বড় দাদা। যদি কখন মানবের মধ্যে আমার হৃদয় বন্ধু থাকেন তবে বড় দাদাই আমার হৃদয় বন্ধু। তাঁহার উদার চরিত্র, স্বচ্ছ প্রেম ও সরলতা আমার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগ্রত আছে। আমি তাঁহাকে দেখিলে সমস্ত বিষয় দুঃখ ভুলিয়া যাই। তাঁহার নিকট বসিয়া আমি অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আলোচনা করিতাম। সত্যেন্দ্রের সহিত আমার যথেষ্ট প্রীতি থাকিলে ও দ্বিজেন্দ্র বাবুর মহদ্গুণে আমি সর্ব্বদা আকৃষ্ট ছিলাম। তিনি ও নির্ব্বিষয়ী, আমি ও বিষয় চিন্তা ছাড়িলে সুখে থাকি, সুতরাং তাঁহার সহবাস আমার যত ভাল লাগিত, তত আর কাহার ও সহবাস ভাল লাগিত না। আমি ঐ সময়ে হৃদয়ের চিন্তা দূর করিবার জন্য বিজ্ঞান বিশেষতঃ পরমার্থ বিজ্ঞানের অনেক গ্রন্থ পাঠ করিলাম। বড় দাদাও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঐ আলোচনার সহায় থাকিতেন। ক্যাণ্ট, গোএটী, হিজেল, সুইডেনবর্গ, স্কোপেনহয়ার, হিউম,

ভালটেয়ার রুজোঁ প্রভৃতি অনেক লেখকদিগের পুস্তক আলোচনা করিয়া আমার মনে এই সিদ্ধান্ত হইল যে দ্রব্য মাত্রই নাই। গুণ আছে। গুণ সমষ্টিকেই দ্রব্য মনে করা যায়। গুণ থাকিলেই যে গুণাধারের প্রয়োজন ইহার ও প্রমাণ নাই। এই রূপ পদার্থতত্ত্ব বিষয়ে আমার যে সিদ্ধান্ত হইল তাহা বড় দাদা শুনিয়া বিশেষ চিন্তা করিয়া বলিলেন, ভাই কেদার, তুমি গম্ভীররূপে চিন্তা করিয়াছ। আমি তোমাকে হটাইতে পারিতেছিনা। বড় দাদা বড় বুদ্ধিশালী লোক ছিলেন। পদার্থতত্ব জ্ঞানে তিনি একজন অদ্বিতীয় লোক। তাহাঁর সেই বাক্য শুনিয়া আমার দ্বিগুণ চিত্তবল হইল। আমি কোন একটী সভায় আমার ঐ তত্ত্ববিচার বিষয়ে বক্তৃতা করিলাম। তারক নাথ পালিত আমার স্বতীর্থ, বড় বন্ধু ছিলেন। তখন ও তিনি বিলাত যান নাই। আমার বিচারে তিনি বড় সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্তাব করত আমাকে একদিন ব্রিটিস ইণ্ডিয়ান সোসাইটীতে বক্তৃতা করাইলেন। উপস্থিত সাহেবগণ বলিলেন যে আমার বিচার গম্ভীর হইয়াছে। ডাল সাহেব বলিলেন যে এইরূপ জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া মানবের কি ফল হইবে? সেই সভার আর এক অধিবেশনে আমি বেতাল পঞ্চবিংশতি ইংরাজীতে নাটককারে

রচনা করিয়া পাঠ করিয়াছিলাম। সেদিন বড় বিতর্ক হইল। সেইদিন হতে আমার বয়স্য বৃন্দের মধ্যে আমাকে এক জন তার্কিক বলিয়া লোকে বলিতে লাগিলেন।

আমি ব্রাহ্মদিগের বক্তৃতা ও পুস্তকাদি পড়িয়াছিলাম। এক ঈশ্বর মানা ভাল একথা আমার অনেক দিন হইতে বিশ্বাস ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মেরা যে ধরণে বিচার করেন এবং যে রকম উপাসনা করেন তাহাতে আমার কখন রুচি হয় নাই। ডাল সাহেবের সহিত পারমার্থিক বিষয়ে অনেক আলোচনা হয়। তাহাঁর নির্দ্দেশমত আমি বাইবেল ও নানাবিধ খ্রীষ্টীয় গ্রন্থ পড়ি। চ্যানিং সাহেবের অনেক গুলি গ্রন্থ এবং রাম মোহন রায়ের পাদরীদের সহিত বিতর্ক বিবরণ সমস্ত পাঠ করি। তখন আমার একটু ধর্ম্ম গ্রন্থে এরূপ ঝোক হইল যে সেলের কোরাণ পর্য্যন্ত পড়িয়া ফেলিলাম। থিয়োডোর পার্কার‌ও নিউমেনের গ্রন্থ সকল ভাল করিয়া পড়িলাম। পূর্ব্বে যে পদার্থ বিদ্যার গ্রন্থ সকল পড়িতেছিলাম তদপেক্ষা ধর্ম্ম গ্রন্থ পড়িতে ভাল লাগিল। এমত কি যিশু খ্রীষ্টের প্রতি আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা হইয়া উঠিল। যতই পড়ি বড় দাদার সহিত আলোচনা ছাড়ি না।

সিপাহী মিউটিনী উপস্থিত হইল। প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বড় দাদার বৈঠক খানায় খবরের কাগজ পাঠ করিয়া

তত্ত্ববোধিনীর তাৎকালিক সম্পাদক ও বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির সহিত আলোচনা পূর্ব্বক সকল কথা জানিতে পারিতাম। কাশীবাবুর বাটীতে ও অনেক আলোচনা হইত। এই সময়ে আমার অন্যান্য দেশ দেখিবার মানস হইয়াছিল। বাগেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও অন্যান্য কয়েকটী পণ্ডিতের সহিত আমি বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। তথায় মহারাজ মহাতাপ চন্দ্রের আতিথ্যে কয়েক দিন আনন্দে থাকিলাম। বর্দ্ধমান তখন উত্তম স্থান ছিল। কলিকাতার পীড়িত লোক গিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া আসিতেন। সে সময় দোল যাত্রা। রাজসভা দেখা গেল। রাজাকে আমার পরিয়েড্ এক কপি উপহার দেওয়ায় তিনি প্রীতি লাভ করিয়া অল্প পড়িলেন। বর্দ্ধমান হইতে আসিয়া দেখি আমার পিতামহী কালীকাকার বাটীতে গৃহিণীপীড়ায় শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছেন। আমার নানা চিন্তা, শিক্ষা করিব, অর্থ উপার্জ্জন করিব, পুস্তক ছাপাইব, স্থানে স্থানে বক্তৃতা করিব। মা, পিতামহী ও পরিবারকে একস্থানে একত্রিত করিব। কিন্তু অর্থ নাই। সহায় নাই, হিসাব মত সকলেই পর, কেহ কিছু যত্ন করেন না।

পিতামহী ঠাকুরাণী বড় পীড়িত হইলেন। কালা কাকা বিশেষ যত্ন করেন। কাকা ভোলানাথ বাবু ও কোন

কোন সময় তাহাঁর প্রতি যত্ন করেন। ও সময়েই ঐ টুকুই অনেক। এক দিন আমার বন্ধু বীরেশ্বর বসু পরামর্শ করিলেন চল আমরা চুচড়া হুগলি প্রভৃতি স্থানে বেড়াইতে যাই। মহেন্দ্র মিত্র, বীরেশ্বর, নবগোপাল ও আমি রেলে চড়িয়া ফরাশডাঙ্গা ও হুগলি পর্য্যন্ত গেলাম, খরচ পত্র তাহাঁরাই দিলেন। ফিরিয়া আসিতে তিন দিন। আমাদের সঙ্গটা বড় ভাল ছিল না। আমি লজ্জিত হইয়া আসিলাম। মনে মনে করিলাম আমি আমোদ করিয়া বেড়াইতেছি আমার পিতামহীর অবস্থা কি হইল দেখিতেছি না। অপরাহ্নে কালীকাকার বাটীতে পৌছিয়া দেখি মা ও মেজদিদি দ্বারে দাড়াইয়া আছেন বলিলেন তুমি অবিলম্বে গঙ্গার ঘাটে যাও, তোমার পিতামহীকে তথায় তোমার কালীকাকা লইয়া গিয়াছেন। আমি একবস্ত্র হইয়া শীঘ্রই নিমতলার ঘাটে গিয়া দেখি আমার পিতামহীকে কালীকাকা অন্তর্জলী করিতেছেন। তাহাঁর মৃত্যু হইলে তাহাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সমাপন করিতে প্রায় রাত্র ১১টা হইল। স্নান করিয়া কালীকাকার বাটীতে আসিয়া নিদ্রা গেলাম। পিতামহী মরায় দুঃখ হইল বটে কিন্তু তিনি বড়লোকের মেয়ে ও বধূ ছিলেন তাহাঁর যে শেষ দুর্দ্দশা তাহা এক প্রকার অসহ্য হইয়া-

ছিল। তাহাঁর মৃত্যুতে তাঁহার অনেক সুবিধা হইল। উলায় থাকার সময় হইতে তিনি আমাকে ভাল বাসিতেন। আমি তাঁহার নিকট কালী কৈবল্যদায়িনী প্রভৃতি পুস্তক পাড়়তাম। নূতন পুস্তক বিক্রয় হইতে আসিলে আমি ক্রয় করিয়া তাঁহাকে দিতাম। তিনি উত্তম রসুই জানিতেন। তাঁহার ন্যায় মিতব্যয়ী ও দ্রব্যাদির প্রতি যত্নশীল স্ত্রীলোক দেখা যাইত না। নানাবিধ পাক ও মেঠাই প্রস্তুত করিতে তিনি যেমত জানিতেন সেরূপ আর কেহ জানিত না। চোষীর পায়স, আমের মোরব্বা প্রভৃতি যাহা তিনি প্রস্তুত করিতেন সেরূপ অন্য কেহ করিতে পরিতেন না। আমি সর্ব্ব প্রকারে তাহাঁর সেবা করিতাম। তিনি ও সেরূপ স্নেহ করিতেন। আমি বালক বলিয়া একটা নির্ব্বোধের কার্য্য করিয়াছিলাম। তাঁহার একটি বালিস বড় ভারি ছিল; সে বালিস কদাচ ত্যাগ করিতেন না। উলার বাটিতে দিদিরা সর্ব্বদা ঐ আলোচনা করিতেন যে তাঁহার বালিসের মধ্যে কিছু স্বর্ণের মোহর আছে। আমি কৌতুক দেখিবার জন্য সেই বালিসটি তিনি পায়খানায় গেলে ছিড়িয়া একটি পোটলা বাহির করিয়াছিলাম। কিন্তু কি আছে দেখিবার আবকাশ না হওয়ায় আবার রাখিয়া দিয়াছিলাম। তিনি তাহা বুঝিতে পারিয়া

আমার প্রতি একটু উদাসীন হইয়াছিলেন। মরণের সময় আমি উপস্থিত না থাকায় তাঁহার যাহা ছিল তাহা আমাকে দেন নাই। কালীকাকা বলিলেন তিনি তাহার পুস্তকগুলি তাঁহাকে দিয়াছেন। আমি সে সব বিষয়ে দুঃখিত না হইয়া নিয়ম পালন করিতে লাগিলাম। তাঁহার মরণের পর দিবসেই আমি কাশীবাবুর বাটিতে গেলাম। দ্বারবান ইতরূপসিংহ বলিল আপনি আপনার পিতামহীকে দগ্ধ করিয়া মুখাগ্নি করিয়াছেন আপনি তিন দিবস এবাটিতে প্রবেশ করিবেন না। অল্প বয়সে একটু অভিমান বেশী থাকে। আমি অভিমানে কালীকাকার বাটিতে গিয়া রহিলাম। পিতামহীর শ্রাদ্ধে কাকা ভোলানাথ বাবু কিছু ব্যয় করিয়া ছিলেন।

শ্রাদ্ধের কয়েকদিন পরেই আমার মনে হইল আমি একটি বাটি ভাড়া করিয়া থাকিব এবং তথায় মদীয় পরিবারকে আনিব। আমার পরিবার তখন দমদমায় তাহাঁর মাতুল গোকুলচন্দ্র সিংহের বাটীতে থাকেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে গোকুল মামা আমাকে শিরোমণি মিত্রের দ্বারা দমদমায় লইয়া গিয়াছিলেন। আমি কাশীবাবর বাগান বাটী হইতে তথায় গিয়া ছিলাম। সেই সময় আমার পরিবার প্রায় ১২ বৎসর। আমাকে

অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে মাকে বলিয়া আমাকে কলিকাতায় লইয়া যান। আমিও বলিয়াছিলাম আমি একটি চাকরী করিয়া তোমাকে শীঘ্রই কলিকাতায় লইয়া আসিব।

চাকরীর মধ্যে তখন আমি ২টী প্রাইভেট টিউস্যান দ্বারা ১২টাকা মাসে পাই। তাহার কয়েক মাস পরেই হিন্দুচ্যারিটেবল ইনষ্টিটিউসান স্কুলে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে ১৫টাকা বেতনে অফিসিয়েট করি। ঐ সময় আমি মাকে বলিলাম চল আমরা একটী বাটী ভাড়া করিয়া থাকি। ১৮৫৭ সালের কথা; মিউটিনী তখন বড় প্রবল।

শুঁড়ি পাড়ার চন্দ্রমিত্র তাহাঁর বাটীর নিকটেই বিনোদ সাহার দরুণ ৮নং বাটী আমার জন্য ৮৲টাকায় ভাড়া করিয়া দিলেন। আমি কালী কাকার বাটী হইতে সকল দ্রব্যাদি ও জননীকে সেই বাটীতে লইয়া আসিলাম। কালী কাকা মাঝে মাঝে খবর লন। আমি একখানা খাট, দুই খানা তক্তাপোষ, এক টেবেল ও দুই চেয়ার এবং একটী আলনা খরিদ করিয়া বাটী খানা সাজাইলাম। একটী পশ্চিমে বেহারা ও একটী ঝি রাখিলাম। ১৫৲। ২০৲ টাকা যাহা পাই ও পুস্তক অর্থাৎ পরিএড এর মূল্য যাহা হাতে আসে তাহাতেই চলিতে লাগিল। কাশীবাবুর

বাটীর নিকটে তথায় কখন কখন বসি। আমার বন্ধু বিজু ও উমাচরণ আমার নিকট সময়ে সময়ে আসেন। আমি ইংরাজি কবিতা লিখি।

ঐ সময় উলার সয়ারাম মামা সপরিবারে শুঁড়ি পাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিলেন। আমি যাওয়া আসা করি। ঐ সময় হরিঘোষের কলেরা হয় এবং ডাক্তার হনিগ্‌বেঞ্জার তাঁহাকে ইনকিউলেট্‌ করিয়া আরাম করেন। কয়েক মাস শুঁড়ি পাড়ার বাটীতে থাকিলাম। পরিবারকে তথায় আনা হইল। আবার আমার আয় কম হইতে লাগিল। আমি আর চালাইতে না পারিয়া কালীকাকার বাটীতে পরিবার ও মাকে লইয়া গেলাম। শুঁড়ি পাড়ার বাটী ভাড়া করিয়া থাকার দরুণ ৬০৲। ৭০৲ টাকা বাটী ভাড়া দেনা হইল। মা একটী স্বর্ণের হার বিক্রয় করিয়া সেই দেনা পরিশোধ করিলেন। ঐ সময়ে পরিএড সেকেণ্ড বুক ছাপা হইল।

শুঁড়ি পাড়ার বাটিতে থাকার সময় আমি মিশেস্‌ লুক পয়েটেসের বাটীতে সর্ব্বদা যাইতাম। বৃদ্ধাস্ত্রীলোক আমার কবিতা পড়িয়া সন্তুষ্ট হইলেন এবং স্নেহ করিতে লাগিলেন। ঐ লেডির বাটিতে আমার জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর বাবুর সহিত আলাপ হয়। মিশেস্‌ লক্

একজন স্পিরিচুয়েলিষ্ট্ তিনি আমাকে অনেক স্পিরিচুয়েল ম্যানিফেষ্টেসন্ দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার টেবেলের উপর স্পিরিটগণ আসিয়া নৃত্য করিত। তাহাদিগকে দেখা যাইত না কিন্তু তাহাদের নৃত্যের শব্দ শুনা যাইত। ক্রমে আমার অনেক অভাব হইতে লাগিল। চাকরি মেলে না। চাকরী কম, চাকরী পাইবার প্রার্থী অনেক। আমি একজন হাউসের মুচ্ছদ্দির খোসামদ করিতে লাগিলাম। তিনি আমার বংশের সম্মান বিচার করিয়া আমাকে সদরমেটের কার্য্য শিখিবার জন্য আমাকে বাজারে চিনি ইত্যাদি খরিদ করিতে পাঠাইলেন। অনেক চিনি খরিদ করিয়া আমার এক বস্তা চিনি লাভ হইল। আমি দেখিলাম এ কার্য্যটা অধর্ম্ম কেবল মহাজনকে ঠকান। মুচ্ছদি বাবুকে সে কথা বলায় তিনি বলিলেন তোমার মাষ্টার গিরি কাজ ভাল। সওদাগিরি কার্য্যে তোমার কিছুই হইবে না।

চাকরীর ভাবনা করিতেছি এমত সময় ছুটীমঙ্গলপুর হইতে দাদা মহাশয় লালু চক্রবর্ত্তীকে ও কেবল রাম দাসকে পাঠাইয়া দিলেন। দাদা মহাশয় লিখিয়াছেন যে "আমি আর অধিক দিন বাঁচিব না। তোমাকে চক্ষে

দেখিতে ইচ্ছা করি। তুমি যদি শীঘ্র আইস তবে দেখা হয় নতুবা আমাকে দেখিতে পাইবে না"।

কলিকাতায় ঘর দ্বার নাই। অর্থাভাবে চালাইতে পারি না। চাকরীও সহজে হয় না। যাহা হয় তাহাও অধর্ম্মমূলক বলিয়া করিতে পারি না। এই সকল ভাবিয়া আমি মাতাঠাকুরাণী ও পরিবারের সহিত যুক্তি করিয়া কেবলরাম দাসের সহিত উড়িষ্যায় যাইতে প্রস্তুত হইলাম। ১৮৫৮ সালে আমরা উড়িষ্যায় যাত্রা করি। খাট টেবেল ইত্যাদি বড় বড় জিনিস কালী কাকার বাড়ীতে রাখিয়া বৈশাখ মাসে যাত্রা করিলাম।

একখানা নৌকা করিয়া উলুবেড়ে গেলাম। পথে বৃহদ্বৃহৎ ঢেউ দেখিয়া মা কাঁদিতে লাগিলেন। আমার ও ভয় হইল। অপরাহ্ণে উলুবেড়েতে উঠিলাম। তথায় ভাড়াটীয়া গরুর গাড়ী পাওয়া যায় না। সুতরাং তথাকার দারগা অন্নদা প্রসাদ ঘোষের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। পুলিস দারগার স্বভাবের পরিচয় স্বরূপ তিনি একটী ভূয়া হুকুম করিয়া দিলেন। তবু ও গাড়ী পাওয়া গেল না। আমরা পদব্রজে উলুবেড়ে হইতে পাঁশকুড়া পর্য্যন্ত গেলাম। মা বড় মানুষের মেয়ে, চলিতে পারেন না। পরিবার কেবল ১৩ বৎসর বয়স। আস্তে আস্তে

চলিতে লাগিলাম। পাঁসকুড়ার ঘাটে পৌছিঁয়া ২খানা গাড়ী যাজপুর পর্য্যন্ত ভাড়া হইল। মেদিনীপুরে বড় মামার সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্বুবর্ণরেখা পার হইবার সময় দেখা গেল যে ঐ নদী বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তিনী। এক পারে লাল হাঁড়ি, বাঙ্গালা কথা; আর পারে কালো হাঁড়ি, উড়ে কথা। ক্রমে বালেশ্বর, ভদ্রক পার হইয়া যাজপুর। কেবলরাম ও লালচান্দ মধ্যে মধ্যে পরস্পর কলহ করিত। কোন কোন চটিতে তাহারা যখন নাপিতের দ্বারা ক্ষৌর হইত তখন নাপিত তাহাদের শরীরের উপর যে কুস্তি করিত তাহা দেখিতে আমার বড় কৌতুক হইত। যাজপুর ২। ৩ দিন থাকা গেল। পাণ্ডার একটী বাগান বাটীতে আমার একটী বাসা হইল। সেখান হইতে ছুটী গ্রামে খবর গেল। দাদা মহাশয় দুই খানা পাল্কী ও বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। যাজপুরে তীর্থ কার্য্য করিয়া আমরা সেই রাত্রেই রওনা হইয়া পর দিন প্রাতে ছুটি গ্রামে পৌছিলাম। দাদা মহাশয় স্নেহের সহিত কান্দিতে লাগিলেন। আমাদের অনেক গুলি গরু ছিল। তাহাদের নাম ঘুমুরী, কহরী ইত্যাদি ছিল। বিদা গোপ আসিয়া দুগ্ধ দোহন করে; তাহার মা আসিয়া দুগ্ধ জাল দিয়া দধি বসায় ও ঘৃত প্রস্তুত করে। দাদা

মহাশয় দিবসে কিছু খাইতেন না। রাত্র দুই প্রহরের পর স্বপাকে খিচুড়ী খাইতেন। তাহাঁর খিচড়িতে এত লঙ্কা দিতেন যে আমি প্রসাদ পাইতে পারিতাম না। /৪ /৫ সের দুগ্ধ খণ্ডের সহিত ঘনাবর্ত্তন হইয়া থাকিত। তাহাই তিনি খাইতেন। দাদামহাশয় সন্ন্যাসীদের মত অরুণ বস্ত্র পরিধান করিতেন। দিবসে কেবল জপ করিতেন তাঁহার অনেক পায়রা, ময়ুর, হাঁস প্রভৃতি জন্তু ছিল। তিনি তাহা-দিগকে খাওয়াইবার জন্য ২।১টা ছোকরা রাখিয়াছিলেন। সন্ধ্যার পর অনেক গুলি কালীমল প্রভৃতি বৃদ্ধ গাঁজাখোর আসিয়া গাঁজা খাইত। দাদা মহাশয় গাঁজা খাইতেন না। কেবল সর্ব্বদা তামাক খাইতেন। সে বয়সে তাহাঁর যথেষ্ট বল ছিল। গোখুরা সাপকে গর্ত্ত হইতে টানিয়া বাহির করিয়া খড়ম দিয়া মারিতেন। আহার ও বল যথেষ্ট। কোন পীড়া ছিল না। তিনি কালীসিদ্ধ থাকায় সকল কথাই বলিতে পারিতেন। তিনি আমার কোষ্ঠী প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। আমাকে বলিলেন তুমি ২৬। ২৭ বৎসর বয়সে বড় চাকরী পাইবে।

ছুটিগ্রামে আমাদের ৬। ৭ খানা বড় বড় চালা ঘর তাহার মধ্যে একখানায় ঠাকুর রাধা মাধবেরও জগন্নাথের সেবা ছিল। বাটির পেছন দিকে ওয়াস পুকুর। চতু-

র্দ্দিকে কাঁটা বাঁশ ঘেরা গড়। আমাদের আহারের কোন কষ্ট ছিল না। সেখানে আলের রাজার অধিকার। রাজার দব্‌দবা ভারি। আমার সঙ্গে ভবানী বলিয়া একটা বেহারা যায়। সেই বেহারা ৪।৫ মাস থাকিয়া চলিয়া যাইতে চাহে। আমি তাহার দরমাহা কিছু জরিমানা করিয়াছিলাম। আমাদের ।৶০ আনা অংশীদার আনন্দ রায় বড়ই হারামজাদা লোক ছিল। সে সেই বেহারাকে সলা দিয়া রাজার কাছারীতে নালিস করিতে পাঠায়। বেহারাটা ২।৩ দিন অদর্শনের পর একটা যমদূতের ন্যায় পেয়াদা লইয়া আমার নিকট আসিল। আমি দেখিলাম পল্লি-গ্রামে রাজার উৎপাত বড়। আমি ফাঁড়ি হইতে জমাদার-কে আনিয়া তাহার সাক্ষাতে বেহারাটার বেতন দিয়া রাজার পেয়াদাকে বিদায় করিয়া দিলাম। এই ঘটনার পরেই আমি মনে করিলাম একটু সদরে থাকা ভাল তজ্জন্য ছুটী হইতে ৩ ক্রোশ দূরে কেন্দ্রাপাড়া গিয়া মুন্‌সেফ শিবপ্রসাদ সিংহের সহিত আলাপ করিলাম। শিবপ্রসাদকে আমার অনুগ্রাহক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার বিষয়ে পত্র লিখিয়াছিলেন এবং আর এক পত্র ডাক্তার রোয়ার সাহেবের নামে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। শিবপ্রসাদ যত্ন করিয়া কেন্দ্রাপাড়ায় একটী ইংরাজী
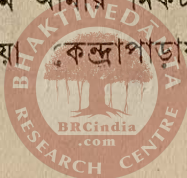
বিদ্যালয় সংস্থাপন করতঃ আমাকে মাষ্টার নিযুক্ত করিলেন। ঐ সময় জেলার জজ ও কমিসনার সোর সাহেব তথায় আসিলে আমি আমার পোরিএড দিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ করিলাম। জজ সাহেব আমাকে যত্ন করিয়া আমার স্কুলের উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বর্ষাকালের শেষে ডাক্তার রোয়ার ইন্স্পেক্টর অফ স্কুলস্ এস, ডবলিউ, বেঙ্গল তথায় আসিলে আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পত্র দিয়া তাহার সহিত আলাপ করিলাম। অনেক রাত্র পর্যান্ত তাঁহার নৌকায় বসিয়া অনেক প্রকার কথা হইল। তিনি বলিলেন যে পুরীতে টিচার সিপ্ এগ্জামিনেশন হইবে ; তুমি আসিয়া তথায় পরীক্ষা দেও, আমি তোমার অনেক সুবিধা করিব। যে মাসে পুরীতে যাইতে হইবে স্থির করিয়া আমি আমার কার্য্য করিতে লাগিলাম। কেন্দ্রাপাড়ায় দোকানে বাসা করিয়া থাকি। শনিবার পদব্রজে ছুটী যাই। আবার সোমবার পদব্রজে আসিয়া স্কুলের কার্য্য করি।

ইত্যবসরে দাদা মহাশয় এক দিন পীড়িত হইয়া আমাকে সংবাদ দিলেন। আমি কেন্দ্রাপাড়ার রাধাশ্যাম নরেন্দ্রের নিকট হইতে রস সিন্দুর ও পটোল পাতা লইয়া ছুটী গ্রামে গেলাম। দাদা মহাশয়ের কোন বিশে

পীড়া নাই দেখিলাম। অথচ তিনি বলিলেন তুমি ২।১ দিন তথায় যাইবে না, আমার জীবন শেষ হইয়াছে। তাহাঁর কথা মত থাকিলাম। তৃতীয় দিবস প্রাতে তিনি আমাদিগকে আহার করিতে বলিলেন। স্বল্প জ্বরে ছিলেন। উঠানে বিছানা পাতিয়া শুইলেন এবং তামাক খাইতে লাগিলেন। দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, কেবল রাম চক্রবর্ত্তী, লালচান্দ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি ১০।১৫ জন তাহাঁর চতুর্দ্দিকে ছিলেন। আমি আহার করিয়া আসিলে দাদা মহাশয় উঠিয়া তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে নাম জপ করিতে লাগিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা তুলসী বা বেলগাছ সন্ধান করিতে লাগিলে তিনি নিষেধ করিলেন। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন আমার মৃত্যুর পর আর তোমরা এদেশে অধিক দিন থাকিবে না। যে চাকরীই কর ২৭ বৎসরে তোমার বড় চাকরী হইবে এবং তুমি এক বড় বৈষ্ণব হইবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি এই কথা বলিবামাত্র তাহাঁর ব্রহ্মতালু ভেদ করিয়া জীবন নির্গত হইল। এরূপ আশ্চর্য্য মৃত্যু কম দেখা যায়। তাহাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া নিয়ম পূর্ব্বক এক মাসে আদ্য শ্রাদ্ধ করিলাম। আমাদের অনেক গুলি খানেজাদ গোলাম ছিল। তাহাদিগকে সে দেশে সাগর

পেশা বলে। আমাদের কেহ মরিলে তাহারা কাঁধে করিয়া লইয়া দগ্ধাদি ক্রিয়া করে, অশৌচ গ্রহণ করে এবং শ্রাদ্ধ কামান দিবসে ক্ষৌর হইয়া নূতন কাপড় পায় এবং ভোজন করে। পিতামহের ক্রিয়ায় তাহারা সেইরূপ করিয়াছিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়েরা আমাদের পুরোহিত। যাজন ক্রিয়া সমাপ্ত করিলেন। উড়িষ্যায় ঐ সমস্ত কার্য্য অল্পব্যয়ে হয়। প্রায় সহস্র ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ভোজন হইয়াছিল। হুড়ুম, দধি, গুড় ও লঙ্কামরিচ উপাদেয় খাদ্য। ঐকার্য্য আমার অল্প ব্যয়ে হইয়াছিল। ঐ সময় মহেন্দ্র মামা মুরসিদাবাদে কর্ম্ম করেন। তিনি ৫০৲টা টাকা পাঠান এবং আমি ছুটি তহবিল হইতে যাহা কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলাম তাহাতেই কার্য্য হইয়া গেল।

সেই সময় আমার আর একটা কথা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। মুরশিদাবাদের যে জগন্নাথপুর প্রভৃতি পটি জমিদারী ছিল তাহা আমার পিতামহীর বিমাতা রাণী রাধামণি বন্ধক কট্‌ রাখিয়া ছিলেন। তাহাদের সহিত নিষ্পত্তি হইলে আমি যে ৮০০ টাকা পাইলাম তাহা কাশী বাবুর নিকট জমা থাকিল।

যে মাসে ডেরাবিসের বাবু, রামবাবু, কুরুপা ভাণ্ডারী ও আমি পুরী যাইবার জন্য কটক যাত্রা করিলাম। কটকে দিনু বাবুর বাসায় থাকিয়া তাহাঁর আত্মীয় সদয়কে সঙ্গে লইয়া পুরীতে গিয়া কালী চৌধুরীর বাটীতে থাকিলাম। ডাক্তার রোয়ার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। পুরীর অনেক ভদ্র লোকের সহিত আলাপ হওয়ায় প্রায় মাসাবধি পরমানন্দে কাটাইলাম। মুক্তেশ্বর বাবু যদু বাবু প্রভৃতি অনেকেই আমার জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। ব্রজবাবু রোয়ার সাহেবের কেরাণী। তাহাঁর নিকট সব খবর পাইলাম। পরীক্ষা সার্কিট হাউস্ বাটীতে হইল। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। নিম্ন লিখিত Certificate প্রাপ্ত হইলাম।

Certificate of qualification for Teachers.

It is hereby certified that Babu Kedar nath Dutt appeared the Committee appointed for the Examination of candidates for employment and promotion in the Education department at Poori in May 1859 and that he acquitted him-self in such a manner as to be entitled under the Rules to this certificate of the High fourth grade, rendering him eligible to any Situation of which the Salary does not exceed Rupees (40) forty.

CUTTACK
The 30th May 1859

Sd. E. Roer.
Inspector of Schools, South West Bengal.
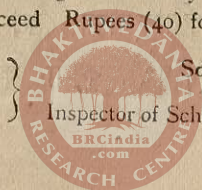
আমি পরীক্ষা দিয়া পুনরায় পদব্রজে পুরী হইতে কটক ফিরিয়া যাই পুরীতে সে সময় চন্দন যাত্রা। খুব প্রসাদাদির আনন্দ হইয়াছিল। যাত্রা করিবার দিন অপরাহ্নে বাহির হইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ৩ ক্রোশ গিয়া জানকাদেইপুরের নিমকের গোলায় রাত্রে অবস্থান করি। পর দিন খুব ভোরে বাহির হইয়া ভুবনেশ্বরে পৌছিতে রাত্র হয়। পথে কেবল ছাতু খাওয়া ও মহাপ্রসাদ তোড়ানি। রৌদ্র অতিশয় উগ্র। সঙ্গী কুরূপা, বাবুরাম ও সদয় চলিতে পারে না। আমি উহাদিগকে সাহস দিয়া সেই একদিনে ১৭ ক্রোশ পথ চালাই। রাত্র ৯ টার সময় বন জঙ্গলের মধ্যে দিয়া বাঘের ভয়ে ভয়ে মন্দিরের নিকট পৌছিয়া একটী পাণ্ডার বাটীতে অবস্থিতি করিলাম। রাত্রে তথাকার প্রসাদ ও শীতল জল পাইয়া নিরুপদ্রবে নিদ্রা গেলাম। প্রাতে চতুর্দ্দিক দর্শন করত কটক যাত্রা করিয়া মধ্যাহ্নে কটক সহরে পৌছিলাম। সদয় তথায় থাকিল। আমরা ৪ জন ছুটি গ্রামে পূর্ব্ববৎ চলিয়া গেলাম। জননী ও পরিবার আমাকে পাইয়া আনন্দিত হইলেন।

আমি পরীক্ষার ফলানুসারে কোন সরকারী কার্য্য পাইবার আশায় পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে লাগিলাম।

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই কটকে ২০৲ টাকা বেতনে ষষ্ঠ মাষ্টার পদ প্রাপ্ত হইলাম। আমি অতি শীঘ্র গিয়া কটক স্কুলে জইন্ করিলাম। হেড্ মাষ্টার যদু নাথ মুখোপাধ্যায় আমাকে পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। সাহেবজাদা বাজারে বাসা করিয়া জননী ও পরিবারকে আনাইলাম। কটকে আহারাদির সুখ যথেষ্ট ছিল। ১০৫ টাকা সের ওজনের ৴২৷৹ সের ঘৃত টাকায় এবং এই হিসাবে আর সকল দ্রব্য পাইতাম। একটি চাকর ও একটি চাকরাণী, বাটি ভাড়া দুই টাকা দিয়া এবং চাকরদের বেতন দিয়া প্রাতে সরু চাউলের অন্ন ও বৈকালে লুচি স্বচ্ছন্দে পাইতাম। কটকের মুনসেফ তখন শান্তিপুরের মহেশচন্দ্র রায় বড় ভাল লোক। ব্রাহ্মদের নিকট ব্রাহ্ম ছিলেন। তাহাঁর ভাই গিরীশ বাবু জেলদারোগা খুব হিন্দু ছিলেন। সদর আলা তখন তারাকান্ত বিদ্যাসাগর। আমরা সহজে তাহঁাকে লইয়া অনেক কৌতুক করিতাম। তিনি কলিকাতার কোন বড় মানুষ গেলে আমাদিগকে খুব খাওয়াইতেন। সরস্বতী পূজার দিনে পেন বক্সিস্ দিতেন। যদু বাবুর সহিত তাঁহার আদা কাঁচ কলা ভাব।

কটকে থাকা সময়ে আমার আহার কমিয়া গেল। কিন্তু শরীর একটু লাগিল। মার অপস্মার পীড়া হইল।

তাহাঁকে লইয়া আমাকে এক একদিন রাত্র জাগিতে হইত। কটকে মাষ্টারদের মধ্যে একটী শুঁড়ী ছিল। তাহাকে লইয়া অনেক কৌতুক হইত।

কটকে থাকা সময়ে শ্রীযুত হিলি সাহেবের সহিত আমার আলাপ হয়। তিনি এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এবং স্কুলের সেক্রেটারী। কটকস্কুলে যে সভা ছিল তাহাতে তখনকার নূতন ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দশ আইন লইয়া আমাদের বিতর্ক হয়। আমার বক্তৃতা শুনিয়া হিলি সাহেব আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। আমি এলিসনের ইউরোপ দুইমাসে পড়িয়া তাহাঁর নিকট দেখাই তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে আমাতে অনেক অদ্ভুত শক্তি আছে। ক্রমে আমাকে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতে লাগিলেন। কটক স্কুল লাইব্রারি হইতে অনেক পদার্থ বিদ্যার পুস্তক পাঠ করিতাম। ভদ্রকের স্কুলের হেড মাষ্টারী পাইয়া আমি ১৬ই মার্চ্চ তারিখে ১৮৬০ সালে কটক স্কুল পরিত্যাগ করিলাম।

ভদ্রকে পৌঁছিয়া আমি বাজারে একটী বাসা করিয়া রহিলাম। বাজার এক পারে স্কুল আর পারে, মধ্যে শালিন্দী নদী। দূর পড়িবে বলিয়া আমি প্রত্যহ যাতায়াতের পাল্কি বেহারা ৬৲ টাকায় মাসিক বেতনে রাখিলাম। ভদ্রকে আমি ৪৫৲ টাকা মাসিক পাইতে লাগিলাম।

ভদ্রকে একটী নূতন বাটী প্রস্তুত করাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। তখন তথাকার সব এসিষ্ট্যাণ্ট সারজন্ চন্দ্র নাথ বিশ্বাস। পোষ্ট মাষ্টার যদু বাবু; জমিদার বিন্দু বাবু। আমরা সকলেই প্রায় সন্ধ্যার সময় একত্রে বসিতাম। খুব আমোদ প্রমোদ হইত। খাওয়া দাওয়া মন্দ মিলিত না। কিন্তু মাতাঠাকুরাণীর অপস্মার পীড়া ক্রমে বৃদ্ধি হইল। ডেপুটী ডিয়ার সাহেব আমাদের বড় বন্ধু ছিলেন। একটি উৎকল ব্রাহ্মণ ভদ্রকে রামায়ণ গাইতে আসিয়াছিল। সে আমার মার পীড়ার কথা শুনিয়া চন্দনাদি তৈল বসাইল এবং একটি শঙ্খচূরাদি প্রস্তুত করিয়া দিল। তাহাতেই মা সুন্দররূপে আরোগ্য লাভ করিলেন। আমি সেই কবিরাজকে পারিশ্রমিক দিয়া সন্তুষ্ট করিলাম। ভদ্রকে থাকা সময়ে আমি মঠস্ অফ উড়িষ্যা লিখি। ঐ বৎসর আগষ্ট মাসে অর্থাৎ ৮ই ভাদ্র ১২৬৭ সালে আমার প্রথম পুত্র অন্নদার জন্ম হয়। ঐ বৎসরেই ১৮ই ডিসেম্বর তারিখে আমার মেদিনীপুর স্কুলে নিযুক্ত পত্র বাহির হয়। আমরা পরমানন্দে জানুয়ারী মাসের প্রথমেই মেদিনীপুর পৌছিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলাম।

ভদ্রকে থাকাকালে আমি রিভেট কার্ণেক সাহেবের এই পত্র পাইলাম।
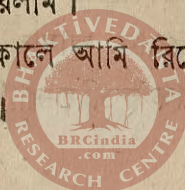
The fifth master can make whatever arrangements are most convenient to him for the transput of his family and goods but as his presence is required at Midnapur immediately he must join without delay.

Sd. Rivett Carnac.
Secretary L. C. P. I.
5thFeb. 1861

মেদিনীপুর তখন অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর স্থান। হরমোহন সেন নামক মহিষাদলের একজন কর্ম্মচারী মহেন্দ্র মামার অনুরোধে আমার জন্য একটী বাটী ভাড়া করিয়া রাখিয়া ছিলেন। আমরা তথায় উঠিয়া রাজ নারায়ণ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাহাঁর পরামর্শানুসারে কর্ণেলগঞ্জে একটী বাটী ভাড়া করিয়া অল্পদিনের মধ্যে উঠিয়া গেলাম। মেদিনীপুরের সমাজ তখন অস্থির। কতকগুলি লোক রাজ নারায়ণ বসু বাবুর অনুগত সুতরাং ব্রাহ্ম। কতকগুলি লোক Rigid হিন্দু এবং কতকগুলি মাতাল এবং ধর্ম্ম কর্ম্ম হইতে বিরত। সকল দলেই ২।৪ জন বড়লোক ছিল। আমার রাজ নারায়ণ বাবুর সহিত বিষয় কর্ম্ম সম্বন্ধ থাকিলেও আমি হিন্দু দলেই থাকি। মাতালদের সহিত আলাপ থাকে কিন্তু তাহাদের বিশেষ সঙ্গ করি না। ক্রমে ক্রমে কতকগুলি লোক আমার অনুগত ও হইল। তাহারা প্রায়ই অল্প বয়স্ক কৃতবিদ্য বা বিদ্যার্থী।

আমার ধর্ম্ম সম্বন্ধে তখন মত এই যে শুষ্কজ্ঞান প্রধান ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ভাল নয়। যিশুখ্রীষ্টের প্রচারিত জগৎ ভ্রাতৃত্ব সর্ব্ব প্রধান। উপাসনায় রসময়ী ভক্তিই ভাল। আমি কলিকাতা হইতেই ইউনিটেরিয়ান পণ্ডিতদিগের এবং থিয়োডর পার্কার প্রভৃতির বিরচিত গ্রন্থ সকল পড়িয়াছিলাম। তাহাতে আমার মনে যিশুর প্রতি একটু ভক্তি ছিল। আমার ভক্তির প্রতি বালক কাল হইতেই শ্রদ্ধা ছিল। যখন উলাগ্রামে ছিলাম তখন হরি কীর্ত্তন শুনিয়া আনন্দিত হইতাম। একদিন আমার মাতামহের কর্ম্মচারিরা কতকগুলি জাতি বৈষ্ণবকে বিলে মাছ ধরার অপরাধে তাড়ন করিতেছিল। এই কথা বলিতেছিল যে বৈষ্ণব হইয়া জীবহত্যা করা অত্যন্ত অধমতা। ঐ কথা আমার কাণে গেলে আমার মনে হইল যে বৈষ্ণব দিগের জীবহত্যা করা উচিত নয়। শাক্তগণ বলিদান করিয়া জীব হত্যা করে ও মৎস্য মারে ও খায়। বৈষ্ণবই জগতে সমীচিন। আবার জগা বৈষ্ণবের বাটিতে নাচিয়া নাচিয়া নাম কীর্ত্তন হয় কাহার কাহার চক্ষে জলধারা পড়ে ঐ সকল ব্যাপার ও বড় শ্রদ্ধাজনক হইয়াছিল। কর্ত্তাভজাগণ যখন আমার পীড়া আরোগ্য করেন তখন ও একটী বৈষ্ণব ধর্ম্মের বল দেখিয়াছিলাম। বৈষ্ণবধর্ম্মে কিছু ভাল বস্তু আছে, ভক্তি
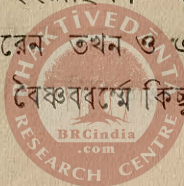
রস আছে এরূপ শ্রদ্ধা হইয়াছিল। শাক্তাদি ধর্ম্মে অনেক অপকর্ম্ম এবং ব্রাহ্ম ধর্ম্ম নিতান্ত রসহীন এইরূপ বোধ আমার হৃদয়ে ক্রমশঃ স্থান লাভ করিয়াছিল। কলিকাতা থাকায় বড় দাদা ও সতুর নিকট গেলে কিছু কিছু ব্রাহ্ম ধর্ম্মের কথা শুনিতাম এবং গ্রন্থ সকল ও তত্ত্ব বোধিনী পত্রিকা পাঠ করিয়া আমার মনে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রতি স্বাভাবিক বিরাগ জন্মিয়াছিল। ডাল সাহেব ও অন্যান্য পাদরীর সহিত অনেক বিচার ও কথোপকথনে আমার খ্রীষ্ট ধর্ম্মকে ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অপেক্ষা অনেক গুণে ভাল বোধ হইয়াছিল। ডাল সাহেব আমাকে কতক গুলি গ্রন্থ পাঠাইতেছিলেন। আমি সেই সকল গ্রন্থ বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া একটু শুদ্ধ ভক্তি অনুভব করিয়াছিলাম কিন্তু তাহার কোন কার্য্য আরম্ভ করি নাই। মেদিনীপুর স্কুলে থাকার সময় আমার এমত মনে হইল যে বৈষ্ণবধর্ম্মের পুস্তক পাইলে পড়ি। মেদিনীপুর স্কুলে একটী জাতি বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। তাহাঁর সহিত কথোপকথনে জানিলাম যে চৈতন্য প্রভু বঙ্গদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারক। চৈতন্যচরিতামৃত বলিয়া যে পুস্তক আছে তাহাতে চৈতন্যের মত ও গল্প আছে। আমি সন্ধান করিয়াও এক কপি চরিতামৃত পাইলাম না। সেই গ্রন্থ

খানা পড়িলে মন সুখী হইবে ইহাই বিশ্বাস ছিল। তখন বৈষ্ণব গ্রন্থ ছাপা হয় নাই।

আমার মাতাঠাকুরাণীর পীড়া হইল। নবগোপাল ঘোষাল ডাক্তার বাবু অনেক যত্নে তাহাকে আরাম করিলেন। মেদিনীপুরে একটী সাহিত্য সভা ছিল। সেখানে বক্তৃতা করিলে রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন কেদার বাবু তোমার ৩০৲ টাকা বেতনে ঐ পঞ্চম শিক্ষকতা উপযুক্ত হয় নাই। তুমি যত্ন করিলে অনেক ভাল কর্ম্ম পাইবে। ক্রমে ক্রমে আমার অনেকগুলি সঙ্গী ও ছাত্র হইল। তদ্দৃষ্টে ব্রাহ্ম দলের একটু হিংসা হইল। ব্রাহ্মদলের মধ্যে একটী স্কুল পণ্ডিত ছিল। সে আমাকে রাজনারায়ণ বাবুর শত্রু করিবার যত্ন করিতে লাগিলে আমি সাবধানে থাকিয়া আমার সুহৃদগণের যত্নে বাচিয়া বাচিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। থমাস নামক একটী ফিরিঙ্গি আমার বন্ধু শ্রেণীভুক্ত হইল। সে ফিনিক্স কাগজে লিখিত আমিও লিখিতাম। ব্রজ ভাদুড়ী ও যদুনাথ শীল আমার দৃঢ় বন্ধুদ্বয়। সাহিত্য বিষয়ে তাহাদের সহিত আমার সর্ব্বদা মিলন। ব্রজ বাবু অনেকবার ভোজ দিয়াছিলেন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে আমার পরিবার পীড়িত হইয়া দেহত্যাগ করিলেন। অন্নদা তখন দশ মাসের ছেলে। মা তাহাকে

মানুষ করিতে লাগিলেন। আমার স্ত্রীর পীড়া হইলে আমার বন্ধুগণ সকলেই বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন। আমার লঙ্ ফেলো পড়া ছিল। সাম অফ্ লাইফ মতে আমি বীরের ন্যায় ঐ কষ্ট সহ্য করিলাম। আমি ঈশ্বরকে মনের কথা বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলাম। এখনও আমার চিত্তে নিরাকরাবাদ বাসা করিয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর পৃথক্ স্বরূপী এবিশ্বাসটিও ছিল। নিরাকার ও স্বরূপ কি প্রকারে উভয়ই সত্য হইতে পারে তাহা আমি বুঝি নাই।

আমার অশৌচ সমাপ্ত হইলেই আমার সম্বন্ধ হইতে লাগিল। নীলাম্বর নাগ নামক আমার সঙ্গী অধ্যাপক এক জন ছিলেন। তাহাঁর বাটী যক্ষপুর বা যকপুর। মেদিনী পুর হইতে দুই ক্রোশ কাঁশাই পার। তিনিই তোমার জননীর সহিত আমার সম্বন্ধ করিতে লাগিলেন। তোমার মাতামহ পীতাম্বর বাবু আসিয়া আমাকে দেখিয়া গেলেন এবং আমার বড় মামীর পিত্রালয়ে তোমার জননীকে আনাইয়া আমার মাকে দেখাইলেন। মা কন্যা পছন্দ করিয়া বিবাহ দিতে স্বীকার করিলেন। এই সম্বন্ধ কথা কলিকাতায় কাকা ভোলানাথ বাবু এবং আত্মীয় কাশীবাবুকে লিখিলে কাশীবাবু মত করিলেন। কাকা

মত করিলেন না। তথাপি বিধাতার নির্ব্বন্ধ কখনই লঙ্ঘন হয় না বিবাহ হইয়া গেল। শ্রাবণ মাসে বিবাহ হইল। তখন খরচ পত্র করিবার আমার শক্তি নাই তাহাতে দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ ঋষি শ্রাদ্ধের ন্যায় নমো নমঃ করিয়া বিবাহ শেষ হইল। যকপুরের রায় মহাশয়েরা ধনী ও মান্য লোক। তাহাঁদের ঘরের দৌহিত্রাদিও সম্মানের পাত্র। সুতরাং হিন্দু সমাজে ঐ বিবাহ দোষা-বহ হইল না। কোন কোন ইংরাজী পণ্ডিত বলিলেন প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর দুই মাস পরেই বিবাহ করা ভাল হয় নাই। রাজনারায়ণ বাবু বলিলেন যকপুরে বিবাহ করি-লেন. কত কথা হইবে।

সেই বৎসর দুর্গোৎসবের বন্দের সময় আমি পরিবারাদি মেদিনীপুরে রাখিয়া কলিকাতায় আসিয়া কাশীবাবুর বাটীতে থাকিলাম। ঐ সময় বিডনষ্ট্রীট নূতন হইয়াছে। সিমুলিয়া পাড়াটা একবারেই পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আমাকে স্থান চিনিয়া বেড়াইতে কষ্ট হইয়াছিল।

ভাই মহেন্দ্র নাথ মিত্র আমাকে বলিলেন বর্দ্ধমানের সদর আমিন এক জন ইংরাজী জানা নাজির চান। বেতন অল্প·কিন্তু মিরাণ প্রায় ২০০৲ টাকা পাওয়া যায়। তাঁহার ইংরাজী রায় বাঙ্গালায় অনুবাদ করিতে হইবে। তুমি

যদি ইচ্ছা কর তবে এই কার্য্য পাইতে পার। আমি তাহাতে সম্মত হইয়া মহেন্দ্র ভায়ার নিকট হইতে এক খানা পত্র লইয়া মহেন্দ্র মামার সঙ্গে বর্দ্ধমান গেলাম। তথায় সদর আমিনের সেরেস্তদার জানকী মিত্রের বাটীতে আহারাদি করিয়া সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। রাইট সাহেব আমাকে কর্ম্ম দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আমি কলিকাতায় আসিয়া মেদিনীপুর গেলাম। মেদিনীপুরে গিয়া কয়েক সপ্তাহ পরে রাইট সাহেবের পত্র পাইলাম। শিক্ষা বিভাগের কর্ম্ম পরিত্যাগ করার পূর্ব্বেই ডাক্তার রোয়ার সাহেব আমাকে নিম্নলিখিত প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন।

Babu Kedar nath Dutt fifth master of the English School at Midnapur has been in the Educational Department for nearly two years. He was first employed in the English school at Cuttack and afterwords promoted to the Head mastership of the Anglo Vernacular school at Bhuddrack. He is a good teacher and has given me great satisfaction by the faithful discharge of his duties. Babu Kedar nath Dutt has studied much for himself and has a taste for literature in general. He has not yet passed an examination for Senior Teachership, yet I have a high opinion of his talents and hope that he will fulfil the expectation, I have, of his distinguishing himself in the career he has chosen.

CUTTACK — Sd. E. Roer.
The 18th March 1861 — Inspector of Schools, South West Bengal

আমি বিদায় লইয়া মেদিনীপুর হইতে বৰ্দ্ধমান গিয়া কৰ্ম্ম করিতে লাগিলাম। জননী ও পরিবার মেদিনীপুরেই রহিলেন। আমি বৰ্দ্ধমানে আসিয়া মেদিনীপুরের কৰ্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কেণ্ডাল সেক্রেটারী সাহেবের পত্র পাইয়া আমি রাজনারায়ণ বাবুকে পত্র লিখিলে সকল কথা মিটিয়া গেল। আমার আর মেদিনীপুর যাইতে হয় নাই। জননী ও পরিবারকে লোক পাঠাইয়া কলিকাতা আনাইলাম। ভোলানাথ বাবু কাকা তাহা-দিগকে যত্ন করিয়া তাঁহার পাথরিয়াঘাটার বাটিতে রাখিলেন। তথায় আমার পরিবারের ওলাউটা পীড়া হইলে কাকা বৰ্দ্ধমানে আমাকে টেলিগ্রাফ করিলেন। আমি আসিয়া দেখিলাম কাকামহাশয় খুব চিকিৎসা করাই-তেছেন। পরিবার আরাম হইয়া উঠিলে আমি সকলকে রাধানগরের উমাচরণ ডাক্তারের দরুণ বাটীতে লইয়া গেলাম।

নাজিরের কার্য্যটা আমার সুখকর ছিল না। ৪০।৫০ জন পেয়াদা একজন নায়েব নাজির লইয়া কাজ। পরওয়ানা বিলি করা। পেয়াদারা বড়ই হারামজাদা। সর্ব্বদা গোল করিত। পেয়াদার মেয়াদ যত টাকা দাখিল হয়, তাহার শিকি অংশ মিরাণ আমার প্রাপ্য।

মিরাণে আমি প্রায় ২০০ টাকা মাসে পাইতাম। বেতন অতি অল্প, Pensionable নয়। নাজির থাকা পর্য্যন্ত আমি কোন মনুষ্যতার কাজ করি নাই। রাইট সাহেব সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এই Certificate দিয়াছিলেন।

Burdwan 27th June 1863.

Babu Kedar nath Dutt served me as Nazir for 14 months, and I have much pleasure in certifying to his more than ordinary abilities and high character. He left me to my great regret for a better appointment in the collectorate, where I wish him every success.

Sd. S, Wright.

Sudder Ameen of Burdwan.

আমি নাজিরের কর্ম্মে সুখ পাইলাম না। সেই সময় নাজিরের মিরাণের প্রতি ও উচ্চ কর্ম্মচারীদের দৃষ্টিপড়িল। নাজিরকে কিছু অধিক বেতন দিয়া মিরাণ সরকারে জব্দ হইবে তাহার কথা হইতে লাগিল। সে সময় চন্দ্র শেখর বসু কালেক্টরের হেডক্লার্ক। চন্দ্র বাবু আমার উলাগ্রামের বাল্যবন্ধু, দাদা সম্পর্ক। লোক অতিশয় উচ্চদরের। তাঁহাকে আমার অবস্থার কথা বলায় তিনি কহিলেন কালেক্টারীর সেকেণ্ড ক্লার্ক খালি আছে, তুমি প্রার্থনা কর। আমি কালেক্টর হগ সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। হগ সাহেব আমাকে ৩০ টাকা বেতনে সেকেণ্ড ক্লার্কের পদ দিলেন।

এখন অর্থ কম হইল, সুতরাং পরিবারদিগকে কলিকাতায় কালীকাকার বাটীতে রাখিলাম। আমি একটী ছোট বাসা করিয়া রহিলাম। কএকদিন পরে চন্দ্র বাবু ও আমি ভাগে বাসা করিলাম। অবশেষে বাঁকা পারে ভাচ্ছালা গ্রামে একটী বাসা ঠিকানা করিয়া জননী ও পরিবারকে তথায় আনিলাম। একটু কষ্টে স্রষ্টে চলিতে লাগিলাম। হগ্ সাহেব আমাকে মণিঅর্ডার এজেণ্ট করিয়া দিলে আমি আর কিছু পাইতে লাগিলাম। কালেক্টরী কেরাণী থাকার সময় আমি প্রথমে বিজন গ্রাম পদ্য লিখি, পরে সন্ন্যাসী পদ্য রচনা করি। আমার সে সময়ে যে ধর্ম্ম বুদ্ধি ছিল তাহা আমি একটী পদ্যে লিখিয়া ভাচ্ছালায় একটী বৈষ্ণবের সমাজের উপর লিখিয়াছিলাম। সে পদ্যটী সন্ন্যাসীগ্রন্থে ছাপা হইয়াছিল। ঐ সময়ে ইংরাজী ভাষায় Our Wants বলিয়া একখানি ছোট গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। চন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। আমার পুরাতন বন্ধু কেশব সেন ঐ সমাজ দেখিতে আসেন। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে সেই সময় কেশব সেনকে বাইবেল থিফ্ বলিয়া আক্রমণ করেন। ঐ সময় আমার কএকটী ধর্ম্ম ছাত্র ছিল। তাঁহারা আবার চন্দ্র বাবুর ব্রাহ্ম সমাজের মেম্বার। সুতরাং

তাহারা আমাকে বলিল আপনি উভয় মতের একটা সামঞ্জস্য করুন্। আমি একদিন ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরস্পর সম্বন্ধ দেখাইয়া উভয় মতস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে সন্ধি প্রস্তাব করিলাম। তাহাতে উভয় পক্ষই আমার প্রতি খড়্গহস্ত হইলেন। পাদরী ষ্টার্ণ সাহেব আমার বিরুদ্ধে দুই একটী বক্তৃতা করিলেন। আমি তদুত্তরে দুই এক বক্তৃতা করিয়াছিলাম। আমি একটী ভ্রাতৃ সমাজ স্থাপন করিলাম। চন্দ্র বাবু প্রভৃতি ব্রাহ্মগণ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহাদের দল ভাঙ্গিয়া আমার সভায় আসিতে লাগিল। শত্রুবৃদ্ধির অনেক ভয় হইতে লাগিল। আমাদের অফিসের ত্রিলোচন সিংহ প্রভৃতি কয়েকটী লোক আমার পক্ষে ছিলেন। ঐ সময় বিলাত ফেরত রাখালদাস হালদার বর্দ্ধমানে ডেপুটী কালেক্টর হইলেন। বর্দ্ধমান পাবলিক লাইব্রারী বাটীতে আমাদের সাহিত্য সভা ও হয়। তাহাতে রাখাল-বাবুর সহিত আমার কথান্তর হইল। আমি মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় যাতায়াত করি। শ্রীযুত হিলিসাহেব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ ষ্টেশনরি হইয়া বর্দ্ধমানে আসিলেন। আমার সহিত তাহাঁর সাক্ষাৎ হইলে তিনি বলিলেন যাহাতে তোমার একটী ভাল কর্ম্ম হয় তাহার চেষ্টা করিব।

আমাদের ভ্রাতৃ সমাজের একটা অধিবেশনে আমি "সোল্" নামক একটী বক্তৃতা করি। ঐ বক্তৃতা সংবাদ Public Engagement কাগজে ছাপা হয়। তদ্দৃষ্টে হিলি সাহেব শুনিতে আসিয়াছিলেন। আমাকে তিনি কলিকাতা Dalhousie Institute সভায় তাহাঁর Centralisation of Power সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিবার জন্য বলিয়া গেলেন। আমি কলিকাতায় গিয়া ডাল সাহেবকে সঙ্গে লইয়া Dalhousie Institute সভায় গেলাম। বক্তৃতা শুনার পর সে রাত্রে বড় দাদা দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের বাটীতে থাক। পর দিবস প্রত্যূষে দেখা না করিয়া বর্দ্ধমান যাই। বড় দাদা আমাকে এক বঙ্গভাষায় কবিতা লেখেন। আমিও কবিতায় উত্তর দিই। পরস্পর উভয়ে অনেক গুলি কবিতা লেখা হইল। তন্মধ্যে দুইটী সন্ন্যাসীতে ছাপা হইয়াছে। আর সব গুলি কোথায় গেল পাওয়া যায় না।

আমার বড় চাকরী হয় না। টাকার অভাব। তোমার জননী প্রথম বার গর্ভবতী হইলে তাহাঁকে সুবিধার জন্য জকপুর পাঠাইলাম। জননী ও অন্নদাকে কলিকাতায় কালী কাকার বাটীতে পাঠাইলাম। নিজে অনেক বিদ্যার ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা করি। অনেককে পড়াই। নিজেও অনেক রচনা করি। ভাই

মহেন্দ্র নাথ মিত্র সে সময় চুয়াডেঙ্গায় ছোট আদালতের হেড ক্লার্ক। তিনি ওকালতী পরীক্ষা দিয়া হাইকোর্টে জইন করিবেন বলিয়া ৬ মাসের ছুটী লইলেন। জজ লিণ্টন সাহেব তাহাঁর অনুরোধে আমাকে ঐ পদে একটিন নিযুক্ত করিলেন। সে পদের বেতন ১৪০৲ টাকা। মহেন্দ্র বাবুকে তাহা হইতে অর্দ্ধেক দিতে হইত। আমি চুয়া-ডেঙ্গায় কর্ম্ম করিতে যাইবার সময় হগ্ সাহেব আমাকে নিম্ন লিখিত সার্টিফিকেট দেন।

Babu Kedar nath Dutt has served under me as 2nd clerk in English Collectrate department for about 18 months. He is a very intelligent hardworking officer and has discharged his duties to my satisfaction. He leaves his appointment at his own request and I am sorry to lose his services.

Burdwan
May 2-61.

Sd, Stuart Hogg.
Collector

আমি চুয়াডেঙ্গায় গিয়া মহেন্দ্রবাবুর নির্ম্মিত চালাঘরে বাস করিতে লাগিলাম। লিণ্টন সাহেব এক সপ্তাহ মেহেরপুরে, এক সপ্তাহ চুয়াডেঙ্গায় কার্য্য করেন। নীলকর প্রজার মকোদ্দমা অনেক প্রকার; চুয়াডেঙ্গায় ঐ কার্য্যে আমি দেড় বৎসর ছিলাম। মহেন্দ্র বাবুর ছুটী চলিতে লাগিল। এক বৎসর পরে তিনি ঐ কর্ম্ম ত্যাগ করিলে আমি ঐ কর্ম্ম পাইবার জন্য লিণ্টন সাহেবকে

অনুরোধ করিলে তিনি গবর্ণমেণ্টে অনুরোধ করিলেন। চুয়াডেঙ্গায় থাকা সময়েই আমি রাণাঘাটের বাটীর জমি ক্রয় করিয়া বাটী নির্ম্মাণ করি। আমার শ্বশুর মধুসূদন মিত্র মহাশয় ঐ জমি ক্রয় সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। চুয়াডেঙ্গা হইতে রাণাঘাটে আসিবার বেশ সুত ছিল। আমি শনিবারে আসিতাম ও সোমবারে যাইতাম।

১২৭১ সালে ২৬শে আশ্বিন (১৮৬৪) তোমার বড় দিদি জকপুরে মামার বাটীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ২০শে আশ্বিন বড় ঝড় হয়, তাহাতে অনেক ক্ষতি হয়। আমি তাহার পূর্ব্বদিনে চুয়াডেঙ্গা হইতে পূজার বন্দ উপলক্ষে চালাঘরে চাবি দিয়া একজন চাপরাসীর জিম্বায় রাখিয়া রাণাঘাটে আসিয়াছিলাম। পর দিন প্রাতেই ঝড় আরম্ভ হইল। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই বিশেষ প্রবল হইয়া অনেক গাছ পালা ঘর দ্বার নষ্ট করিল। কলিকাতায় জননী ও অন্নদা আছেন। তাহাঁদের কি হইল এবং জকপুরেই বা কি হইল তাহার খবর পাইলাম না। সর্ব্বত্রই মহা বিপদ। চাণকে গাড়ীর বিভ্রাট হওয়ায় তিন দিন পরে আমি কলিকাতায় গেলাম। কলিকাতায় গিয়া দেখি জননী ও অন্নদা ভাল আছেন। ৫।৬ দিন পরে পত্র

পাইলাম যে আমার একটি সুন্দরী কন্যা হইয়াছে। ঝড়ে সে দেশে বিশেষ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। কতকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

সেই ঝড়ের পরেই আমার রাণাঘাটের বাটি এক প্রকার প্রস্তুত হইল। কয়েক মাস পরেই পরিবার ও কন্যাকে আনিতে চেষ্টা করিলাম। অগ্রে জননী ও অন্নদাকে বাটিতে আনিয়া বিশেষ জেদা-জেদি করিয়া পত্নী ও কন্যাকে আনাইলাম। সকলে একত্রে থাকি। শনিবার বাটী আসি রবিবারে যাই।

চুয়াডাঙ্গায় থাকার সময় চুয়াডাঙ্গা স্কুল ও অন্যান্য বিষয়ের উন্নতিতে বিশেষ যত্ন করিয়াছিলাম। টাউয়ার্স সাহেব আমাকে এই সার্টিফিকেট দেন।

Sir,

I have much pleasure in having an opportunity of expressing my opinion on your character and conduct during the period I have known you.

You resided nine months at Chooadanga while I had charge of the Subdivision and although not directly subordinate to my self I had many opportunities of becoming aquainted with your habits and capacity as a man of buisiness as well in your position as a member of the School Comittee, as in other ways. It gives me great pleasure to be able to bear testimony to the very high respect in which both the native and European Community regarded you. Your departure from this part of the country will be a real loss to the residents not only from the active and able-part which you
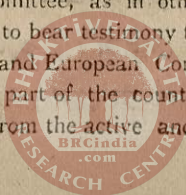
took in promoting every schemes for their advantage but also by the removal from their amidst of one who afforded his countrymen a high and rare example of honesty and right mindedness.

I have the honor to be sir,
Your most obedient servant
1-2-66. Sd. R. Towers.
Asst Mag and collector of Chooadanga.

চুয়াডাঙ্গা থাকা সময় আমি বর্দ্ধমানে ওকালতির পরীক্ষা দিই। সে সময় লিন্টন সাহেব এই Certificate দেন।

This is to certify that Babu Kedar nath Dutt at present officiating clerk of the Chooadangah Court of the small causes has conducted himself to my entire satisfaction and given me every satisfaction in the discharge of the multifarious duties with which he has been entrusted. I consider him to be a respectable and well educated person and a fit and proper person to appear as a candidate at the ensuing pleadership examination and he carries with him by best wishes for his success.

Chooadangah. (Sd.) C. D. Linton
June 18th 1864.

মহেন্দ্র বাবু কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে লিণ্টন সাহেব আমাকে পাকা বহল করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টে পত্র লেখেন। ঐ সময়ে মুর্সিদাবাদের একটী ছোট আদালত এবলিস্ হয়। তথাকার ক্লার্ককে চুয়াডাঙ্গায় মক-রর করিলেন। আমি সুতরাং কর্ম্ম ছাড়িয়া রাণা-ঘাটের বাটীতে আসিলাম। লিণ্টন সাহেব আমার

জন্য গবর্ণমেণ্টে বিশেষ করিয়া পত্র লিখিলে গবর্ণমেণ্ট বলিলেন আমাকে অতিশীঘ্র একটা উপযুক্ত কর্ম্ম দিবেন।

আমি হিলি সাহেবকে জানাইলাম। তাঁহার হেডক্লার্ক সিপ তখন খালি ছিল, কিন্তু তিনি বিবেচনা করিলেন যে ক্লার্ক গিরি কর্ম্ম আমার লওয়া উচিত হয় না। তিনি শ্রীযুত ইডিন সাহেব সেক্রেটারীকে আমার বিষয় জানাইলেন। হিলি সাহেব আমাকে অনেক স্নেহ বাক্য বলিয়া কহিলেন তুমি অতি শীঘ্রই ভাল কর্ম্ম পাইবে। তুমি রাণাঘাটে বসিয়া অপেক্ষা কর।

লিণ্টন সাহেব আমাকে ঐ সময় এই সার্টিফিকেট দিলেন।

সময় যতক্ষণ মন্দ থাকে ততক্ষণ কোন সুবিধা দেখা যায় না। সময় ভাল হইলে সকল দিক প্রসন্ন হয়। ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে আমি এক ডাকে তিন খানি পত্র পাই। এক খানি লিন্টন সাহেবের পত্র। তিনি লিখিয়াছেন যে মেহেরপুরের ক্লার্ক রসিক বাবুর মৃত্যু হইয়াছে। আপনি ইচ্ছা করেন ত মেহেরপুরে গিয়া সে কর্ম্ম লইতে পারেন। হিলি সাহেবের পত্রখানি দ্বিতীয় পত্র। তিনি লিখিলেন।

My dear Babu,

I am glad to say that you have been appointed Dy. Registrar at Chapra. If you have not yet got your letter of appointment you have better come down at once for it.

8.2 Yours sincerely

Wilfred L. Heeley.

তৃতীয় পত্রখানি গবর্মেণ্ট লেটার। সেই পত্রে আমার ছাপরায় কর্ম্ম হইয়াছে। ১৮৬৬ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে Special Deputy Registrar of Assurances with powers of a Deputy magistrate and Deputy Collector of the 6th grade of the Sub Executive service salary.

পত্রগুলি পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আমার পরম উপকর্ত্তা হিলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম কিন্তু উড়িষ্যা গিয়াছেন শুনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। উদ্যোগ করিয়া শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটী পশ্চিমে বেহারা ও চুয়াডাঙ্গা হইতে সংগৃহীত টাইগার কুকুরকে সঙ্গে লইয়া আরা দিয়া ছাপরায় পৌঁছিলাম। কাছারির নিকটেই একটা দোতলা বাটিতে বাসা করিয়া কার্য্য লইলাম। পশ্চিম দেশের ভাষা উর্দ্দু। তাহা শিক্ষা করিবার জন্য একটী মুনসী রাখিয়া উর্দ্দু ও ফার্সি পড়িতে লাগিলাম। গ্রে সাহেব তখন কালেক্টর। তাঁহার নিকট সাত দিনের বিদায় লইয়া রাণাঘাট আসিয়া

পরিবার লইয়া গেলাম। ছাপরা সকল বিষয়ে ভাল ছিল, কেবল স্থানটী বড় কষা। পরীক্ষা দিতে হইবে। তজ্জন্য আইন পড়িতে লাগিলাম। রেজিষ্টারী আফিসের কার্য্য লইয়া মধ্যে মধ্যে মফঃস্বলে গ্রাম সব দেখিয়া আসি। বাবু ব্রহ্ম দেব নারায়ণের মোক্তার নামা তস্‌দিক্ করিতে সিমুরিয়া গেলে গোদনা ও রিভিলগঞ্জ দেখিলাম। গোদনা গৌতমাশ্রম। তথায় অহল্যা পাষাণ হইয়াছিলেন। গৌতমের আশ্রম হইলে কাজে কাজেই ন্যায় শাস্ত্রের জন্ম স্থান। সেই স্থানটি উন্নত হয় এবং তথায় একটি ন্যায় শাস্ত্রের টোল হয় এই মানসে ছাপরায় একটি সভা করিয়া গৌতম স্পিচ বলিয়া একটি বক্তৃতা করিলাম। তাহাতে তদ্দেশবাসী বড় লোকদিগের সহিত আমার বিশেষ আলাপ হইল। তাঁহারা আমাকে দেশহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জানিলেন। সে সময় কোন টাকা সংগ্রহ করিবার যত্ন হয় নাই। বন্ধুবর রায় তারাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর উকিল মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি যে গোদনায় একটি ন্যায় বিদ্যালয় হইয়াছে। সাহেবরা সে বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।

ছাপরায় প্রথমে প্রথমে তত্রস্থ ইংরাজদিগের সহিত আমার বনিবনাও হয় নাই। নীলকর সাহেবগণ, ডাক্তার

এবং পুলিস সাহেব এক জোট করিয়া আমার সহিত বিরোধ করিয়া ছিলেন। যদিও সকলের বিষয় পৃথক পৃথক তথাপি আমার মন্দ হয় এ সকলেরই বাসনা। নীলকর সাহেবেরা দেশীয় জমিদারাপেক্ষা বেশী সম্মান আফিসে পাইতে ইচ্ছা করেন। আমি তাহাতে সহায় হই না কেননা সে কার্য্যটা নিতান্ত ন্যায় বিরুদ্ধ। ডাক্তার সাহেব পূর্ব্বে রেজেষ্ট্রি আফিসের কর্ত্তা ছিলেন। কিছু কিছু পাইতেন। আমার দ্বারা সে ক্ষতি হওয়ায় তিনি বৈরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন। আমি পুলিসের কোন অন্যায় সহ্য করিতে পারিতাম না বলিয়া পুলিস সাহেব সন্তুষ্ট ছিলেন না যাহা হউক গ্রে সাহেব থাকা পর্য্যন্ত তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই। হেলিডে সাহেব তাঁহার পদে আসিলেন। উক্ত মহাত্মারা তাঁহার কর্ণে অনেক মদীয় বিরুদ্ধ কথা বলিয়া তাঁহাকে আমার শত্রু করিলেন। হেলিডে সাহেবের সহিত প্রথমে আমার খুব বিরুদ্ধ ভাব চলিল। ক্রমশঃ হিলি সাহেবের কৃপা এবং ঈশ্বরের প্রসাদে আমি অল্পকালমধ্যেই সাহেবকে স্বীয় পর করিয়া তুলিলাম। তিনি পরে যত্ন করিয়া আমার শত্রুপক্ষীয় সকলকেই আমার মিত্র করিয়া দিলেন।

তখন ছাপরার সকল লোকেই আমার বন্ধু। কেশব বাবু উকিল ও আমার পক্ষ সমর্থনে যত্নবান। জজ সাহেব আমার অনুগ্রাহক। ছাপরার লোকেরা অনেক প্রকার আচার প্রস্তুত করেন। সিরকার আচার এক প্রকার বেশ হয়। আমি তাহা প্রস্তুত করিতে লাগিলাম। তৈলের আচার খাইতে বড় সুস্বাদু। তাহাও সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। তখন আমি খুব মৎস্য মাংস ভোজন করি। বহুকালাবধি জীব হত্যা মন্দ ইহা আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু মৎস্য মাংস ভোজনে আমার যথেষ্ট লালসা ছিল। ছাপরায় বড় বড় মৎস্য পাইতাম কিন্তু ভাল লাগিত না। সুতরাং পাঁঠার মাংস ভোজনই অধিক ছিল। ঐরূপ আহার ও লঙ্কা, সর্ষপ মিশ্রিত আচার সেবন করিতে কারতে আমার শূলরোগ হইল। প্রথমে পূর্ণিমায় হইত। ক্রমশ অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় বেদনা হইত। বেদনা এক দিন হইলে ৫।৭ দিন শোধরাইতে যাইত। বড়ই কষ্ট। বেদনার সময় বমন ও রেচন দুইই আপনি আপনি হইয়া কোন দিন ১০ ঘণ্টা কোন দিন ১৭ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিত; প্রথমে ডাক্তারী হইল। মনোহর বাবু বিশেষ বন্ধুতার সহিত চিকিৎসা কারলেন। পরে হাকিম মুন্না। শেষে জাগুলি হইতে মহেন্দ্র মামা কতকগুলি কবিরাজী ঔষধ

পাঠাইলেন এবং তথাকার বৈদ্যেরাও কিছু ঔষধ প্রস্তুত করিলেন। কাহারও কিছু ফল হইল না। প্রথমবারে ভাগলপুরে গিয়া পরীক্ষা দিই তাহাতে সফল হইলাম না। একটু ভয় হয় হইল, কি জানি পরীক্ষা দিতে না পারি। শরীরের গতিক বড়ই মন্দ হইয়া উঠিল। একটু স্থানান্তর হইবার বাসনা জন্মিল। তখন বদলি হইবার সুবিধা না হওয়ায় আমি পূজার বন্দে পশ্চিম ভ্রমণে যাত্রা করিলাম। নরসিংহ প্রসাদ আমার সেরেস্তাদার এবং কাশীবাবু কালেক্টরীর হেড্ ক্লার্ক একজন ব্রাহ্মণ ও একটী চাকর লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলাম। কাশী, মির্জাপুর, প্রয়াগ, আগরা, মথুরা, বৃন্দাবন ১৩ দিনের মধ্যেই ভ্রমণ করিয়া ছাপরায় ফিরিয়া আসিলাম। আবার গাড়ীতে বিমল বিশ্বাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঔষধ পাঠাইতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। তখনও আমার আর্য্য ধর্ম্মে বিশেষ গাঢ়তা হয় নাই। ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রা ছিল। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবনে শুদ্ধ ভক্ত কাশী বাবু যে সুখ পাইলেন তাহা আমি পাইলাম না। বরং যমুনার জল খাইয়া আমার সর্দ্দি কাশী হইয়া পড়িল। প্রয়াগে মাথা মুড়াইয়াছিলাম। বৃন্দাবনে রাজা রাধাকান্তের সহিত কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি

আমাকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন। তখন তিনি গর্গ সংহিতা পড়িতেছিলেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনের মন্দিরগুলি দেখিয়া মনস্তুষ্টি হইল। ভক্তদিগের আদর করি নাই। কানপুরে ঠক্ বন্ধুর হাতে পড়িয়াছিলাম, কিন্তু বল প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার হাত হইতে নির্ব্বিঘ্নে উদ্ধার হইয়াছিলাম। প্রয়াগের পাণ্ডারা বড় হারামজাদা। আমাদের কষ্ট দিয়াও তাহারা বিশেষ কিছু করিতে পারে নাই।

ছাপরায় ফিরিয়া আসিবামাত্রই ঔষধের তালিকা পাইলাম। মুলতানি হিং অনুসন্ধান করিতে বিলম্ব হইল। এদিকে পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। খুব যত্ন করিয়া পড়ি। মথুরানাথ তেওয়ারী গণনা করিয়া বলিলেন যে এবার পরীক্ষায় আপনি অবশ্য উত্তীর্ণ হইবেন। আমার যেরূপ শরীর তাহাতে নিজের ভরসা কিছু ছিল না। তখন বৎসরাবধি শূলরোগের যাতনা ও নানাবিধ মনঃকষ্ট। আবার সোনপুরের মেলায় আমরা তাম্বু ফেলিয়া দেখিতে যাই। এই অবসরে তখনকার রেজিস্টার জেনারেল বিভার্লি সাহেব আমার অফিস দেখিতে আসিয়াছেন। আফিস দেখিয়া আমার সহিত দেখা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। আমি আসিয়া শুনিবামাত্র দেখা করিলাম। তিনি বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিলেন। বলিলেন এবার পরীক্ষার বিশেষ যত্ন করুন।

সেবার পাটনায় পরীক্ষা দিতে গিয়া বন্ধু গুরুপ্রসাদ সেনের বাসায় থাকি। বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার সঙ্গে গিয়াছিলেন। পরীক্ষা দিয়া চলিয়া আসিলাম। একা করিয়া পানাগড় হইতে ছাপরায় পৌঁছিয়া দেখিলাম শ্রীমতী কাদম্বিনী জন্মিয়াছেন। মেয়েটী সুন্দর। কিন্তু রোগা একবার পেটের পীড়ায় মৃতবৎ হইয়াছিল। সত্ তখন হামাগুড়ি দিয়া বেড়ায় ও টাইগার কুকুরের সহিত খেলা করে। কখন কখন বলে "গৈঠা লে আই লে আই" ইত্যাদি। কাদু শকাব্দা ১৭৮৮। ২৯শে চৈত্র তারিখে জন্মায়। অন্নদা তখন দুষ্টামি করিয়া বেড়ায় তাহার চাকর মাখনের সঙ্গে কুস্তি করে।

জুন মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সম্বাদ পাইলাম। বিভার্লি সাহেব লিখিলেন।

5th June 1867

My dear Baboo

You will be glad to hear that you have passed your examination. We met to consider the report this morning.

Yours truly
Sd. H. Beverley.

আনন্দ হইল বটে কিন্তু শরীরের অসুখে কিছু ভরসা জন্মিল না। আমি অপেক্ষা করিয়া কিছু করিতে পারি না দেখিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিবার দৃঢ় বাসনা জন্মিল।

সে সময় ছাপরায় আমার কোন অসুখ ছিল না কেবল নিজের শূল পীড়া। হালিডে সাহেব আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। সকল বিষয়েই আমার উপর ভার ছিল। আমি বিভার্লি সাহেবকে স্থানপরিবর্ত্তন জন্য লিখিলে তিনি যত্ন করিতে লাগিলেন। আমি ছাপরায় থাকা সময়ে ৮ই জুন ১৮৬৭ সালের ২১ আইনের মতে এ্যাসেসর নিযুক্ত হই। বিভারলি সাহেবের যত্নে ১৬ই অক্টোবর ১৮৬৭ সালে Sub Registrar of Assurances of the Sub Districts of Purneah and Kissenganj নিযুক্ত হই।

হালিডে সাহেব আমার বদলির কথা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন "আপনি Frying Pan হইতে অগ্নিতে পড়িতেছেন। পূর্ণিয়া গিয়া কি রোগ আরোগ্য হইবে"। আমার তখন একটি নূতন স্থান পাইলেই হয়। আমি ছাপরা হইতে পরিবারদিগকে রাণাঘাটে পাঠাইয়া দিয়া কালী বেহারা ও শ্রীকান্তকে লইয়া পূর্ণিয়া গেলাম। ভাগলপুরে পরীক্ষা দিয়া নবেম্বর মাসেই পূর্ণিয়ায় পৌছিয়া অমৃত বাবুর বাসায় উঠিলাম। পথে বিশেষ ঝড় বৃষ্টির ক্লেশ হইয়াছিল। পূর্ণিয়ার ভাটায় পাকাঘর নাই। খড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া থাকিতে হয়। বাসা প্রস্তুত করাইয়া অল্পদিনের মধ্যেই পরিবারদিগকে আনিলাম।

আমার পীড়ার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য সকলেই আবার পূর্ণিয়ায় আসিলেন। আমি ১৫ দিবস পূর্ণিয়ায় থাকি ১৫ দিবস কৃষ্ণগঞ্জে যাই। পূর্ণিয়ার কালেক্টর ওয়ারগান সাহেব আমাকে যত্ন করিলেন। কৃষ্ণগঞ্জে তাম্বুতে থাকিয়া কাছারি করি। পূর্ণিয়ায় থাকা সময়েই আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ঔষধটা প্রস্তুত করিলাম। মুলতানি হিং কোথায়ও না পাইয়া বাথগেট কোম্পানির নিকট হইতে আনাইলাম। শুঁঠ চূর্ণ ৫ তোলা বিট্ লবণ ২।০ তোলা সোহাগার খৈ ২।০ তোলা ওজন করিয়া খৈ করিতে হয়। হিং ।৵০ আনা। সজিনার ছালের রসে প্রথমে শুঁঠ চূর্ণ মাড়িয়া তাহাতে বিট লবণ মিশাইয়া মাড়া গেল। তাহাতে সোহাগার খই মিশাইয়া মাড়া গেল। শেষে হিং মিশাইয়া মাড়া গেল। সজনার ছালের রসের পরিমাণ নাই। যত দিলে ভাল মাড়া যায় এবং ৫৪টী বড়ী হয় ততই দিতে হয়। বড়ী গুলি স্টপার্ড ফাইল মধ্যে রাখা গেল। দুই বেলা দুইটা গালে ফেলিয়া জল দিয়া গিলিয়া ফেলিতাম। ২৭দিন সেবা করা গেল ইহাতে পুরাতন চাউলের অন্ন সুপাচ্য তরকারী ঘৃতপক্ক ও দুগ্ধ পথ্য। লুচি, রুটী, পিঠা, মেঠাই, কাঁচা তৈল, তৈল পক্ক তরকারী, ভাজা, ভুজি, অম্ল, শাক, ডাল চিঁড়া মাংস নিষেধ মৎস্য ভাল

হইলে ঘৃত পক্ক খাওয়া যায়। ঐ ২৭দিবস মাত্র এই পথ্যা-পথ্যের নিয়ম। দুগ্ধ একটু বেশী খাইলে দোষ নাই।

আমি পূর্ণিয়াতেই ঐ ঔষধ সেবন করিলাম। খুব বেগে দাস্ত খোলসা হইত। যত বার দাস্ত হইত ততই শরীরের মুত ও বল বৃদ্ধি হইত। সেই সময় আইনের পরীক্ষা পড়িল। পরীক্ষার ফল ভাল হইল না। ঐ ঔষধ সেবনে শূল বেদনা আর হইল না। পূর্ণিয়াও কৃষ্ণ-গঞ্জের আফিসদ্বয় সংস্কার করা ও ভাল রূপ চালাইবার জন্য ১৮৬৮ সালের ২১শে আগষ্ট তারিখের পত্রে গভর্ণ-মেণ্ট হইতে প্রশংসা পাইয়াছিলাম। ছাপরায় থাকার সময়ে সেইরূপ প্রশংসা পত্র ১০ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৭ সালে পূর্ব্বেই পাইয়াছিলাম। আমি হঠাৎ নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইলাম

General Registery office.
5 Wellesley place.
The 26th Feb. 1868

My dear Sir,

As it is the intention of the Govt to organize a separate Registration Service, distinct from the Subordinate Executive Service, I request that you will let me know whether you would prefer to remain a sub-Registrar as at present subject to such regulations regarding the constitution of the service as may be passed hereafter or to be relieved of all Registration duties at once and be transferred wholly to the Judicial Department, that is supposing the Lieutenant Governor is pleased to confirm your appointment,

If you remain in sub-executive Service you will of course be required to pass the usual departmental Examinations. I beg the favour of a reply by return of post.

Yours truly
H. Beverley
Reg. gel. L. P.

To Babu Kedar nath Dutt

আমি ঐ পত্রের এইরূপ উত্তর দিয়াছিলাম ।

Purneah, 2-3-68

My dear Sir,

I have this day received your favour of the 26th ultimo. I beg to reply as follows.

As I do not understand the conditions and prospects of the new contemplated registration service I can scarcely submit a satisfactory preference either to the Judicial department or to the new service what I gather from your kind letter and specially from the concluding part of it, is that there will be no further examination to which I shall be subjected, should I prefer to be a Sub-Registrar as at present thrown apart from the Subordinate Executive Service. I must humbly submit that I shall gladly remain a sub-Registrar on condition that I shall have prospects of promotion without passing any more examination at all. But in case His Honour the Lieutenant Governor be pleased to prescribe any further examination for me in the Registration Service, also my prayer is then to be transferred wholly to the Judicial Department subordinate Executive service.

Yours truly
Sd. Kedar nath Dutt,

আমি উক্ত পত্র লিখিয়া অপেক্ষা করিতে ছিলাম এমত সময় আমার জ্বর হইল । তাহাতে কৃষ্ণগঞ্জে থাকিয়া কষ্ট পাইয়া আরাম হইলাম । ঐ সময় দিভালি

সাহেব কৃষ্ণগঞ্জে আসিয়া Office inspect করিলেন। আমার পীড়ার কথা তাঁহাকে বলায় তিনি বলিলেন এল জি সাহেবের কি রায় তাহা জানিনা। আমি গিয়া আপনাকে রেজেষ্টারি আফিসে রাখিতে হইলে ভাগলপুরে মুঙ্গেরের গ্রুপটা দেওয়াইব। আমি সন্তুষ্ট হইয়া আছি। পূর্ণিয়ায় কাদম্বিনীর অন্নপ্রাশন হইল। ১৮। ১৯শে মার্চ্চ তারিকে শ্রীযুত ড্যাম্পিয়ার সাহেবের এই পত্রখানি পাইলাম।

Bengal Secretariate
The 17th March 68

My dear sir,

I have just seen your letter to Mr. Beverly of 2nd Feb. You write, I think under tne misapprehension that the promotion in the Registry Department will be likely to be as good and to rise as high as it does on the subordinate Executive Service. But there is a mistake : if such were to be the case of course there will be Examinations to pass in that Department also. Besides which, from the opinion which I was able to form when I had the pleasure of meeting you at Ranaghat. I am sure you need be afraid of no Examinations, and that you will be much more valuable to the state as an Executive and Judicial officer than as a mere Registrar.

The Lieutenant Govornor has therefore directed that you be employed in the regular line. You are to relieve Mr. Tweedie at Dinajpur who takes two months leave.

Yours faithfully
Sd. H. L. Dampier

এইরূপ দুই একখানি পত্রও উত্তর হইলে পর আমাকে দিনাজপুরে ডেপুটী মেজিষ্ট্রেট হইতে হইল।

আমি পাল্কী করিয়া দিনাজপুর গেলাম। তথায় অনেক গুলি লোকের সহিত আলাপ ও পাকাঘর ভাড়া হইলে তথায় পরিবার লইয়া যাইবার মানস হইল। ইতিপূর্ব্বে পূর্ণিয়াতে রত্নেশ্বর বসু আসিয়া জুটিয়াছিলেন। তাঁহাকে পূর্ণিয়ার বাসা বাটিতে রাখিয়া আমি দিনাজপুরে গিয়াছিলাম। ডাম্পিয়ার সাহেবকে লিখিলাম। তিনি বলিলেন সম্প্রতি দিনাজপুরে কিছুদিন থাকার সম্ভব। আমি পাল্কি করিয়া পরিবার সকলকে দিনাজপুরে আনিলাম। দিনাজপুরে অনেক আরামে থাকিলাম। রত্নেশ্বর মামা যোগাড় করিয়া এসেসরের ক্লার্ক হইলেন।

দিনাজপুরে রায় কমললোচন সাহেবের জন্য বৈষ্ণব ধর্ম্মের কিছু বল ছিল। অনেক বৈরাগী ও গোসাঞীদের গমনাগমন ছিল। কয়েকটি ধনী লোক তথায় থাকায় কতকগুলি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের আমদানিও ছিল। বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনাকারী কয়েকটী ভদ্রলোক আমার নিকট সর্ব্বদা আসিতেন। বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে কি তাহা জানিতে আমার বাসনা হইল। আমার এজেণ্ট প্রতাপ চন্দ্র রায়কে লিখিলে তিনি ছাপা চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতের অনুবাদ একখানা পাঠাইলেন। ভক্তমাল একখানাও আনাইলাম। চৈতন্য চরিতামৃত প্রথমবার

পাঠ করিয়া চৈতন্যে কিছু শ্রদ্ধা জন্মিল। দ্বিতীয়বার পাঠ করিলে বুঝিলাম যে চৈতন্যের তুল্য পণ্ডিত ছিল না। তখন সন্দেহ হইল যে এরূপ পণ্ডিত হইয়া এবং এতদূর প্রেমবস্তু অনুভব করিয়া চৈতন্য মহাপ্রভু কিরূপে কৃষ্ণের অন্যায় চরিত্রের উপাসনা করিতে পরামর্শ দেন। আমি প্রথমে আশ্চর্য্য হইয়া চিন্তা করিলাম। পরে ভগবানকে অনেক দৈন্যের সহ বলিলাম প্রভো! ইহাতে যে গূঢ় কথা আছে তাহা আমাকে জানিতে দাও। ভগবানের দয়া অসীম। আমাকে সরলতার সহিত ব্যস্ত দেখিয়া কয়েক দিবসের মধ্যেই আমাকে কৃপা করিয়া বুদ্ধিযোগ দিলেন। তখন আমি জানিলাম যে কৃষ্ণতত্ত্ব অতিশয় গূঢ় এবং ভগবত্তত্ত্বের চরম প্রভাব। ঐ সময় হইতে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে আমার ঈশ্বর বুদ্ধি জন্মিল। আমি যত্ন করিয়া অনেক বৈরাগী বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত অহোরাত্র আলোচনা করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম অনেকটা বুঝিলাম। আমার বাল্যকালে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা বীজ হৃদয়ে প্রোথিত ছিল তাহা সময় পাইয়া অঙ্কুরিত হইল। প্রথমানুরাগ বড়ই ভাল লাগে। আমি দিন রাত্রই কৃষ্ণতত্ত্ব শাস্ত্র পড়িতে ভাল-বাসি। আমার নিকট পূর্ব্ব সংগৃহীত চৈতন্য গীতা ছিল তাহা একটী চৈতন্যচরিতের সহিত ছাপিতে দিলাম। ঐ

গ্রন্থে সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার বলিয়া আমার পরিচয় আছে।

সেই সময় হিন্দু ও ব্রাহ্মদের মধ্যে তথায় যথেষ্ট বিবাদ চলিতেছিল। স্কুল মাষ্টারেরা ব্রাহ্ম। আর সকলে প্রায় হিন্দু। হিন্দুগণ ব্রাহ্মদিগকে সমাজচ্যুত করিবার যত্ন করিতেছিলেন। এমত সময়ে ব্রাহ্মগণ আমাকে উহাদের সভায় নিমন্ত্রণ করিলে আমি লিখিলাম যে অমি ব্রাহ্ম নই অনেকটা চৈতন্যানুগত দাস। তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মগণ আমার বিষয়ে আশা ত্যাগ করিলেন। হিন্দুগণ আমাকে একটী সভা করিতে আহ্বান করিলেন। খাজাঞ্চী বাবুর বাটীতে সভার প্রথমাধিবেশন হইল। আমি ভাগবত স্পিচ্ বলিয়া একটি বক্তৃতা পাঠ করিলাম। তাহা গ্রন্থাকারে ছাপা হইল। কয়েকটী সাহেব সে বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

আমি তৎপূর্ব্বে মনোহরসাহী গান শ্রবণ করি নাই। প্রথমে শিরোমনি মহাশয় পরে মদনসিংহ মহাশয় আমাকে ঐ শ্রেণীর গান শুনাইলে আমি মুগ্ধ হইলাম। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের কীর্ত্তি স্বরূপ মনোহর সাহী গান আমার কর্ণে লাগিয়া রহিল যখন লোক পাই তখনই শুনি।

ঐ সময় আমার একটী পুত্র হইল। পুত্রটী একমাস

কয়েক দিন হইলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইল। আমার পত্নীর বিষম শোক হইল। ঐ সময়ে তাঁহার পিতার মৃত্যু সংবাদ আসিল। আমি সংবাদটী ২।১ দিন গোপন করিয়া রাখিলাম। সময় বুঝিয়া আমার পরিবারকে শুনাইলাম। একশোকে দুইশোক সহ্য হইল। চতুর্থী ক্রিয়া সমাপ্ত হইল। তাহার পর দিনাজপুর হইতে স্থানান্তরিত হইবার মানস জন্মিল।

১৮৬৮ সালের ১৭ই মার্চ্চ গবমেণ্ট অর্ডারে আমি দিনাজপুরের এক্সফিসিও য্যাসেসার হইলাম। য্যাসেসারের কার্য্য করিতে গিয়া শ্রীকান্তজীর দর্শন পাইলাম। আত্রেয়ী নদী দেখিলাম। ঐ সময়ে ছুটির দরখাস্ত করিলে ২৯শে মে১৮৬৯ সালে তিন মাস প্রিভেলিজ লিভ পাইলাম। জ্যৈষ্ঠ মাসে একটী বড় ঝড় হইল। তাহার পর পর দিন আমি হুগলি পার হইয়া রাণাঘাটের বাটীতে সপরিবারে পৌছিলাম। আমার আসায় দিনাজপুরের সকল লোক দুঃখিত হইলেন। আমি নৌকা করিয়া মালদহ পর্য্যন্ত উপস্থিত হই। অম্বিকা চৌধুরী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় জল ঝড় অতিবাহিত করিয়া গরুর গাড়ীতে গিয়া রাজমহল পার হই।

দিনাজপুরে আইনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই। দিনাজপুরে রত্নেশ্বর মামা আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। আমরা বাটী চলিয়া গেলাম। মহেন্দ্র মামা রাণাঘাটে আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিতেন। তাঁহার সহিত অনেক স্থানে ভ্রমণ করিলাম; ছুটী ফুরাইলে আমি ফের দিনাজপুরে গেলাম। দিনাজপুরে দুইমাস কাজ করিতে না করিতে আমি চম্পারণ্যে বদলি হইলাম। জইনিং টাইম্ ধরিয়া বাটী আসিব। তাহাও গবর্ণমেণ্ট এলাউ করিলেন না। রাণাঘাটের বাটীতে রাধিকা প্রসাদের জন্ম হইল। তাহার জন্মের পূর্ব্বে আমি বাটী যাইতে পারিলাম না। আমি শ্রীকান্তকে লইয়া চাম্পারণ গেলাম। দিনাজপুরে কার্য্য করার সম্বন্ধে সালতমামিতে লেখা হয়। Babu Kedar nath Dutt Dy Magistrate is a good officer and improves with experience.

রাধিকা পৌষমাসে জন্মায়। আমি তখন মতিহারিতে। মেট্‌কাফ সাহেব কালেক্টর আমাকে খুব পসন্দ করিতেন। তিনি নেপাল Boun'ary demarcate করিতে গেলে আমি জিলার চার্য্যে রহিলাম। ডাক্তার সাহেবের সহিত একটু বিবাদ হইল। কিন্তু মেটকাফ্ সাহেব আমার পক্ষে হইলে তিনি নিবৃত্ত হইলেন। এবার
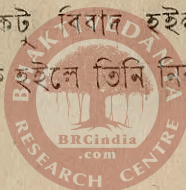
আইন ভাল করিয়া পড়িলাম। মেটকাফের সহিত এই যুক্তি হইল যে আমি ছাপরায় পরীক্ষা দিয়া বাটী যাইয়া পরিবারদিগকে লইয়া আসিব। তজ্জন্য তিনি ১৫ দিবসের অধিক ছুটী দেবার অনুরোধ করায় কমিসনার জেন্‌কিন্স সাহেব ঐ ছুটী গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুর অপেক্ষায় মঞ্জুর করিলেন। আমি পরীক্ষা দিয়া বাটী গেলাম। বাটীতে কয়েক দিন আছি এমত সময় মেটকাফ সাহেব লিখিলেন আপনি অবিলম্বে আসিবেন। একাউণ্টেণ্ট জেনারাল আপনার ছুটীর সময় হয় নাই বলিয়া রিপোর্ট করিয়াছেন।

আমি কলিকাতায় আসিয়া সেক্রেটারী আফিসে বুঝিলাম যে আমাকে কটকে বদলি করা হইয়াছে। আমি পুরীতে যাইতে বাসনা প্রকাশ করিলাম। আমাকে বলা হইল ভাল আপনি রাণাঘাটে যান পুরী বদলির চিটি যাইতেছে। আমি রাণাঘাটে গিয়া ২। ৩ দিনের মধ্যে পুরী যাইবার অনুমতি পাইলাম। তখন রাধিকা শিশু, আমার আগে যাওয়া উচিত স্থির করিয়া আমি একখানি শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত লইয়া পুরী যাইবার অভিপ্রায়ে কলিকাতায় গেলাম। ভোলানাথ বাবুর বাটীতে থাকিয়া ডাকের বন্দোবস্ত হইল।

আর একবার সেক্রেটারী আফিসে গিয়া শুনিলাম মেটকাফ সাহেব মতিহারী লইয়া যাইবার যত্ন করিতেছেন। আমি কাল বিলম্ব না করিয়া পুরী যাত্রা করিলাম। জাহাজে উলুবেড়ে পর্য্যন্ত গিয়া পাল্কী ডাকে মেদিনীপুর পৌঁছিলাম। একবার শ্বশুর বাড়ী যকপুর গিয়া পুরী রওয়না হইলাম। চারি দিনে পুরী পৌছিলাম ভদ্রকে একরাত্র, বালেশ্বরে এক রাত্র ও কটকে এক রাত্র ছিলাম।

পুরীতে পৌছিয়া ডাকঘরে আমার পুরাতন বন্ধু যদুবাবুর যত্নে রহিলাম। বড় দাঁড়ে মণ্ডলের কোটা ভাড়া লইয়া উঠিয়া গেলাম। প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে জগন্নাথ দর্শন করি। দর্শনকালে শ্রীমহাপ্রভুর ভাব মনে পড়িলে বড় সুখ লাভ করি। তত্রস্থ মহাতিবর্গ সকলেই বৈষ্ণব তাহাঁদের সঙ্গে আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। আমার কয়েকদিন পূর্ব্বেই অম্বিকা চৌধুরী তথায় বদলি হইয়া আসিয়াছেন। তিনি গোঁড়া শাক্ত। শ্রীক্ষেত্রে অনেক যত্ন করিয়াও তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। যত্ন করিয়া যাজপুর বদলি হইয়া গেলেন। আমি কয়েক মাস একা থাকিয়া পূজার পর পরিবার সকলকে আনাই-লাম। শ্রীকান্ত মুখোপাধ্যায় আমার মতিহারী বাসায়

দ্রব্যাদি লইয়া ছিলেন। তাহাঁকে মেটকাফ্ সাহেব আটকাইয়া ছিলেন। যখন তিনি বহু যত্ন করিয়াও আমাকে আর মতিহারী লইয়া যাইতে পরিলেন না তখন তিনি শ্রীকান্তকে ছাড়িয়া দিলেন। শ্রীকান্ত আমার দ্রব্যাদি লইয়া রাণাঘাটে আসিয়া পরে পুরী পর্য্যন্ত আসিলেন!

ক্ষেত্রবাবুদের একটা বাসা ছিল। সেটা অম্বিকা বাবু যাওয়ায় খালি হইলে আমি লইলাম। আমার মণ্ডলের কোটার বাসায় ক্রমশঃ অন্নদাঘোষ ডেপুটী আসিয়া রহিলেন। আমার পরিবার সকল ক্ষেত্রবাবুর দরুণ বাসায় আসিয়া উঠিলেন। মা, অন্নদা, পরিবার, রাধিকা, সহু, কাহু, সেজ দিদি ও নূতন দিদি ইহারাই এবার আসিলেন। জগন্নাথ দেখিয়া সকলে আনন্দিত হইলেন।

ডুই তিন মাসের মধ্যেই কাহুর জ্বর বিকার হইয়া উঠিল। প্রথমে অন্যান্য ডাক্তার পরে Dr. Stewart চিকিৎসা করিয়া আরাম করিলেন। ঐ সময় একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়াছিল। উড়িষ্যায় জগন্নাথ দাসের একটা দল আছে। তাহারা অতিবাড়ী। শুনা আছে যে জগন্নাথ প্রথমে মহাপ্রভুর আজ্ঞায় হরিদাস ঠাকুরের চেলা হয়। পরে শুদ্ধভক্তি ছাড়িয়া মায়াবাদ আশ্রয় করায়

মহাপ্রভু তাহাকে অতিবাড়ী বলিয়া ত্যাগ করেন। অতি বাড়ীর দল বঙ্গদেশের বাউলের দলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন এবং বিস্তৃত। ঐ দলের কতকগুলা জাল পুথি আছে। তাহাতে লেখা আছে যে চৈতন্য আবার প্রকাশ হবেন। সেই অছিলায় কয়েক জন দুষ্ট লোক কেহ চৈতন্য, কেহ ব্রহ্মা কেহ বলদেব কেহ কৃষ্ণ এইরূপ উদয় হইতে লাগিল। বিষকিসন নামক একজন খণ্ডাএত কিছু যোগবল লাভ করিয়া আপনাকে মহাবিষ্ণু বলিয়া প্রকাশ করিল। শরদাই পুরের চটির একক্রোশ অন্তরে একটী জঙ্গলে সে আপন দল বল লইয়া মন্দির সংস্থাপন করিতে লাগিল। অতিবাড়ীদের মালিকাতে লেখাইয়াছিল যে মহাবিষ্ণু বিশকিসন গুপ্তরে আছই নাহি জানে আন ১৪ই চৈত্রে রণ হইবে। তখন মহাবিষ্ণু চতুর্ভুজ দেখাইবেন। এই কথা প্রচার হইলে অনেক ব্রাহ্মণ-শাসন হইতে ব্রাহ্মণী সকল তাহার সেবা করিতে আসিত। ভৃঙ্গারপুরের চৌধুরী রমণীদের কোন বিভ্রাট হওয়ায় তথাকার পুরুষগণ কমিসনার রেভন্সা সাহেবকে জানায়। কমিসনার ওয়ালটন্ সাহেবকে লিখিলেন যে কেদারবাবুকে তদারক করিতে পাঠাও এবং তাহাঁর সঙ্গে Dist Supdt কে দেও। ওয়ালটন্ সাহেব আমাকে পাঠাইলে আমি রাত্রিযোগে সেই জঙ্গলে

গিয়া মহাবিষ্ণুর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তাহাঁর ইংরাজ রাজধ্বংসের প্রতিজ্ঞা বাহির করিলাম। আমার পশ্চাদ্ভাগে Dist Supdt সাহেব পাল্কির ভিতর থাকিয়া সমস্ত শুনিলেন। সঙ্গে দুইজন কায়স্থ দারোগা ও কয়েকটী শিক্ কনেষ্টবল শুনিল। সে দিন তাহাকে কিছু না বলিয়া শরদাইপুর তাঁবুতে আসিয়া থাকিলাম। পর দিন গিয়া তাহার থানা তদারকে অনেক কাগজ পাওয়া গেল। তাহাকে গেরেফতার করিবার হুকুম দিলাম। মহাবিষ্ণুর অনেক উপাসক ছিল তাহারা পাছে পথে ছাড়াইয়া লয় এই জন্য Dist Supdt অনেক কনেষ্টবল চৌকিদার সঙ্গে দিয়া তাহাকে পুরী জেলে পাঠাইলেন। আমি ভুবনেশ্বরে গেলাম। সেখানে আমার পণ্ডিত গোপীনাথ মিশ্র ও আর কয়েক জন পণ্ডিত পুরী হইতে আসিয়া জুটিলেন। অপরাহ্লে খণ্ডগিরি দেখিলাম। খণ্ডগিরি বৌদ্ধদিগের বিহার ভূমি। পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে গৃহ শ্রেণী অতিসুন্দর।

পুরী গিয়া মহাবিষ্ণুর বিচার আরম্ভ হইল। অনেক দিন বিচারের পর আমি তাহাকে ১॥০ বৎসরের কয়েদ দিলাম। তাহার জটা কাটা গেলে তাহার উপাসকগণ তাহাকে প্রতারক বলিয়া ছাড়িয়া গেল। বিচারের কয়েক

দিন তাহার উপাসকগণ প্রায় ১০০০ হাজার লোক হইবে। পুরীতে গোলমাল করিত। সেই সময় পুরীর স্কুলঘর পুড়িয়া গেলে সকলে ঐ লোকদের উপর সন্দেহ করিয়াছিল। কাহুর জ্বর পীড়া ঐ সময়েই হয় বিশিকিসণ যে যোগ করিয়া কোন প্রকার সিদ্ধি লাভ করিয়াছিল তাহার অনেক প্রমাণ আমি পাইয়াছিলাম। সে ২১ দিন জলবিন্দু না খাইয়া ও দুর্ব্বল হয় নাই এবং কাহাকে কাহাকে অব্যর্থ ঔষধ দিয়াছিল। সাজা হইলে বিশকি-সনকে মেদিনীপুর জেলে লইয়া গেল। তথায় সে মরিয়া গেল। ব্রহ্মা যাজপুরে প্রাদুর্ভূত হন। বিশকিসনের ন্যায় তাহার ও সাজা হইয়াছিল। বলদেব খোরদায় উদয় হয় তাহার ও সাজা হইয়াছিল।

পুরীতে আমার অনেক উন্নতি হয়। আমি গোপীনাথ পণ্ডিতকে আমার পাঠের সহায়তার জন্য নিযুক্ত করিলাম। প্রথমে সমস্ত দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত শ্রীধরস্বামীর টীকার সহিত আমি তাঁহার নিকট পড়িলাম। আমার সঙ্গে হরিহরদাস মহাপাত্র ও মার্কণ্ডেয় মহাপাত্র ভাগবত পড়িতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ৫।৭ দিনের মধ্যে উহারা এত পশ্চাৎপদ হইলেন যে শেষে আমার নিকট পড়িতে লাগিলেন। উহারা তৎপূর্ব্বে নদীয়াও কাশীতে ন্যায়

বেদান্ত পড়িয়া আসিয়াছিলেন। আমার সংস্কৃত ব্যাকরণে বড় দখল ছিল না। সাহিত্য গ্রন্থ বিদ্যাসাগর মহাশয় ও বড় দাদার সাহায্যে কলিকাতায় পাঠ্যাবস্থায় কিছু পড়িয়া ছিলাম। তাহার পর মেদিনীপুরে কিছু আলোচনা করি। দিনাজপুর ও মতিহারীতে কিছু আলোচনা করি। পুরীতে রীতিমত গ্রন্থ পাঠ করিলাম। ভাগবত শেষ করিয়া ষট্‌সন্দর্ভ নকল করিয়া লইয়া পড়িলাম। বলদেব কৃত গোবিন্দভাষ্য বেদান্ত লিখিয়া লইয়া পড়িলাম। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু পড়িলাম। হরিভক্তি কল্পলতিকা লিখিয়া লইলাম। নিজে কিছু কিছু সংস্কৃত রচনা করিতে লাগিলাম। দত্ত কৌস্তভ নামক সংস্কৃত গ্রন্থ পুরীতেই রচনা করি। শ্রীকৃষ্ণসংহিতার অনেক শ্লোকই সেই সময়ে রচনা করি। কাদম্বিনীর শরীর ভাল করিবার অভিপ্রায়ে আমি বাটী বদল করিয়া নীলমণি ব্রহ্মের কোটায় কয়েকদিন অবস্থিতি করত জেলের সম্মুখে শ্রদ্ধাবালীর ধারে কালী চৌধুরীর দরুণ বাটীতে ভাড়া করিয়া থাকি। একটু নির্জ্জন স্থান। যথেষ্ট ভজন হয়। পরমানন্দ, নিত্যানন্দ প্রভৃতি কয়েকজন আমার নিকট ভাগবত পড়েন। ঐ সময় শ্রীজগন্নাথ বল্লভ উদ্যানের বাটীতে আমাদের ভাগবত সংসৎ হয়। মহান্ত নারায়ণ দাস, মোহন দাস,

উত্তর পার্শ্বের মহান্ত, হরিহর দাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ সকলেই সেই সভায় যান। বাবাজী কান্থাধারী, রঘুনাথ দাস মহাশয় আমাদের সে সভার বিরোধী হইয়া অনেক গুলি লোককে সে সভায় যাইতে নিষেধ করিলেন। রঘুনাথ দাস বাবাজী তখন হাতী আখড়ায় থাকেন। বাবাজী মহাশয় সিদ্ধ পুরুষ, সুতরাং সকল কথা জানিতেন। অল্প দিনের মধ্যেই আমার সহিত বিশেষ হৃদ্যতা করিয়া কহিলেন আপনাকে তিলক মালা না দেখিয়া আমার অবজ্ঞা করা অপরাধ হইয়াছে। আপনি ক্ষমা করুন্। আমি বলিলাম বাবাজী! আমার দোষ কি? তিলক মালা দীক্ষাগুরু দিয়া থাকেন। প্রভু আমাকে এখন পর্য্যন্ত দীক্ষা গুরু দেন নাই। আমি কেবল মালায় হরিনাম জপ করিয়া থাকি। এ অবস্থায় নিজের মনোমত তিলক মালা লওয়া কি ভাল? বাবাজী সকল কথা বুঝিয়া আমার প্রশংসা করিলেন। আমাকে কৃপা করিতে লাগিলেন। আমিও তাহার অনুগত থাকিলাম।

টোটা গোপীনাথের মন্দির হইতে হরিদাস ঠাকুরের সমাধি বাটী যাইতে পথে সাতাসন, ভজনকুটী। সেখানে নিরপেক্ষ বাবাজীগণ ভজন করিতেন। স্বরূপদাস বাবাজী সেখানে ভজন করিতেন। মহাত্মা স্বরূপদাস

বাবাজী একজন অপূর্ব্ব বৈষ্ণব। সমস্ত দিবসেই কুটীরের ভিতর ভজন করিতেন। সন্ধ্যাকালে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুলসী প্রণাম দণ্ডবৎ করিয়া নাম গান করিতে করিতে নাচিতেন ও কাঁদিতেন। ঐ সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বৈষ্ণবগণ যাইতেন। কেহ কেহ একমুষ্টি মহা-প্রসাদ তাঁহাকে সেই সময় দিতেন। তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি পর্য্যন্ত তিনি তাহা স্বীকার করিতেন। অধিক লইতেন না। কেহ কেহ সেই সময় চৈতন্য ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতেন। বাবাজী মহাশয় আবার ১০টা রাত্রে নিজের কুটীরে যাইয়া ভজন করিতেন। অন্ধকার থাকিতে থাকিতে সমুদ্রতীরে গিয়া হাত মুখ ধোয়া ও স্নান করা সমাপ্ত করিতেন। কোন বৈষ্ণব পাছে তাঁহার কোন কার্য্য করে সেই আশঙ্কায় একক সব কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু অন্ধ কেমন করে রাত্রথাকিতে সমুদ্রে দৈহিক স্নানাদি করিতেন তাহা মহাপ্রভুই জানেন। তিনি একজন সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন ইহাতে সন্দেহ নাই। তাহাঁর বিষয়-চিন্তা মাত্রই ছিল না। আমি সন্ধ্যার পর কোন কোন দিন তাঁহার চরণ দর্শন করিতে যাইতাম। বড় মিষ্ট বাক্যে তিনি আগ-ন্তুক লোকের সহিত কথোপকথন করিতেন। আমাকে

এই উপদেশ করিয়াছিলেন যে তুমি কৃষ্ণনাম ভুলিবে না।

পুরীতে থাকায় আমার ভক্তিবৃত্তি অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছিল। সংসারে অনেকটা বৈরাগ্য হইল এবং পার্থিব উন্নতিকে নিত্য মঙ্গলদায়ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় শ্রীমন্দিরে দর্শন, নাম কীর্ত্তন, শ্রবণ ও সাধুসঙ্গের জন্য যাইতাম। মহাপ্রসাদ অড়হর দাল না খাইলে একদিন ও তৃপ্তিলাভ করিতাম না। আমি মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র কে যেন আমাকে প্রত্যহই ডাল আনিয়া দিত।

মন্দিরের এক পার্শ্বে মুক্তি মণ্ডপ। সেখানে শাসন ব্রাহ্মণ মাত্র বসিতে পান। তাঁহারা সকলেই মায়াবাদী। সে দিকে গেলে আমার মন তুষ্টি লাভ করিত না। সুতরাং শ্রীলক্ষ্মী দেবীর মন্দিরে অথবা শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মের নিকট বসিতাম। আমরা বসিলে মুক্তিমণ্ডপের অনেক পণ্ডিত আসিয়া তথায় বসিতেন। আমি ঐ স্থানটীকে ভক্তপ্রাঙ্গণ বলিয়া নাম দিয়াছিলাম। সেই খানেই ক্রমশঃ আমাদের বিদ্বৎ সভার উন্নতি হইল।

শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির যেরূপ উচ্চ ও মনোহারী সেবা ও তদ্রূপ অপরূপ। যে লীলাই দর্শন করা যায়

তাহাই চিত্তকে মুগ্ধ করে। সন্ধ্যা আরত্রিক প্রভৃতি দৈনন্দিন উৎসব দেখিতে প্রত্যহই ৫। ৭ শত লোক উপস্থিত থাকেন। কি আনন্দ। পর্ব্ব যাত্রায় নানা-বিধ যাত্রী সমস্ত ভারত হইতে আসিতে থাকে; দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ললু! তুমি যখন শুদ্ধ চিত্তে সে সব লীলা দর্শন করিবে তখনই কি ব্যাপার তাহা বুঝিতে পারিবে।

দোল যাত্রা, রথ যাত্রা প্রভৃতিতে অনেক যাত্রী হয়। আমার প্রতি তাহাদের পর্য্যবেক্ষণের ভার ছিল। আমি অনেক কনেষ্টবল ও অন্যান্য কর্ম্মচারী লইয়া পর্ব্বকালে যাত্রীদিগকে যে পরিশ্রমের সহিত দর্শন করাইতাম তাহা আমি আর নিজে কি লিখিব। যাত্রীদিগের দর্শন সুবিধা ও শীঘ্র প্রসাদ সেবনের সুবিধা করিতে গিয়া অনেক লোকের বিরাগ ভাজন হইতাম। রাজা প্রভৃতি মন্দিরের কর্ম্মচারীগণ কখন কখন স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে অন্যায় কার্য্য করিতেন। আমি সেই সকল নিবারণ করিতে গিয়া রাজাও রাজার লোকদিগের শত্রুতা সংগ্রহ করিয়া-ছিলাম। প্রভু জগন্নাথদেব আমার সহায় থাকায় কেহ আমার কোন প্রকার অনিষ্ট করিতে পারেন নাই। আমি স্বচ্ছন্দে প্রায় ৫ বৎসর শ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় কাটাই-য়াছিলাম।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে আমি কয়েকটী বাসা বদল করি। শেষে রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটিতে ছিলাম। ১২৭৮ সালের ১৬ই মাঘ রাত্রে কমলা প্রসাদ কালী চৌধুরীর দরুন্ বাটীতে শ্রদ্ধাবালীতে জন্ম গ্রহণ করে। আবার ১২৮০ সালের ২৫শে মাঘ বিমল রামচাঁদ আঢ্যের দরুণ বাটীতে জন্ম গ্রহণ করে। ইহাদের অন্নপ্রাশনাদি সকল শুভ কর্ম্ম শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রসাদ দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। সকল কর্ম্মকাণ্ড ত্যাগ করিয়া আমরা প্রসাদনিষ্ঠ হইয়াছিলাম।

পুরীতে পৌছিবামাত্র আমি সাব রেজিষ্ট্রারের কার্য্য পাই। তাহাতে কিছু লাভ ছিল। ১৮৭০সালে আমি 5th grade এ উন্নতি লাভ করি। তাহাতে ৩০০৲ টাকা বেতন হইল। ঐ সনেই ম্যাজিষ্ট্রেটের পূর্ণ ক্ষমতা পাইলাম। বিদ্যাচর্চ্চায়, ভক্তি অনুশীলনে এবং যাত্রাদি দর্শনে মহা সুখে পুরীতে কাল কাটাইয়াছিলাম। শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র যে সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ তাহাতে আর সন্দেহ কি? সে স্থান ছাড়িয়া আসিতে মন হয় না তবে সদু কন্যা বড় হইতে লাগিল, তাহার বিবাহ দিতে দেশে আসিতে হইবে বলিয়া ১৮৭৪ সালে নভেম্বর মাসে ৩ মাসের ছুটী লইলাম। সেজ দিদি ও নূতন দিদি পূর্ব্বেই আসিয়াছিলেন। জননী পরিবার ও পুত্র কন্যা গুলিকে গাড়ী করিয়া মেদিনীপুরের

রাস্তায় দেশে পাঠাইলাম। আমার পাণ্ডা মধুসূদন খুটিয়া। তিনি বিশেষ ধনী এবং অতি উত্তম লোক। তাঁহার গোমস্তা বাস্থ উপাধ্যায় পরিবারদিগের সঙ্গে কলিকাতায় গেল। আমি কার্য্য হইতে মুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। জানুয়ারী মাসে কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া বাঙ্গালী বাবু হরলাল মিত্র ও নরেন দত্ত ইহাদের সঙ্গে সঙ্গেই পাল্কা ডাকে চাঁদবালী আসিয়া জাহাজ লইলাম। আমার পরিবারেরা কলিকাতায় আসিয়া ভোলানাথ বাবুর বন্দবস্ত মত হরিবর্দ্ধনের গলিতে এক খান বাটীতে রহিলেন। আমি আসিয়া পোঁছিলে তাহাদিগকে লইয়া রাণাঘাটের বাটীতে গেলাম। ইতিপূর্ব্বে মহেন্দ্র মামা রাণাঘাটের বাটীতে অনেক উন্নতি সাধন করিয়া ছিলেন। রাণাঘাটে পোঁছিয়া সত্বর সম্বন্ধ করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণনগর হইয়া নবদ্বীপ ধাম দর্শন পূর্ব্বক সমুদ্রগড় কালনা হইয়া আমরা শান্তিপুর দিয়া রাণাঘাটে গেলাম। সেবার শ্রীনবদ্বীপধামে কোন সুখ পাই নাই। নাস্তিক পরশুরাম মামা সঙ্গে থাকায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি খেলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। সেইবার জানিলাম যে যখন কোন তীর্থে যাওয়া যায় তখন কুসঙ্গ পরিত্যাগ করা নিতান্ত আবশ্যক।

রাণাঘাটের বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া কলিকাতায় গিয়া

হিলি সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তখন তিনি Inspector General of Jails. তখন তিনি পীড়ায় বড় দুর্ব্বল হইয়া ছিলেন। আমাকে বিশেষ আদর করিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। আমাকে এদেশে বদলি করিয়া দিবার জন্য টম্‌সন্‌সাহেব সেকরেটারীকে এক পত্র দিলেন। আমি টম্‌সান্ সাহেবের সহিত দেখা করিলে তিনি বলিলেন ভাল ছুটীর অবসানে আমাকে জানাইবেন, আমি বদলি করিয়া দিব। সত্বর সম্বন্ধ স্থির হইল না। ছুটীও শেষ হয়। রাণাঘাটে আছি এমন সময় টম্‌সন্ সাহেব আমাকে খবর পাঠাইলেন যে উড়িষ্যার কমিসনার রেভেন্সা সাহেবের লেখা মতে লাট সাহেব আমাকে পুনরায় পুরী পাঠাইবেন। আমি তৎক্ষণাৎ হিলি সাহেবকে তাহা বলিলাম। তিনি অনেক ভাবনা করিয়া র‍্যাভেন্সা সাহেবকে আমাকে ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধন্য হিলি সাহেবের অনুগ্রহ। সেই পত্র পাইয়া র‍্যাভেন্সা সাহেব আমাকে অনেক কষ্টের সহিত উড়িষ্যা হইতে ছাড়িয়া দিলেন এবং লিখিলেন যে উড়িষ্যাবাসীগণ 'কেদার বাবুকে ভাল বাসে তাঁহার উড়িষ্যা যাওয়া প্রার্থনীয় কিন্তু হিলি সাহেবের অনুরোধ ও তাঁহার কন্যার বিবাহ উপস্থিত বলিয়া তাঁহাকে আর

উড়িষ্যায় না পাঠাইলেও হয়। তখন টমসন্ সাহেব আমাকে আরারিয়া সব ডিভিসন দিলেন। আমি প্রথমে তথায় গিয়া পরিবার লইয়া গেলাম। জায়গাটা পচ্ছন্দ হইল। ক্যাম্বেল সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট কয়েক মাস থাকা হইলে অগ্রহায়ণ মাসে পরিবারদিগকে বাটী পাঠাইলাম। শ্রীমতী সৌদামিনীর নৈহাটীতে শ্রীমান্ চারুচন্দ্র মজুমদারের সহিত বিবাহ হইল। আমি ৮ দিন ছুটী লইয়া অগ্রহায়ণ মাসে বিবাহের সময় বাটী আসিয়াছিলাম। মহেন্দ্র মামা সকল কার্য্য বন্দবস্ত করিয়া ছিলেন। আরারিয়া ফিরিয়া গিয়া আমার প্রস্রাবের পীড়া হইল। ডাঃ পিকালী সাহেব ডায়াবিটীস বলিয়াছিলেন। কিন্তু আমি স্থানীয় ডাক্তারের সাহায্যে নিজে যন্ত্র আনাইয়া দেখিলাম পীড়াটী ফস্ফেটীক ইউরিন। আমি সোমনাথ রস ও বসন্ত কুসুমাকর সেবন করিয়া কোন উপকার পাই নাই। ১২৮৩ সাল ১৫ই আষাঢ়ে রাণাঘাটে বরদাপ্রসাদের জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালের মার্চ্চ মাসে বিরজাও রাণাঘাটে জন্ম গ্রহণ করে। আমার পীড়া কষ্ট দায়ক হইলে ১৮৭৭ সালের ১৬ই জুলাইএর গবর্ণমেণ্ট অর্ডারানুসারে দুইমাস বিদায় গ্রহণ কার। [illegible]রি [illegible]য় আমার নিকট ছিলেন। জননী ও অন্নদা তখন কলিকাতায় বাটী ভাড়া করিয়াছিলেন। অন্নদা

কলিকাতায় পড়েন। আরারিয়ায় আমি তিন বৎসর থাকি। ভাল বাগান প্রস্তুত করি। তাহা দেখিয়া সার রিচার্ড টেম্‌পেল্ খুসী হইয়াছিলেন। জজ ওয়ার্ড সাহেব বাগান দেখিয়া খুসী হন। আমি কলিকাতায় আসিয়া অন্নদার শুঁড়িপাড়ার বাসায় থাকি। ডাঃ কোটস্ সাহেব মূত্র পরীক্ষা করিয়া আমাকে লিকার ষ্ট্রীক্নাইন একফোটা ও নাইট্রিক এসিড ডিল্ একফোটা খাইতে দেন এবং গোক্ষুরাদি ঘৃত (যাহা পূর্ব্বে খাইয়া উপকৃত হইয়াছিলাম) খাইতে বলেন; ক্রমশঃ পীড়া উপশম হইতে লাগিল। অন্নদার সম্বন্ধ হইল। রাণাঘাটে গিয়া বিবাহের উদ্যোগ করা এবং কয়েক দিন ছুটী বাড়াইয়া লওয়া হইল। ১৮৭৭ সালের ২৭শে নবেম্বর তারিখের আজ্ঞাক্রমে আমি মহিষরেখায় বদলি হইলাম। মহিষরেখায় কাজ অনেক। পুলিসের দৌরাত্ম্যও অধিক। তবে কলিকাতার নিকট বলিয়া থাকিতে ইচ্ছা ছিল।

অন্নদার বিবাহে ভায়া উমাপ্রসাদ ঘোষ অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। মহিষরেখায় থাকার সময় আমতা, খানাকুল, শ্যামপুর প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়াছিলাম। আমতার দেবীর বাটীতে মদন বাবুর শিব দর্শন করিয়া আনন্দিত হইলাম। চিত্রসেনপুরের নিকট গড়

ভবানীপুর আমার এলেকা। সেই স্থানটিই ভারতচন্দ্র রায়ের বাসস্থান ভুরসুট পরগণা। দুই মাস পরেই ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে ভদ্রক যাইতে হইল। কলিকাতা হইতে সার জন লরেন্স জাহাজে আমি চাঁদবালি গিয়া ভদ্রকে গেলাম। চাঁদবালিও ভদ্রকের এলেকা। পুরাতন ভদ্রক আমার ভাল লাগিল। যখন পূর্ব্বে আমি ভদ্রকে মাষ্টার ছিলাম তখন ডিয়ার সাহেব ডেপুটী ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার পত্নী আমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিয়া সব ডিবিসন্যাল রেসিডেন্স কুটীতে লইয়া যাইতেন। আমি সেই কুটীতে বসিয়া মটস্ অফ উড়িষ্যা বলিয়া একখানি ছোট ইংরাজি গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। ডাঃ হাণ্টার তাঁহার উড়িষ্যা ইতিহাসে আমার ঐ গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

এবার স্বয়ং ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া সেই কুটী নিজে অধিকার করিলাম। বাগানের গাছ পালা দেখিয়া চিত্ত সন্তুষ্ট হইল। আমার উড়িষ্যায় ফিরিয়া যাওয়ায় রাভেন সা সাহেব আমাকে বিশেষ স্নেহ বাক্যের সহিত পত্র লিখিলেন। কয়েক মাস থাকিয়া একক থাকা কষ্ট বোধ হইয়া উঠিল। আমি আমার পরিবারবর্গকে আনাইলাম। সে সময় ভোলানাথ বাবু মেদিনীপুর জেলার নাড়াজোলের কাজ করিতেছিলেন। সেই

পথে আমার পরিবারগণ আসায় তিনি অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। ভদ্রকে আমার পূর্ব্ব পরিচিত লোক তখন অল্পই ছিল। রাধামোহন বসুবাবুর পুত্র বলরাম বাবু আমার কুঠিতে প্রায়ই থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে নিমাই বাবু আসিতেন। কার্য্য কর্ম্ম অধিক নয়; খুব যত্ন করিয়া করিতাম। ১৮৭৮সালের ১১ই জুলাই তারিখে গবর্ণমেণ্ট আমাকে Summary power দিলেন। তখন Norman সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট। ১৮৭৮সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে গবর্ণমেণ্ট আমাকে ভদ্রক হইতে নড়াইল বদলি করিলেন। হাঁটাপথে গাড়ীর উপর পাল্কি দিয়া সপরিবারে মেদিনীপুর আসিলাম। জকপুরে ২।১ দিন ছিলাম। যকপুর বিবাহের সময় যেরূপ দেখিয়াছিলাম তদপেক্ষা এখন হ্রাস হইয়াছে। মেদিনীপুরে ঐ সময় ভুবন বাবু ডাক্তারের বাসায় একদিন থাকিয়া জকপুরে যাই। জকপুর হইতে নৌকা করিয়া খাল পথে উলুবেড়ে আসিয়া জাহাজে চড়ি। পরে রাণাঘাটে পৌছিলাম।

রাণাঘাট হইতে চাকদহ দিয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বরাবর আফরা ঘাট। তথা হইতে নৌকায় নড়াইল। অধিক রাত্রে আমি, জামাতা চারু, অন্নদা, রাধিকা ও কমল নামিয়া কতক পথ হাটিয়া কুটীতে পৌছিলাম।

উমাচরণ গাঙ্গুলীবাবু তখন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। বিশেষ যত্ন করিয়া তিনি আমাদিগকে আহারাদি করাইলেন। পর দিনে বুঝিলাম যে উমাচরণ বাবু নড়াল ছাড়িতে ইচ্ছা করেন না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ পেজের দ্বারা যত্ন করিতেছেন। আমি সেক্রেটারী কক্রেল সাহেবকে এক পত্র লিখিলে তিনি উত্তর লিখিলেন যে আমিই নড়াইল থাকিব। উমাচরণ বাবু চলিয়া গেলেন।

নড়ালে কার্য্য অনেক। হাতে রেজিষ্টারী, তাহাতে কিছু পাওয়া যায়। অতুল বাবু তথায় মুন্সেফ ছিলেন। নড়ালে মফঃসাল বেড়াইতে বড় সুবিধা ছিল। বোটে করিয়া সর্ব্বত্র বেড়ান যায়। মধ্যে মধ্যে লক্ষীপাশা, কালিয়া প্রভৃতি স্থানে গিয়া থাকিও কাছারি করি। ৫।৬ মাস পরে পরিবার লইয়া গেলাম। নড়াল থাকা সময় ব্রেট্ সাহেবের সহিত আলাপ হয়। তিনি শিকার করিবার জন্য নড়ালে আসিতেন। নড়ালের বাবুদের মধ্যে চন্দ্র বাবু তখন প্রধান। হিন্দুধর্ম্মে তাহাঁর মতি ছিল। নড়ালে আমি প্রায় ৩ বৎসর ছিলাম। দেশবাসী লোকগণ আমাকে ভাল বাসিতেন। গ্রামে গ্রামে গেলে কীর্ত্তন শুনাইতে গ্রামবাসী সব আসিতেন।

নড়ালে থাকিতে থাকিতে আমার দুইবার খুব জ্বর পীড়া হয়। একবার জ্বরপীড়ায় বিশেষ দুর্ব্বল হইয়া

পড়িলাম। মফঃসল ভ্রমণ বাকিছিল বলিয়া বোটে সপরিবারে ভ্রমণে বাহির হইলাম। কবিরাজের ঔষধ খাই। কষ্টে শ্রেষ্টে কার্য্য করি। নলদীতে কয়েক দিন থাকিয়া রাই গ্রামে গেলাম। সীতানাথ ডাক্তার বাবু বিশেষ যত্নের সহিত দেখা শুনা করিতেন। তিনি এক প্রকার ইলেক্‌ট্রিক ট্রিট্‌মেণ্ট করিতেন। তাঁহার মত বুদ্ধি মান খুব কম পাওয়া যাইত। রাইগ্রাম মেলায় আমাদের খুব আমোদ হইত। লক্ষ্মীপাশা হইতে দীঘালিয়া তথা হইতে কালিয়া। নড়ালের দেশবাসী ভদ্রলোকগণ আগন্তুক ভদ্রলোককে বড় যত্ন করিতেন। স্ত্রীলোকগণ যে নারিকেলের চিড়া প্রস্তুত করেন, অন্যান্য জল খাবারের সহিত তাহা তাঁবুতে আনিয়া উপস্থিত করিতেন। ভদ্রলোক সামান্য গৃহোৎপন্ন দ্রব্য আনিলে অস্বীকার করা বড়ই মূঢ়তা হয় এজন্য আমি কিছু লইয়া লোকজনকে খাইতে দিতাম। ক্ষীরের দ্রব্য ও অনেক হইত।

নড়ালের ডাব বড় ভাল। সলিম চাপরাসী এক এক পয়সা মূল্যে বড় বড় ডাব সংগ্রহ করিত। আমি অন্য জল না খাইয়া কেবল ডাবের জল খাইতাম। তাহাতে শরীর খুব ভাল ছিল। হৃষীবাবু বরদাদাস বাবু প্রভৃতি সর্ব্বদাই আমার নিকট আসিতেন।

১২৮৬ সালে নড়ালে থাকিবার সময় আমি কৃষ্ণ সংহিতা প্রকাশ করি। তাহার পর ১২৮৭ সালে কল্যাণ কল্পতরু গ্রন্থ প্রকাশ করি। কৃষ্ণ সংহিতা সম্বন্ধে বিলাতের পণ্ডিতবর রষ্ট সাহেব লিখিয়াছিলেন।

India office London S. W.
16th April 1880

My dear Sir,

A long and painful illness has prevented me from thanking you earlier for the kind present of your Sree Krishna Sanhita. By representing Krishna's character and his worship in a more sublime and transcendent light than has hither to been the custom to regard him in you have rendered as essential service to your coreligionists and no one would have taken more delight in your work than my departed friend Goldstucker, the sincerest and most zealous advocate the Hindoos ever had in Europe. I am sending you a number of the Atheneum containing a notice of his Literary Remains, published last year as the work may be welcome to many of his old friends in India. I trust you will pardon me for having ventured to draw your attention to it. It would be a good thing, if his views, literary and political were better known and more appreciated in India. I trust you will let me know if I can be of any service to you.

Believe me to remain
yours very truly
Reinhold Rost

To Babu Kedar nath Dutt Dy. Magistrate

Waldo Emerson সাহেব বাঙ্গলা পড়িতে না জানিয়া এইরূপ লেখেন।

10th May 1886
Concord, Massachusets.

Dear Sir,

I have received with pleasure the book you so kindly sent me. I am sorry that I do not know the language and can not read it and can only send my thanks.

R. Waldo Emerson

কৃষ্ণ সংহিতা বিষয়ে স্বদেশের লোকেরা নানাবিধ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। কেহ বলিয়াছিলেন যে গ্রন্থখানি নূতন মত। কেহ বা ভাল বলিয়াছিলেন। অল্প বয়স্ক কৃত-বিদ্যলোকেরা গ্রন্থখানিকে ভাল বলিয়াছিলেন। কিন্তু কেহই গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই। কৃষ্ণতত্ত্ব যে অপ্রাকৃত তাহা এই গ্রন্থে দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। কতক গুলি লোক ঐ সকল বর্ণনাকে আধ্যাত্মিক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রম। অপ্রাকৃত ও আধ্যাত্মিকে যে সূক্ষ্ম ভেদ আছে তাহা প্রায়ই লোকে ধরিতে পারেন না। অপ্রাকৃত বস্তু জ্ঞানাভাবই ইহার কারণ। কল্যাণ কল্পতরু পাইয়া সাধারণের বিশেষ প্রীতি হয়। অনেকে পদ গুলি গান করিয়াছিলেন।

নড়ালে থাকার সময়ে আমি সপরিবারে দীক্ষিত হই। বহুদিন উপযুক্ত গুরু অন্বেষণ করিয়া পাইলাম না। বড়ই দুঃখিত থাকি। যাঁহাকে একটু শ্রদ্ধা হয়, তাঁহার মত ও চরিত্র দেখিয়া সে শ্রদ্ধাটুকু দূর হয়। অনেক চিন্তা করিতেছি,

প্রভু স্বপ্নে সে দুঃখ দূর করিলেন। স্বপ্নে একটু আভাস পাইলাম। সেই দিবসেই মন আনন্দিত হইল। দুই একদিন পরে গুরুদেব আমাকে পত্র লিখিলেন। যে আমি শীঘ্র গিয়া দীক্ষাদান করিব। গুরুদেব আসিলেন। দীক্ষা কার্য্য হইয়া গেল। চিত্ত বড়ই প্রফুল্ল হইল। সেই দিবস হইতেই মাংস ভক্ষণ রূপ দোষ হৃদয় হইতে দূর হইল। জীবের প্রতি কিছু দয়া উদয় হইল।

১৮৮০ সালের ১৫ই আশ্বিনে তোমার জন্ম রাণাঘাটে হয়। তুমি যে পরে বিশেষ ধার্ম্মিক হইবে তাহার চিহ্ন তোমার শরীরে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় সত্বর একটি সন্তান হয়। তাহার আকৃতিতে কেমন ভৌতিক ভয় যুক্তা ছিল। সে ছেলেটীকে তোমার নিকট শোয়াইলে তুমি হাঁসিয়া হাঁসিয়া তাহাকে ঠেলিয়া ফেলিতে। শ্রীএকা-দশী দিবসে তোমার জন্ম। আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে যেন একটী কদর্য্যাকৃতি বানর আসিয়া বলিল এই ছেলেটী বড় মন্দ, বাঁচিবে না। তখনই শ্রীনারদ স্বপ্নে আর্বিভূত হইয়া বলিলেন যে এই বানরটী কলি ইহার কথা শুনিও না। এ ছেলেটী শ্রীহরিবাসরে জন্মিয়াছে। এ বিশুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবে। ইহাকে কেহ মারিতে পারিবে না। ললিত! আমি আশা করি যে

তুমি শ্রীনারদ গোস্বামীর ভবিষ্যদ্বাক্য সত্য কর। এই জগতে ধর্ম্ম ধনাপেক্ষা ধন নাই। শরীর ক্ষণ ভঙ্গুর, আজ আছে, কাল নাই। আঁমাদের পরম দয়ালু প্রভু কৃপা করিয়া এই জগৎকে যে নাম ও প্রেমধন দিয়াছেন তাহা তুমি বড় হইয়া সাধু গুরুর নিকট সংগ্রহ করিবে। শ্রীমদ্ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত এই দুই খানি গ্রন্থ জগতের মধ্যে অমূল্য রত্ন। তুমি যত্ন করিয়া আলোচনা করিবে। লোককে বিদ্যা দেখাইবার প্রয়োজন নাই। লোককে ভক্তিধন দান করিবে। নিষ্পাপ জীবনে ধর্ম্মের সহিত অর্থোপার্জ্জন করিয়া আপনাকে ও আপনার নিজজনকে প্রতিপালন করিবে। কিন্তু কোন সময়ে কৃষ্ণ নাম ভুলিবে না।

নড়ালে থাকার শেষ সময়ে আমার কলিকাতায় বাস করিবার বাসনা জন্মিল। মহেন্দ্রমামাকে কলিকাতায় এক খানি বাটী অন্বেষণ করিতে বলিলাম। কলিকাতায় বাস করিবার অভিপ্রায় হইবার কারণ এই যে ঐ সময়ে রাণাঘাটে ম্যালেরিয়া উপস্থিত হইল। আমরা কয়েক পুরুষ হইতে কলিকাতাবাসী। কলিকাতায় অচল হইবে বলিয়াই আমি পল্লীগ্রামে বাটী করিয়াছিলাম। যখন সেই পল্লীগ্রাম দূষিত হইল অন্যত্র না গিয়া

কলিকাতায় বাটী করাই ভাল। তোমরা ও জ্ঞাতি কুটুম্বদের মধ্যে থাকিবে। কলিকাতায় বিদ্যা উপার্জ্জন অর্থোপার্জ্জন প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুবিধা বিশেষতঃ কন্যাপুত্রের বিবাহ দেওয়া কলিকাতায় থাকিয়াই সুবিধা।

সেই সময় আর একটী ঘটনা হইল। আমি নড়ালে পীড়িত হইয়া আছি। কাদম্বিনীকে বিবাহ দিবার জন্য আমার পরিবার কলিকাতায় পাথুরিয়াঘাটার ভোলানাথ কাকামহাশয়ের বাটিতে কয়েক দিবস অবস্থান করেন। কলিকাতায় নিজের বাটী না থাকায় বড় কষ্ট হইয়াছিল। তাহা শুনিয়াও আমার কলিকাতায় একখানি বাটী করিবার বাসনা জন্মিল। শ্রীমান্ মণি মাধব মিত্রের সহিত কাদম্বিনীর বিবাহ হইল। আমি আসিতে পারিলাম না। আমার পীড়ার জন্য পরিবার সকল কাদুর বিবাহের পর নড়ালে আসিলেন। আমি কয়েক দিন পর আরোগ্য লাভ করিলাম।

নড়ালে থাকার সময় নবদ্বীপের ব্রজবাবু আমার সবডেপুটী হইলেন। তাঁহার চরিত্র পবিত্র। পরমার্থেও তাঁহার যত্ন কিন্তু ভক্তিতত্ত্বে তাঁহার সুন্দর নিষ্ঠা হয় নাই। নড়ালের মফঃস্বলে যত বৈষ্ণব দেখিলাম সকলেই ভেল।

রাইচরণ গায়ক ও একটি বৈদ্যকে শুদ্ধমতে দেখিলাম। কলিকাতায় বাটী করিবার ইচ্ছায় আমি ১৮৮১ সালে জুলাই মাসে তিন মাস প্রিভিলিজ লিভ পাইলাম। আবদুল কাদের আসিয়া আমাকে অবসর দিতে একটু বিলম্ব করিলেন। তিনি পুরী হইতে আমার পরিচিত ছিলেন।

আমি কলিকাতায় নিমু গোসাইর গলিতে বাটী ভাড়া করিয়া সপরিবারে তথায় থাকিলাম। শ্রাবণ মাসে আমার স্ত্রী তুমি ও আমি দুইটী চাকর লইয়া তীর্থভ্রমণে গেলাম। আমার সঙ্গে শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন। প্রথমে মোকামায় নামিয়া আহারাদি। অপরাহ্নে রেলে চড়িয়া মোগল সরাই পরে প্রয়াগে দেবেন্দ্র বসুর বাটিতে। ত্রিবেণী শ্রাদ্ধাদি করিয়া জ্বর হইল। সেইখানে সীতারাম ব্রজবাসীর সহিত মিলন। সে আমাকে জ্বরিত দেখিয়া রিসার্ভ গাড়ীতে সাবধানে বৃন্দাবন লইয়া গেল। প্রথমে একটি কদর্য্য কুঞ্জে রাখে। পরে রাধামোহন বাবু কালাকুঞ্জে লইয়া গেলেন। আমার জ্বর ছাড়ে না। আমি প্রভুকে জানাইলাম যে পরে এ জ্বর ভোগ করিব। সম্প্রতি ব্রজবাস সুখ লাভ করি। প্রভু প্রার্থনা শুনিয়া আমাকে বিজ্বর করিলেন। আমি কএকদিন ব্রজে সাধু সঙ্গ লাভ

করিলাম। লালাবাবুর কুঞ্জ হইতে অনেক ভাল প্রসাদ আসিল। গোবিন্দজী, গোপীনাথ, মদনমোহন দর্শন হইল। গোপীনাথের বাটীতে ভেট লইয়া বিবাদ হইল। রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জে প্রসাদ সেবন। তথায় নিম্বাদিত্যের দশশ্লোকী পাইলাম। অলক্ষ্যে নীলমণি গোস্বামীর পাঠ শ্রবণ হইয়া গেল। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজীকে তথায় প্রথম দেখিলাম।

পাল্কী করিয়া রাধাকুণ্ড গোবর্দ্ধন দর্শন করিলাম। তথায় কঞ্চড়ের দৌরাত্ম্য অনুভব করিলাম তৎ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলাম। বৃন্দাবনে আসিয়া পুনরায় দর্শনাদি করিলাম। তুমি অতিশয় শিশু। শ্রীমদন মোহনের বাটীতে গড়াগড়ি দিয়া প্রসাদ খুঁটিয়া খাইয়াছিলে এবং মন্দিরের বাহিরে আসিয়া মুতিয়াছিলে।

বৃন্দাবন হইতে মথুরা দিয়া লাক্ষ্ণৌ গেলাম। রাজ-কুমার সর্ব্বাধিকারীর বাসায় থাকিয়া সহর ভ্রমণ হইল। তথা হইতে ফৈজাবাদ হইয়া অযোধ্যা গমন হইল। পাণ্ডার দৌরাত্ম্য ভয়ে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ফৈজাবাদ আসিয়া বাঙ্গালী একটি বাবুর বাসায় অবস্থান করিলাম। পর দিন গোপ্রতার ঘাটে স্নানাদি হইল। সেই দিবসেই কাশী গমন হইল। কাশীতে তিনু বাবুর বাটিতে অবস্থান

হইল। শ্বাশুড়ী ঠাকুরাণী কাশীতে বিপুল প্রীতিলাভ করিলেন। কাশী হইতে যাত্রা করিয়া একবারে কলিকাতা নিমু গোসাঁইর গলিতে ভাড়াবাটিতে আসিয়া সকলকে স্বচ্ছন্দ শরীর দেখিলাম।

কয়েকদিন কলিকাতায় থাকা হইল। অনেক গুলি বাটী দেখা গেল। আমার বিবেচনায় রামবাগানের এই বাটিখানি যুতের বলিয়া বোধ হইল। ভোলানাথ বাবু ও মহেন্দ্র মামার পছন্দ হইল না। নড়ালে থাকিতে কমিশনার পিকক সাহেবের সহিত বিশেষ আলাপ হইয়াছিল। কমলের ঐ সময় চক্ষের ছানি হয়। পিকক্ সাহেব সেই ছানি কাটাইবার বিশেষ যত্ন করিলেন। আমি ডাক্তার সণ্ডার্স সাহেবকে ছানি তুলিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। ডাক্তার সণ্ডার্স তখন নূতন কলিকাতায় আসিয়াছেন। অধিক লোভী হন নাই। কএকটা ভিজিট এবং তাহাঁর নিজের ৫০৲ টাকা ও তাঁহার সঙ্গের ডাক্তারের ১০৲ টাকায় কার্য্য করিলেন। তাঁহার ছানি কাটিতে ভাল হাত দেখাইলেন। কমলের চক্ষু আরাম হইল কিন্তু সেচক্ষে আর দৃষ্টিশক্তি হইল না।

আমাকে যশোহরে ১৮৮১ সালে ৩০শে নবেম্বর তারিখে বদলি করা হইল। সে সময়ে আমি পূর্ব্ব

প্রতিজ্ঞামত জ্বরভোগ করিতেছিলাম। তখন পিকক সাহেব নাই দেখিয়া মনে করিলাম যে যশোহরের ন্যায় অধম স্থানে থাকা আমার গ্রহপীড়া। সুতরাং অবশ্যমেব ভোক্তব্যং বলিয়া আমি বিজ্বর হইয়াই যশোহর গিয়া বাবু নবীন কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ডেপুটী বাবুর বাসায় উঠিলাম। দেহ দুর্ব্বল, আবার পৌছিবা মাত্র বার্টান সাহেবের সহিত বিবাদ। বাসা নিতান্ত জঘন্য, তাহা জ্বরের আবাসরূপ যশোহরে অবস্থিতি। সেই সময় আবার আমার চক্ষুরোগ হইল। আমি শিশুকাল হইতে Short Sighted ছিলাম। আমি বাম চক্ষুতে ভাল দেখিতাম। দক্ষিণ চক্ষে সর্ব্বদাই ঝাপসা দেখিতাম। ঐ সময় আমার চক্ষে বুটি বুটি দাগ হইল। Short Sightedness কেটে গেল কিন্তু চক্ষের দর্শনটা ঘোলা হোলো এবং চক্ষেতে এক প্রকার কষ্টদায়ক পীড়া হইল।

যশোহরে আমার শরীর ভাল না থাকায় আমি কার্য্য ভালরূপে করিতে পারিলাম না। পিকক্ সাহেব বার্টান সাহেবকে ভালরূপে বুঝাইয়া দিলে বার্টান আমার প্রীতি সদয় হইলেন। সকল কার্য্য আমার হাত হইতে লইয়া কেবল treasury আমার হাতে রাখিলেন। ডাক্তার কামিংস্ সাহেব আমার চক্ষু দেখিয়া বলিলেন, চক্ষে বিশেষ

দোষ হইয়াছে। ছুটী লওয়া আবশ্যক। আমি মধ্যে কলিকাতায় যাইয়া কেলি সাহেবকে চক্ষু দেখাইলে তিনি Medical leave recommend করিয়া certificate দিলেন। আমার পরিবার সকল তখন নিমুগোসাইর গলিতে ভাড়াবাটীতে ছিলেন। আমি তাহাঁদের আর রাণাঘাটে যাইতে দিব না। বাটি ক্রয় করিয়া তথায় রাখিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।

আমি কেলি সাহেবের Certificate দেখাইয়া Dr. Cummings এর Certificate দ্বারা ১৮৮২ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখে তিন মাসের মেডিকাল লিভ্ পাইলাম। আমার স্থানে একজন অফিসার পৌছিতে বিলম্ব হইল। আমি Relieved হইয়া কলিকাতায় গেলাম। এবার নিজের চিকিৎসা করি এবং বাটী দেখিয়া বেড়াই। অবশেষে এই ১৮১নং মাণিকতলা ষ্ট্রীটের বাটিখানা চন্দ্র কবিরাজের নিকট ৬০০০৲ টাকা দিয়া ক্রয় করিয়া দখল করিলাম। বাটি খানি লওয়া সম্বন্ধে মহেন্দ্রমামার মত ছিল না সুতরাং তিনি আমাকে অধিক সহায়তা করিলেন না। আমি নিজেই বিশেষ পরিশ্রম করিয়া অধিক টাকা ব্যয়ে বাটি খানি মেরামত করত বাসোপযোগী করিলাম। ভোলানাথ বাবুর মতে গৃহযাগাদি করত গৃহে প্রবেশ করিলাম। তখন

বাটি খানি খুব যুতের হইয়াছে বলিয়া ভোলানাথ বাবুও মহেন্দ্রমামার বিশ্বাস হইল।

নূতন বাটীতে আসিয়া পরিবারেরা সকলেই সুখী হইলেন। আমার মাতাঠাকুরাণী পুরী হইতেই চক্ষে ছানি পড়ার আশঙ্কা করিতেছিলেন। কলিকাতার ডাক্তারদের দেখাইলে তাহাঁরা এবং আত্মীয়গণ সকলেই অত বয়সে তাহাঁর অপারেশন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আমিও মনে করিলাম মা বৃদ্ধা হইলেন। দোতালা ঘরে দোতলায় পায়খানা করিয়া দিলে আর তাহাঁর ক্লেশ হইবে না। নূতন বাটিতে তাহাই হইল বটে তথাপি নূতন বাটী দেখিতে না পাইয়া মার মনে কষ্ট হইতে লাগিল। তাহাঁর পৃথক ঝি রজনীর মা। সকলেই মার কর্ম্ম করেন। ব্রাহ্মণের পাক। আমার পত্নী তাহাঁর অকৃত্রিম সেবা করেন। এই সব গতিকে তিনি বিগতদুঃখ হইলেন।

আমি শুনিলাম বারাসত সাব ডিভিসন্যাল অফিসার পদ খালি হইয়াছে। মনে করিলাম চক্ষু অনেক ভাল হইয়াছে। এখন নিকটে থাকিতে পারিলে ভাল। কক্রেল সাহেবকে বলিলাম। তিনি বলিলেন অন্য এক ব্যক্তিকে এইস্থান দিবার জন্য কথা দিয়াছি। আমি অগত্যা পিকক সাহেবকে বলিলে তিনি কক্রেল সাহেবকে এক

পত্র লিখিলেন। কয়েকদিন পরে আমি বারাসতে যাইবার অনুমতি পাইলাম। ১৮৮২ সালের ১২ই মে তারিখে হুকুম হইয়াছিল। আমি তৎপূর্ব্বে আমার চক্ষের পীড়ার জন্য আর তিন মাস মেডিক্যাল লিভ বাড়াইয়া লইয়াছিলাম। বারাসত পাইয়া সে ছুটির অধিকাংশ কাটিয়া দিলাম।

আমার চক্ষু রোগের জন্য অ্যালোপ্যাথি মতে অনেক চিকিৎসা করিয়াছিলাম। তাহাতে সামান্যমাত্র ফল হইয়াছিল। ডাক্তার লালমাধব, ভোলানাথ বাবু এবং মাতাঠাকুরাণী সকলে আমাকে অনেক দিন যে মৎস্য ছাড়িয়াছিলাম তাহা পুনরায় খাইতে অনুরোধ করিলেন। প্রতিদিন মৎস্যের মুড়া খাইলে চক্ষের যুত হয় বলিলেন। বহুদিন পরে মৎস্য খাইতে কষ্ট হইয়াছিল। বাবু রাজেন্দ্র দত্ত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার চিকিৎসা করিয়া আমার বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে আমার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। রাজেন্দ্র বাবুর মতে আমার মৎস্য সেবনে কোন প্রয়োজনতা ছিল না।

আমি বারাসতে বঙ্কিমচন্দ্র চাটুর্য্যে ডেপুটী কালেক্টর বাবুর নিকট চার্য্য লইলাম। রাধিকা ও কমল আমার সঙ্গে গিয়াছিল। বারাসতে বাটীখানি বড় সুন্দর

এবং স্থান বাগান ও পুষ্করিণী যথেষ্ট। বারাসতে রীতি মত পরিবার লইয়া যাই নাই। কখন কখন পীড়া হইলে পরিবার যাইতেন। নৈহাটীতে প্রতি সোমবার বেঞ্চ হইত। আমি কালেক্টরকে বলিয়া শনিবারে বাটী আসিতাম। সোমবার নৈহাটী বেঞ্চ করিয়া বারাসত যাইতাম। বারাসতে মকোর্দ্দমা অনেক নয়। কিন্তু বারাসত মিউনিসিপালিটী ও নৈহাটী মিউনিসিপালিটির কার্য্য অনেক করিতে হইত। বারাসতে অনেক দুষ্ট প্রকৃতির লোক ছিল। তাহারা নানা প্রকারে নিজের বড়াই করিবার জন্য আমার সঙ্গে অনেক দৌরাত্ম্য করিত। পূর্ব্বে বারাসতে যখন লি সাহেব সাবডিভিসন্যাল অফিসার ছিলেন তখন হইতে সরস্বতী পূজার সময় প্রতি বৎসর তথায় একটী এথিলেটীক একসারসাইজ নামে ব্যাপার হইত। ঐ সঙ্গে যাত্রা গান পর্য্যন্ত ছিল। আমি দুই বৎসর ঐ ব্যাপারে যত্ন করিয়া প্রায় নিজের ৫০০৲ টাকা ব্যয় করিয়াছিলাম। উৎসবের ব্যয় চান্দা দ্বারা হইত। যে সকল নিমন্ত্রিত লোক আসিতেন তাহাঁদের আহারাদির ব্যয় সাব ডিভিসন্যাল অফিসার নিজে করিতেন।

নৈহাটীও বড় সহজ স্থান নয়। সেখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি কমিসনারগণ দুই পক্ষ হইয়া বিবাদ
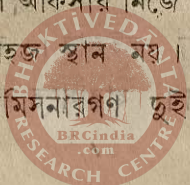
করিতেন। সেই সব বিবাদ মিটাইতেও অনেক কষ্ট হইত। বিশেষত নৈহাটীতে আমার জামাতা চারুর বাটী। বড় সাবধানে থাকিতে হইত।

বারাসতে দুই বৎসর ছিলাম। আমি প্রায়ই মফঃসালে মফঃসালে বেড়াইতাম। বারাসত ম্যালেরিয়া স্থান, অধিক দিন থাকিলে পীড়া হইবে এই ভয় সর্ব্বদা থাকিত। Promoted to the 4th. grade of Dy Magistrates and Dy Collectors on the 20th march 1883.

শেষের বৎসরে বারাসতে কৈলাস বাবু নামক একজন আমার সঙ্গ লইয়াছিল। কৈলাস বাবু চৈতন্যচরিতামৃত পড়িব বলিয়া কলিকাতার বাটিতে আমার সহিত সাক্ষাৎ করে। সে একটু ব্যাকরণ জানে। ঐ সময় বাবু সারদা চরণ মিত্র উকীল আমাকে কতকগুলি সংস্কৃত হাতে লেখা পুথি খরিদ করিয়া দেন। ঐ সঙ্গে শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত গীতার টীকা ও ভাগবতের টীকা ছিল। গীতার একখানি ভক্তিমতের টীকার জন্য আমি অনেকদিন হইতে লালায়িত। ঐ পুস্তকখানি দেখিয়া কৈলাস নকল করিতে চাহিল। আমি তাহাকে বারাসতে লইয়া নকল করিতে দিলাম। ২।৩ মাস সে নকল করিল। কৈলাসের লেখাটি বেশ। সে আর্য্যদর্শন বলিয়া কাগজ লিখিত।

কৈলাস গীতা নকল করে এবং চরিতামৃত পড়ে। শেষ বৎসরে উৎসবের সময় মহেন্দ্র মামার এক যোড়া সাল কুটি হইতে চুরি যায়। সেই গোলযোগে কৈলাস পলাতক হইল। আমার নরোত্তম বিলাস বলিয়া একখানি গ্রন্থ তাহার সঙ্গে গেল। যখন যেমন গ্রহের ফল হয় তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারে না।

সাল চুরি এবং তত্রস্থ কয়েকটি দুষ্ট ব্যক্তির অসদাচরণে আমার মনটি খারাপ হইয়া গেল। ঐ সময় অন্নদাও পাগল হইল। অন্নদাকে নড়ালে রেজিষ্টারী আফিসের কাজ কর্ম্ম শিখাইয়া রেজিষ্টার জেনারেলকে বলিয়া নড়ালের সাব্ রেজিষ্ট্রী অফিস হইতে সিঙ্গাসোলপুর থানা পৃথক্ করাইয়াছিলাম। অন্নদাকে জয়েণ্ট সাব্ রেজিষ্ট্রার মকরর করাই। পরে অন্নদা আর দুই স্থানে সাব্ রেজিষ্ট্রী কার্য্যে একৃটিং হয়। সে সব কার্য্য ফুরাইলে তাহাকে রংপুর কুরিগ্রামে নরম্যান সাহেবকে অনুরোধ করাইয়া সাব্ রেজিষ্টার করাইয়া দিই। সেই স্থানে তাহার কন্যা ও পরিবার পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। সে পাগল হইয়াছে সংবাদ পাইয়া মহেন্দ্র মামা ও আর দুই জন লোক পাঠাইয়া অন্নদাকে কার্য্য হইতে মুক্ত করিয়া কলিকাতার বাটিতে আনাইলাম। যে দিন কলিকাতায়

আসিল সেই দিনেই সে মজঃফরপুর তাহার মামা শরতের নিকট পলাইয়া গেল। কোথায় গেল না জানিতে পারিয়া সকলে মহা চিন্তায় পড়িলাম। এই সমস্ত দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইলে আমি পিকক্ সাহেবকে বদলির জন্য জানাইলাম। পিকক সাহেব তখন সেকরেটারী তিনি আমাকে ১৮৮৪ সালে ১লা এপ্রেল তারিখে শ্রীরামপুরে বদলি করিয়া দিলেন।

আমি বারাসতে থাকার সময় কলিকাতার বাটীতে ১৮৮৪ সালের কার্ত্তিক মাসে কৃষ্ণবিনোদিনীর জন্ম হয়। এতদিন পরে কন্যা হওয়ায় সকলে মনে করিলেন এই কন্যাটী হইয়া গর্ভ শেষ হইল। মা বলিলেন শেষে একটী মেয়ে হইল ভাল হইল।

শ্রীরামপুরে কাছারির পার্শ্বেই বাসা হইল। কয়েক দিন বাটি হইতে যাতায়াত করি। কেননা বাসা বাটিতে গোপীনাথ চাকরের ওলাউটা পীড়া হইয়াছিল। কএক দিন বাদে আমি বাসা বাটিতে গেলাম। সেখানে মকোদ্দমা খুব বেশী। কলিয়ার সাহেব তখন শ্রীরামপুরে, আমি সিনিয়ার ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট। নগেন্দ্র গুপ্ত বাবু তৃতীয় ম্যাজিষ্ট্রেট, শনিবার বাটী আসি। সোমবার থেকে

শ্রীরামপুর থাকি। শ্রীরামপুরে আমার সঙ্গে রাধিকা কমল, বিমল কতক দিন পরে গিয়া থাকিত।

ঐ বৎসর ভাদ্র মাসে আমার জননীর পরলোক হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ১৮৮৪ সালের ৬ই অক্টোবর তারিখে এক মাস প্রিভিলেজ্ লিভ পাই। তৎপূর্ব্বে অন্নদাকে মজঃফরপুর হইতে আনাইয়া প্রথমে শ্রীরামপুরে রাখি। তিরলময়ী গ্রামে পাঠাইয়া বালা দেওয়া হইয়াছিল। কোন বিশেষ উপকার হয় নাই। মার মৃত্যুর সময় হইতে অন্নদা পাগল ভাবে কলিকাতায় ছিল।

মাতৃ শ্রাদ্ধের পর গয়ায় যাওয়া কর্ত্তব্য বোধ হইল। আমি, আমার পরিবার, বিনু, হরিদাস মুস্তৌফী ও ঝপসী চাকর বাটী হইতে বাহির হইয়া প্রথমে বৈদ্যনাথ গেলাম। তাহার পর বাকীপুর হইয়া গয়ায় গেলাম। তথায় পশুপতি বাবুদের বাটীতে রহিলাম। ২৮শে অক্টোবর মঙ্গলবার গয়াশ্রাদ্ধ রীতিমত হইল। রামশিলা, ব্রহ্মযোনি পাহাড় দেখিয়া গাড়ি করিয়া প্রেতশিলায় গেলাম। বিনু ঝপসির কোলে, আমরা হাটীয়া পরিশ্রম করত পর্ব্বতোপরে উঠিলাম। তথায় বেশ অট্টালিকা। আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ মদন বাবুর ঐ সমস্ত কীর্ত্তি। পর্ব্বতে উঠিতে ৩৯৫ ধাপ। সকল ধাপের উপর মদন

মোহন দত্তের নাম লেখা আছে। পিতৃদেবের মন্দিরের বাহিরে প্রস্তরফলকে এইরূপ লেখা আছে দেখিলাম।

শ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশিব দুর্গাশরণং। জয় রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে। সবংশে কুশলে রাখ মদন মোহনে। তাহার পর এই শ্লোক।

দৃষ্ট্বা কষ্টং নরাণামতিবিষমপথারোহণায়োদ্ধরাণাং
প্রেতাদ্রের্দিব্যসোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়।
কৃত্বা তাপোপশান্ত্যা ঋতুনবরসভূসংখ্যশাকেহত্র সৌধং
শ্রীনাথপ্রীতয়ে শ্রীমদনপরভবন্মোহনাখ্যো হ্যকার্ষীৎ॥

শ্রীমদন মোহন দত্ত সাং কলিকাতা। গোমস্তা শ্রীগঙ্গানারায়ণ কর সাং উড়িষ্যা, গ্রাম গোপালপুর, পরগণে বালুবিশি সরকার কটক। তহবিলদার কালীচরণ চৌধুরি সাং সিমলাগড়ি পরগণে পাণ্ডুয়া আরম্ভ শকাব্দা ১৬৯৬ সাঙ্গ ১৬৯৬। সন ১১৮২ সাল। মোহরার শ্রীরাম নারায়ণ রায় সাং চাঁদহাটী পরগণে বর্দ্ধমান। হাজারিনবিশ শ্রীনারায়ণ ঘোষ সাং রঘুনাথপুর উড়িষ্যা॥

১৮৮৪ সাল ৩১শে অক্টোবর শুক্রবার প্রাতে কলিকাতায় পৌছিলাম। ছুটী সমাপ্ত হইলে শ্রীরামপুরে পুনঃরায় কর্ম্ম গ্রহণ করিলাম।

//আমার সজ্জন তোষণী পত্রিকা প্রথমে ১২৮৮সালের বৈশাখ মাসে নড়ালে বাহির হয়। নড়ালে একটী নূতন যন্ত্র আনিয়া তাহার অধিকারীগণ আমার নিকট কর্ম্ম প্রার্থনা করায় আমি প্রথমসংখ্যা সজ্জন তোষণী তথায় ছাপাইলাম। পরে স্থান পরিবর্ত্তন হওয়ায় আমরা নিয়মিত রূপে ঐ পত্রিকা বাহির করি নাই। শেষে বারাসতে অবস্থিতি কালে শ্রীউপেন্দ্র গোস্বামীর নিত্যরূপ ইংরাজিতে আলোচনা করি। ১৮৮৩ সালে ঐ ইংরাজি সংখ্যাটী বাহির হইয়া ঐ পত্রিকা বন্ধ ছিল। ১৮৮৫সালে আমার রামবাগানের বাটীতে বৈষ্ণব ডিপোজিটারী হয়। আমি শ্রীরামপুরে থাকি। রাধিকা কমল ও বিমল শ্রীরামপুরে পড়ে। ১৮৮৫ সালেই আমি রাধিকা কমল ও বিমল এবং প্রভু, মেমারিও কুলীনগ্রামে যাই। তাহার পর সপ্ত গ্রাম দর্শন হয়। ঐ সময় আবার সজ্জন তোষণী বিশেষ যত্নের সহিত বাহির হয়। সেই সময় হইতে সজ্জন তোষণী মধ্যে একবার বিশ্ব বৈষ্ণব সভায় অর্পিত হইয়া প্রকাশ বন্ধ হয়। সজ্জনতোষণী আবার ১৮৯২ সাল হইতে নিয়-মিতরূপে বাহির হয়।

শ্রীরামপুরে থাকার সময় ১৮৮৬সালে শ্রীচৈতন্য শিক্ষামৃত রচিত ও প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থ খানি সর্ব্বত্র

আদৃত হইয়াছিল। ঐ সালেই শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকার সহিত এবং আমার রসিকরঞ্জন অনুবাদের সহিত গীতা প্রকাশিত হন। ঐ সমস্ত গ্রন্থ বিরচনে আমার বিশেষ মস্তিস্কের কার্য্য হয়। ভক্তিবিনোদ নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় তাহাতে আমার রচিত শিক্ষাষ্টকের সংস্কৃত টীকা আছে। কয়াপাট বদনগঞ্জের হারাধনদত্ত শ্রীরামপুরে আসিয়া আমাকে শ্রীকৃষ্ণ বিজয় গ্রন্থের পুরাতন কাপি একখানা অর্পণ করিলেন। আমি তাহা ছাপাইলাম। ঐ সময় আমার চৈতন্য যন্ত্র স্থাপিত। শ্রীযুক্তপ্রভুপাদ ঐ যন্ত্র চালাইতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের দুই খণ্ড ছাপা হইয়া শ্রীরাম নারায়ণ বিদ্যারত্নের অনুরোধে বন্ধ হইল। এই সকল চিন্তাময় কার্য্যে আমার মাথা ঘোরা রোগ হইল। আর একটী কারণ ছিল। আমার নাক দিয়া কাচাজল অনবরতঃ পড়িত। তাহা নিবারণ করিবার জন্য কবিরাজ হরিচরণ আমাকে স্বর্ণবঙ্গ খাওয়াইয়া ছিলেন। ঐ ঔষধি সেবনের অব্যবহিত পরেই শিরচাঞ্চল্য রোগ হয়। তজ্জন্য ১৮৮৫ সালের মে মাসে রিচি সাহেবের প্রযত্নে আমি একমাস ১৫ দিবনের বিদায় পাই। অনেক প্রকার চিকিৎসা করিয়াও সে রোগ আরাম হইল না। বৃদ্ধ গুরুগতি বসু এবং বাবাজী রাম-

চরণ আমাকে মস্তকে ঘৃত মাখিতে বলেন। আমি মস্তকে ঘৃত মাখি। সেই সময়ে গোস্বামীদের কএকখানি রস ও তত্বগ্রন্থ লাভ করি। কিন্তু কোন প্রকারেই শিরচাঞ্চল্য বশত পড়িতে পারিনা। আমি শ্রীজীব গোস্বামীকে জানাইলাম যে ঐ পীড়া এখন থাকা উচিত নয়। বোধহয় জীবগোস্বামী উক্ত বৈষ্ণবদ্বয় দ্বারা ঘৃত মস্তকে লাগাইতে অনুমতি করেন। ঐ ঘৃত লাগাইলে আমার পীড়া দূর হইল। আমি আবার গ্রন্থ পাঠ ও কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। ১৮৮৬ সালের ১৭ই ফাল্গুন রবিবারে শ্যাম সরোজিনীর জন্ম হয়। ঐ বৎসর মে মাসে ১মাস ২৪ দিন ছুটী পাই। অন্নদার পীড়া খুব বৃদ্ধি হয়। উৎকল বৈদ্য দত্তহরি মহা-পাত্র আসিয়া শিবাঘৃত প্রস্তুত করেন। তাহাতে ঐ পীড়া কিছু কম পড়িলে একটু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

১৮৮৭ সালে ১৫ই নবেম্বর তারিখের হুকুম মতে আমি কৃষ্ণনগর নদীয়ায় বদলি হইলাম। আসল কারণ বলি। আমার মাথার পীড়া আরোগ্য হইলে আমি ভক্তি-শাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কএকটি ভক্তের সঙ্গে মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে হইল আমি বৃথা দিন কাটাইলাম। আমার কিছুই হইল না। শ্রীসচ্চিদানন্দ স্বরূপ রাধাকৃষ্ণের দাস্যরস

কিছুই ভোগ করিতে পাইলাম না। যদি পারি এই কয়েক বৎসর কর্ম্মের পর পেনসন লইয়া মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুন পুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব কিন্তু অভ্যাস বশতঃ আমার শরীর সেরূপ স্থানে একা থাকিতে পারিবে না সুতরাং আর একটী লোক সঙ্গে রাখিব। শ্রীরামসেবক ভক্তিভৃঙ্গকে সেই কার্য্যের সঙ্গী করিবার যত্ন করিলাম। শ্রীরামপুরে তাঁহাকে আনাইয়া পরামর্শ করিলে তিনি তাহাতে মত দিলেন। সেই সময় আমি শ্রীআম্নায় সূত্র রচনা করিতে ছিলাম। রামসেবক বাবু কলিকাতা গেলেন আমি কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বরে গেলাম। তথায় রাত্রে শয়ন করিয়া নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে তুমি বৃন্দাবনে যাইবে। তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তি শ্রীনবদ্বীপ ধামে যে কার্য্য আছে তাহা কি করিলে? সেইযাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমি আবার ভক্তিভৃঙ্গকে ডাকিয়া ঐ কথা বলিলাম। ভক্তিভৃঙ্গ আমাকে নবদ্বীপ ধামে বদলি হইতে পরামর্শ দিলেন। আমি পিকক সাহেবকে জ্ঞানবাবুর দ্বারা জানাইলাম। তিনি বলিলেন যে এতশীঘ্র নদীয়া যাওয়া উচিত নয়। কার্য্য শেষ সময়ে ষ্যান্‌টীকুইটি দেখিবার জন্য যাইবেন। আমি ভগ্নোদ্যম হইয়া রহিলাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। আমার ভক্তিগ্রন্থও কার্য্য দেখিয়া শ্রীপাদ আচার্য্য কুল আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া আমাকে ভক্তিবিনোদ উপাধি দিলেন। যে পত্র লেখেন তাহার প্রতিলিপি এই।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণৌ জয়তঃ।

শ্রীপট্টবাঘনাপাড়া-নিবাসিভির্গোস্বামিভিঃ শ্রীকেদারনাথদত্তায় তক্তায় শিষ্যায় কৃপয়া ভক্তিবিনোদোপাধিঃ প্রদত্তঃ।

শিষ্যস্য শ্রীমতঃ সাধোর্গোবিন্দচরণৈষিণঃ।
কেদারনাথদত্তস্য জয়ো ভবতু সর্ব্বদা ॥
প্রভোশ্চৈতন্যচন্দ্রস্য মতস্য চানুবর্ত্তিনঃ।
প্রচারকস্য শাস্ত্রাণাং ভক্তিমার্গপ্রবর্ত্তিনাং ॥
শ্রীরাধাকৃষ্ণবিষয়াং তব ভক্তিমনুত্তমাং।
দৃষ্ট্বা কো ন বিমুহ্যেত লোকেস্মিন্ বৈষ্ণবপ্রিয় ॥
যাং ভক্তিং লভিতুং শশ্বৎ বাঞ্ছন্তি ভগবৎপ্রিয়াঃ।
তাং ভক্তিং হৃদয়ে ধৃত্বা ধন্যোঽসি প্রিয়সেবক ॥
জীবস্য জীবনোপায় এক৷ ভক্তির্গরীয়সী।
অতো ভক্তিবিনোদাখ্য উপাধিঃ প্রতিগৃহ্যতাং ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যাব্দা ৪০০ মাঘ মাস। শ্রীবিপিন বিহারি গোস্বামিনা। শ্রীতিনকড়ি গোস্বামিনা, শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামিনা, শ্রীগৌরচন্দ্র গোস্বামিনা শ্রীরামচন্দ্র গোস্বামিনা। শ্রীযজ্ঞেশ্বর গোস্বামিনা। শ্রীবিনোদ বিহারি গোস্বামিনা শ্রীযদুনাথ গোস্বামিনা, শ্রীবিনোদ বিহারি গোস্বামিনা

শ্রীযোগেন্দ্র চন্দ্র গোস্বামিনা, শ্রীগোপালচন্দ্র গোস্বামিনা, শ্রীহেমচন্দ্র গোস্বামিনা। শ্রীচন্দ্রভূষণ গোস্বামিনা। শ্রীকানাইলাল গোস্বামিনা। শ্রীহারাধন গোস্বামিনা।

আমি প্রভুপাদদিগের কৃপালিপির এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলাম।

শ্রী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চন্দ্রায় নমঃ।

জয়তঃ শ্রীরামকৃষ্ণৌ বাঘ্না-পল্লীবিভূষণৌ।
জাহ্নবীবল্লভৌ রামচন্দ্রকীর্ত্তিস্বরূপকৌ ॥
ব্যাঘ্রোপি বৈষ্ণবঃ সাক্ষাৎ যৎ প্রভাবাদ্বভূব তৎ।
বাঘ্না-পল্ল্যাত্মকং বন্দে শ্রীপাটং গৌড়পাবনং ॥
শ্রীবংশীবদনানন্দপ্রভোর্বংশপ্রদীপকান্।
আচার্য্যানুমতান্ সর্ব্বান্ মদ্দেশিকবরান্ প্রভূন্ ॥
তেষাং প্রসাদলেশেন জড়োপাধৌ গতে মম।
ভক্তিবিনোদপ্রখ্যাতির্দাসস্য বিদাতেধুনা ॥
যেষাং কৃপালবেনাপি ভূষিতোঽহমুপাধিনা।
তেষাং পাদসরোজে মে সাষ্টাঙ্গদণ্ডবন্নতিঃ ॥

শ্রীরামপুরতঃ। কৃতাঞ্জলি নিবেদনমেতৎ তেষাং চিরসেবকস্য সর্ব্ব-বৈষ্ণব-দাসানুদাসস্য ভক্তিবিনোদোপাধিকস্য শ্রীকেদারনাথ দত্তস্য।

প্রভুপাদগণ আমাকে ভক্তিবিনোদ উপাধি দিয়াছেন, মহাপ্রভুরও ইচ্ছা হইয়াছে তথাপি আমার শ্রীধামনবদ্বীপ গমনের ব্যাঘাত ঘটিতেছে দেখিয়া চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তখন কৃষ্ণনগরে শ্রীযুত রাধামাধব বসু বলিয়া

একজন ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন। তাঁহাকে আমার সহিত কার্য্য পরিবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব করিলাম। তিনি একান্ত চিত্তে শ্রীরামপুর আসিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি তাঁহার পত্র গবর্ণমেণ্টে পাঠাইয়া কৃষ্ণনগর বদলি হইবার প্রস্তাব করিলাম। তখন পিকক সাহেব গিয়াছেন এডগার সাহেব সেক্রেটারী। কিছু বিলম্ব দেখিয়া আমি এডগার সাহেবকে টেলিগ্রাফ করিলে তিনি ছাপরায় এল গভার্ণার সাহেবের সহিত থাকিয়া লিখিলেন ক্রমে ক্রমে আজ্ঞা প্রচার হইবে। কয়েক দিন পরে আমার বদলির আজ্ঞা বাহির হইল। ১৮৮৭ সালের ১৫ই নবেম্বর তারিখে হুকুম জারি হইল।

দুর্ঘটনার কথা কি বলিব। আমি বড় আহ্লাদে বাসায় আসিয়া চিন্তা করিতেছি এমত সময় ভয়ঙ্কর জ্বর হইল। জ্বর ছাড়েনা। টয়েনবি কালেক্টর আসিয়া আমার বদলি রহিত করিবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু তখন আমার মনে হইয়াছে যে মরি আর বাঁচি কৃষ্ণনগরে যাইব। বাটী আসিলাম, বড় জ্বরটা থামিয়া গেল। কিন্তু কাশি দৌর্ব্বল্য ও জ্বর ভাব ছাড়িল না। তখন প্রায় ২০ দিন পথ্য করি নাই। ভোলানাথ বাবু, মহেন্দ্র মামা সকলেই আমাকে ছুটী লইতে অনুরোধ

করিলেন। আমি দেখিলাম ছুটী লইলে আর নদীয়ায় যাওয়া হইবে না। অতএব শায়িত অবস্থায় যাইতে স্বীকার করিলাম। পরিবার ও মহেন্দ্র মামা সঙ্গে গেলেন। পথে সামান্য কষ্ট হইল। কিন্তু নবদ্বীপ যাইতেছি এই উল্লাসে কষ্ট বোধ হইল না। কৃষ্ণনগরে পৌছিয়া পরদিন কালেক্টর হপকিন্সকে দেখিলাম। তিনি বলিলেন এরূপ পীড়িতাবস্থায় আসা ভাল হয় নাই। যাহা হউক ট্রেজারি চার্জ এবং লঘু মকোদ্দমা কার্য্য আমার উপর দেওয়া হইল। আমি যখন দুগ্ধ পান করিয়া কাছারির পোষাক পরি তখন একটু বল হয় আবার যখন কাছারি হতে ফিরিয়া আসি তখন মৃতবৎ শুইয়া পাড়ি। ডাক্তার রাসেলকে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন আপনার কিছু মাত্র নাড়ীতে বল নাই। আপনি ঔষধ পথ্য না করিলে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবেন। আমার রাত্রে জ্বর হয়, দিবসে কার্য্য করি। ৪৫ দিন কেবল /১ সের মাত্র দুগ্ধ খাইয়া বাঁচিয়া আছি। মনে মনে করিলাম শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি। নবদ্বীপ দেখা হইতেছে না। ডাক্তার রাসেল প্রত্যহ ২০ গ্রেণ করিয়া কুইনাইন রুটীর সঙ্গে সঙ্গে খাইতে দিলেন এবং অন্য একটা ঔষধ দিলেন। সেই প্রণালীতে থাকিয়া বড় দিনের পূর্ব্বেই আমার শরীর একটু ভাল হইল।

বড়দিনের বন্ধে গাড়ী করিয়া সপরিবারে নবদ্বীপ গেলাম। যত যাই চতুর্দ্দিকের ভূমি দেখিয়া আমার অঙ্গ পুলকিত হইতে লাগিল। গঙ্গা পার হইয়া রাণীর বাটিতে উঠিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগের বন্দোবস্ত করিলাম। কষ্টে দেবদর্শন করিয়া বেলা ১টার সময় প্রসাদ সেবা করিলাম। ৪৫ দিন পরে অন্ন গ্রহণ সেই দিবস। এঁচড়ের ডাল্না, মোচার ঘণ্ট ও ডাল প্রভৃতি অমৃততুল্য লাগিল। জন্মেও সেরূপ অমৃত সদৃশ খাদ্য আর খাই নাই বোধ হইল। বিরু বিশেষ ভক্তি করিয়া তাহার পাতের সমস্ত দ্রব্য খাইয়া ফেলিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের বাটী আসিয়া শুইতে হইবে বলিয়া কতকগুলি বাসন ক্রয় করিয়া খুব শীঘ্র পার হইয়া গাড়ীতে কৃষ্ণনগরে যাত্রা করিলাম। পরদিন শান্তিপুরে বড় গোসাইদের বাটীতে গিয়া প্রসাদ পাইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সেই সময় আমার বেশ বল হইতে লাগিল। আমি প্রতি শনিবার নবদ্বীপ যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখনকার নবদ্বীপের লোকেরা কেবল নিজ নিজ পেট ইত্যাদি বুঝিয়া থাকেন, প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি

ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। দশটা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে। গঙ্গা পার উত্তর দিকে একটী আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। কেরাণী বাবুকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল কিছুই দেখি নাই। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাণীর বাটীর ছাদ হইতে সেই স্থানটী ভাল করিয়া দেখিলে দেখিলাম যে তথায় একটী তাল গাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল ঐ স্থান বল্লালদীঘি তথায় লক্ষ্মণ সেনের দুর্গ চিহ্ন ইত্যাদি আছে। সে সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আর ঐ প্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐ সব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটী শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্ম স্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের পরিক্রমা পদ্ধতি ভক্তিরত্নাকর এবং চৈতন্য ভাগবতে যে সমস্ত গ্রাম পল্লীর উল্লেখ আছে ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম।

কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের এঞ্জিনিয়ার

দ্বারিক বাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপ মণ্ডলের নক্সা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধাম-মাহাত্ম্যে স্বল্পাকারে ছাপা হইল। নবদ্বীপ ধাম ভ্রমণ করিয়া এবং ধাম মাহাত্ম্য লিখিয়া দেখিলাম তখন আর কিছু করিবার যো নাই।

আমি আবার এক প্রকার পীড়ার কষ্টে পড়িলাম। টন্সিলাইটিজ হইলে আমার বর্ষাকালে বড় কষ্ট হইতে লাগিল। পরিবারবর্গকে বাটীতে পাঠাইয়াছিলাম। আবার আনিতে হইল। কোন চিকিৎসায় কিছুই হইল না। একজন ডাক্তার সাহেব আমাকে বলিল টনসিল কাটীয়া ফেলিতে হইবে। ১৮৮৮ সালের ৩১শে জানুয়ারী হইতে আমার থার্ড গ্রেডে প্রমোশন হইল। আমার পীড়া ভাল হয় না দেখিয়া আমি কলিকাতায় ডাক্তার ম্যাকলাউড্ কে দেখাইলাম। তিনি বলিলেন কাটিবার প্রয়োজন নাই। একটী ঔষধ অর্থাৎ পার্ ক্লোরাইড্ অফ্ আইরন্ পেইণ্ট করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এদিকে ছুটীর দরখাস্ত। ২৫শে নবেম্বর ১৮৮৮ সালে প্রিভ্লেজ্ লিভ্ দুইমাস বারদিন মঞ্জুর হইল। যে কয়েক দিন আমার স্থানে অফিসার আসিতে বিলম্ব হইল সেই সময়ের

মধ্যে শ্রীসুরভিকুঞ্জের ভূমি ক্রয় হইল। ১৮৮৮ সালের ২৬ মে হরি প্রমোদিনীর কলিকাতার বাটিতে জন্ম হয়।

অগ্রহায়ণ মাসে আমি ছুটী পাইলাম। মহেন্দ্র মামা, রামসেবক বাবু, আমি, গোপী, ঝপসী ও কুলদার বাপ সুরভিকুঞ্জে গেলাম। সেখানে কয়েক দিন থাকিয়া কলিকাতায় গেলাম।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। যে বৎসরে কৃষ্ণ-নগরে ছিলাম ঐ বৎসরের বৈশাখী পূর্ণিমায় অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসে আমি ছেলেদের সঙ্গে লইয়া ঘোড়ার গাড়ীতে উলায় গিয়াছিলাম। অনেক কাল পরে আমার বাল্য কালের স্থানগুলি দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম। ঠাকুর বাটীর স্থানগুলি কালিসাগর পুষ্করিণী এবং আমার জন্মভূমি দেখিয়া দাশুমামার বাটীতে (পুরাতন বাটীতে) গিয়া রহিলাম। বারোয়ারী পূজা ও অনেক তামাসা দেখা গেল। স্কুলে বক্তৃতা হইল। রাত্রে বারাণসী বাবুদের বাটীতে আহারাদি হইল। পরদিন কমল ও আমি গাড়ীতে কৃষ্ণনগর গেলাম। অন্যান্য ছেলেরা নৌকা করিয়া রাণাঘাট হইয়া কলিকাতায় গেল।

ছুটী পাইয়া কলিকাতায় আসিয়া স্মিথ সাহেব কমিস্য-নারের সহিত দেখা করিলাম। এড্‌গারসাহেবকে

বদলির জন্য বলিলাম। একটু শুষ্ক ও স্বাস্থ্যকর স্থান পাইলেই ভাল হয় বলিলাম। তিনি আমাকে মৈমনসিংহের নেত্রকোণা সব ডিবিসনে বদলি করিলেন। ঐ সময় রাধিকার বিবাহ হইল। পাত্রী বাবু গোপাল মিত্রের পৌত্রী ও বিশ্বম্ভর বাবুর কন্যা। বিবাহের পর ফুল সজ্জা বাটীতে পৌছিলে আমি, কমল ও কুলদার বাপ নেত্র-কোণায় যাত্রা করিলাম। তৎপূর্ব্বেই মহেন্দ্র মামা শ্রীগোদ্রুমে গিয়া আমার দ্রব্যাদি ও ঝম্পিকে নেত্রকোণায় রওনা করাইয়াছিলেন। জাহাজে রাধাবল্লভ বাবুও তাঁহার ভ্রাতার সহিত আলাপ হইল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে নারায়ণ গঞ্জ। পরে রেলে উঠিয়া দুই প্রহর রাত্রে মৈমনসিংহে পৌছিয়া অতুল বাবু সব জজের বাটীতে উঠিলাম। প্রাতে R C Dutt সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ। সেইদিনই নেত্র-কোণায় সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৌছিলাম। পরদিন চার্জ্জ লইয়া তাম্বুতে থাকিলাম। সেখানে কয়েক খানা খড়ুয়া ঘর পূর্ব্ব ডেপুটী বাবুর নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইলাম। সেখানে ৩ মাস থাকি। স্থান ভাল। খাদ্য দ্রব্য যেমন তেমন পাওয়া যায়। কাকঁরোল খুব ছিল। নেত্র-কোণায় মকোদ্দমা অনেক। লোকগুলা বড় দুষ্ট। আমরা গ্যারোহিলস্ দেখিবার জন্য দুর্গাপুরে তাম্বু

করিয়া রহিলাম। হাতীতে পাহাড়ে বেড়াইতে যাই। তথাকার সুসঙ্গের রাজবাটীর লোকেরা আমাদের যথেষ্ট খবরাখবর লইতে লাগিল। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ গোঁড়াশাক্ত। একদিন হরির নুট করিয়া হাজঙ্গ জাতি-দিগকে আহ্বান করিয়াছিলাম। তাহারা বেশ শুদ্ধভক্তির সহিত কীর্ত্তন করে। শ্রীগৌরাঙ্গে তাহাদের অচলা ভক্তি দেখিলাম। ৩ মাস যাইতে না যাইতে দত্ত সাহেব আমার টাঙ্গাইল বদলির যোগাড় করিয়া দিলেন। তিনি সেই সময় ছুটী লইয়া যাওয়ায় আমি ম্যাগয়ার সাহেবকে দেখিয়া যাত্রা করিলাম। গাড়ীতে উঠিবার সময় অতুল বাবু একখানা কাগজ লইয়া কমলকে বলিলেন যে তুমি এণ্ট্রান্স পাশ হইয়াছ। তখনই গাড়ী ছাড়িল। আমরা একবারে ঢাকা গেলাম। তথায় আমার পুরাতন বন্ধু ও cousin মহেন্দ্র নাথ মিত্র জজের বাসায় উঠিলাম। কমিস্যনারের সহিত সাক্ষাৎ ও ঢাকা সহর বেড়াইয়া দেখা ও দুইদিন ক্রমশ বসাকদের হরিসভায় গিয়া আমরা নারায়ণ গঞ্জ হইতে ষ্টীমারে গোয়ালন্দে চলিলাম। পদ্মার উপর বড় হাওয়ায় আমাদিগকে লণ্ডভণ্ড করিল। আমরা একটু রাত্র হইলে গোয়ালন্দে পৌছিয়া রেলে কলিকাতায় গেলাম।

কয়েকদিন বাটীতে থাকিয়া আমি রাধিকা ও গোপী টাঙ্গাইল যাত্রা করিলাম। টাঙ্গাইলে পৌছিয়া শুনিলাম তৎপূর্ব্বেই একস্থানে টর্ণেডো হইয়া অনেক গুলি লোক মারা গিয়াছে, আমি কার্য্য করিতে লাগিলাম। কিন্তু তথাকার বাঙ্গলাটী ভাল নয় দেখিয়া একখানা বোট ঢাকা হইতে আনাইয়া তাহাতে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। ঐ সব· দেশে বর্ষাকালে টুর ভাল। কএকদিন বেড়াইতে বেড়াইতে আমার পূর্ব্বস্থিত ডেপুটী বাবুর ছুটী ফুরাইলে তিনি পৌছিলেন। ঐ সময় মহেন্দ্র মামা লেখেন যে আমি স্বদেশে বদলি হইয়াছি। ক্রমে দেখিলাম বর্দ্ধমানে বদলি হইয়াছি। ১৮৮৯ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর আমার বর্দ্ধমানে বদলি হয়। টাকার অভাবে টেলিগ্রাফ মণিঅর্ডার দ্বারা টাকা আসিল। আমরা কলিকাতায় গেলাম।

কলিকাতায় পৌছিবামাত্র আমার হুগলি যাইবার কথা হইল কিন্তু তাহা ঘটিল না। আমি বর্দ্ধমান গেলাম। জানকী মিত্রের ছেলেরা আমাদের লোকজনকে যত্ন করিয়া দ্রব্যাদি নলিন্যাক্ষ বাবুর ষ্টেশনের নিকট বাটীতে উঠাইয়া দিলেন। আমরা তথায় রহিলাম। আমার যে চৈতন্য প্রেস ছিল তাহার মেটিরিয়াল গুলি ঐ জানকী মিত্রের ছেলেরা অর্থাৎ মন্মথ মিত্র ও গিরিন্ মিত্র ক্রয় করে। তাহাতে

তাহাদের নিকট কিছু পাওনা ছিল। সে টাকা শেষে তাহারা দেয় নাই। মৃত্যুমুখে পড়িল। আমার ২০০৲ শত টাকা নষ্ট করাইল। আমি নলিন্যাক্ষের বাটী হইতে একটী ক্ষত্রিয়ের বাগান বাটীতে বাসা বদলাইলাম। ১৫ দিবস অন্তর বাটী আসি। লি সাহেব প্রথমে ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পরে ম্যাগোয়ার সাহেব আসিলেন। বৰ্দ্ধমানে আমার ২।৩ বার জ্বর হইল। একবার মানকর থেকে ফিরিয়াই জ্বর হইল। পরিবার লইয়া যাইতে হইল। মহেন্দ্র মামা ও গিয়াছিলেন। ভোলা নাথ কবিরাজ মহাশয় আমার সহিত বিশেষ বন্ধুতা করিয়া আমার চিকিৎসা করেন। তাহার ইচ্ছামত পাঁটাকাটা একখান সিমহাটের খাঁড়া মহেন্দ্রমামা তাহাকে আনাইয়া দেন। ডাক্তার সাহেব চিকিৎসা করেন। জ্বর গেল বটে কিন্তু রাত্রে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া ভয়ে নিদ্রা হয় না এরূপ একটী রোগ হইল। সেই সময় ডাক্তার ও ভোলানাথ কবিরাজের পরামর্শে অৰ্দ্ধগ্রেণ অহিফেন খাইতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতে তখন উপকার হইল।

কালনার ডেপুটী পূর্ণবাবু ছুটী লওয়ায় আমি ইচ্ছা করিয়া তথায় গেলাম। তৎপূর্ব্বে স্বরূপগঞ্জের নবদ্বীপ মণ্ডলকে শ্রীসুরভিকুঞ্জ উন্নতি করিবার জন্য কতক টাকা

দিই। কালনায় গেলে সহজে সুরভিকুঞ্জ পরিদর্শন এবং কতদূর কার্য্য হইয়াছে তাহা পর্য্যবেক্ষণ হইবে ইহা মনে ছিল। কালনা হইতে শ্রীধাম নবদ্বীপের অনেকস্থান দেখা যাইবে ইহাও আশা ছিল। ১৮৯০ সালের ১০ই মার্চ্চ আমি, বিমল, ঝপসি ও পুলিন বাবু শান্তিপুর হইয়া কালনায় গেলাম। ১৪ই তারিখে নৌকাযোগে সমুদ্রগড় গিয়া তাম্বুতে থাকি। ১৬ই তারিখে শ্রীগোদ্রুমে কার্য্য পরিদর্শন ও তথায় বন ভোজন হয়।

২৬শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় গিয়া তাম্বুতে থাকি। তথায় স্কুল পরিদর্শন ও কাছারির কার্য্য করি। শ্রীবলদেব দর্শন ও প্রসাদ সেবন। ৩০শে তারিখে কালনায় ফিরিয়া গেলাম। ৩১শে মার্চ্চ জাননগর হইতে শশিভূষণ পাল পারুলে গ্রাম হইতে প্রাপ্ত একটী রৌপ্য মুদ্রা পাঠাইলেন। সেই মুদ্রার একপিঠে "শ্রীশ্রীচন্দ্রকান্ত সিংহনরেন্দ্রস্য। অপর পিঠে লেখা আছে শাকে ১২৪২ ইহাতে বোধ হয় ঐ সময় পারুলে একটী ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য ছিল।

৯ই এপ্রেল প্যারিগঞ্জের নকুল ব্রহ্মচারীর পাটদর্শন করিলাম। ২০শে এপ্রেল রামসেবকবাবু কালনায়। ২৩শে এপ্রেল কাইগ্রাম গমন। ২৫শে দেনুড়ে বৃন্দাবনদাস

ঠাকুরের পাট দর্শন করি। ২৭শে পরিবারেরা কালনায় আসেন এবং ৯ই মে কলিকাতায় ফিরিয়া যান। ১৮ই মে গোদ্রুম গেলাম। কমলের সঙ্গে পদব্রজে ইন্দ্রার্কপুরে গঙ্গাপার হইয়া কক্ষশালী ও চুপি দিয়া পূর্ব্বস্থলী থানায় গিয়া আহারাদি করি। পরদিন পদব্রজে নবদ্বীপ কুলিয়ায় গিয়া জগন্নাথদাস বাবাজীকে ভজন কুটিতে দর্শন করি। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরে থাকা সময়ে ঐ বাবাজী মহাশয়ের সেবা উদ্দেশে ভজন কুটিতে এক পাকা বারান্দা হয় তাহাতে প্রায় ১৫০৲ শত টাকা পড়ে। ৯ই জুন চার্য্য দিয়া ১০ই জুন শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগর হইয়া গোদ্রুম গমন। তথায় বৃক্ষ মাধবীলতা রোপণান্তে ১৪ই তারিখে কৃষ্ণনগরে শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী বাবুর বাটীতে ভোজন করিয়া কলিকাতায় গেলাম। ১২৯৭সালের ২৭আষাঢ় তারিখে শৈলজাপ্রসাদের কলিকাতায় জন্ম হয়। ১৭জুন পুনরায় বর্দ্ধমান যাই। ১৮ অক্টোবর অপরাহ্ণে আমলাযোড়ায় গমন। গোপালপুরে ও আমলাযোড়ায় বক্তৃতা। ২০শে অক্টোবর বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসি। সেই তারিখেই আমার রাণীগঞ্জে বদলি হয়।

রাণীগঞ্জে অল্পদিন থাকি। সেই সময় বরাকর অবস্থিতি এবং দুর্গাপুর ষ্টেশনে বৈষ্ণবানন্দ হয়। ২৫শে নবেম্বর ১৮৯০ সালে আমি দিনাজপুর বদলি হই।

আমি রাম সেবক বাবুকে লইয়া দিনাজপুর গেলাম। সেখানে প্রথমে একটি খড়ুয়া বাটিতে থাকিলাম। রাত্রে নিশ্বাস বদ্ধ পীড়াটা একটু বৃদ্ধি হইল। সে বাটি ছাড়িয়া বসন্ত বাবুর বাটিতে ভাড়া করি। রাধিকা, কমল ও বিমল তথায় আসিয়া কএক দিন অবস্থিতি করিল। সেই সময়ে সেন্সাস্ কার্য্যে আমি বড় ব্যস্ত। রাম সেবক বাবু বলদেবের ভাষ্যের সহিত আমার বিদ্বদ্রঞ্জন বাঙ্গালা অনুবাদসহ গীতা লিখিয়া কলিকাতায় গেলেন। সে বাটিতে পরিবারগণ আসিলেন। তথায় সম্পোষ্য না হওয়ায় আবার একটি বড় পাকা বাটি ভাড়া লওয়া গেল। সেখানে অনেক কাঠাল খাইয়া কৃষ্ণবিনোদিনীর ও হরি প্রমোদিনীর রিমিটেণ্ট ফিভার হইলে তাহারা প্রায় ৪০ দিন ভোগ করিল। অনেক চিকিৎসা করা গেল। কিছুতেই আরাম হইল না, সময় যাইতে লাগিল। আমাদের কষ্ট ও নিদ্রা নাই। শ্রীযুত মহেন্দ্রমামা সাহায্য করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হইলেন। আমি কয়েকমাস হইতে ফারলো পাইবার দরখাস্ত করিয়াছিলাম। ১৮৯১ সালে ৪ঠা আগষ্ট দুই বৎসরের ফারলো মঞ্জুর হইল।

একখানা রিজার্ভগাড়ী করিয়া পরিবার চাকরবাকর ও সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া আমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

কন্যা দুইটি কলিকাতায় বায়ুপরিবর্ত্তন এবং রীতিমত ঔষধ সেবন দ্বারা আরাম হইল।

ঐ সময়েই আশ্বিন মাসে আমি, রামসেবক বাবু, সীতানাথ এবং শীতল ভৃত্য সকলে জাহাজে চড়িয়া রামজীবনপুর নাম প্রচার করিতে গেলাম। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীনামহট্টের কার্য্য চলিতেছিল। রামজীবনপুরে যদুনাথ ভক্তিভূষণের ইচ্ছামত অগ্রেই আমরা রামজীবনপুর গেলাম। ঘাটালে যদিও ভক্তগণ সজ্জা করিয়া রখিয়াছিলেন তথাপি তথায় প্রথমে কার্য্য না করিয়া রামজীবনপুর যাত্রা করিলাম। রামজীবনপুরে অনেক স্থানে নাম প্রচার করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। তথা হইতে কয়াপাঠ বদনগঞ্জে গিয়া প্রচার বক্তৃতাদি হইল। তত্রস্থ ভক্তগণ ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ সন্তুষ্ট হইলেন। ১৩দিবস সে প্রদেশে থাকিয়া ঘাটালে শেষে বক্তৃতা করিয়া ফিরিয়া আসিলাম। খুব নামসংকীর্ত্তন সর্ব্বত্র হইল।

বাটিতে আসিয়া শ্রীসুরভিকুঞ্জে গেলাম। তথায় ও অনেক সংকীর্ত্তনাদি হইল। কৃষ্ণনগরে বড় বড় সভা হইয়া বক্তৃতা হইতে লাগিল। মনরো সাহেব, গুপ্ত সাহেব ও রেভ ওয়ালেস্ ও বাটলার সকলে বক্তৃতা শুনিতেন।
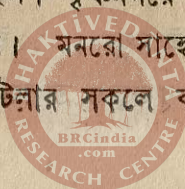
মহেন্দ্র মামা দিনাজপুর হইতে আসার পরেই বিশেষরূপে পীড়িত হন।

১৮৯২ সালের ১৫ই ফাল্গুন তারিখে আমি, ভক্তিভৃঙ্গ, তারক ব্রহ্ম গোস্বামী বসিরহাটে নামপ্রচারার্থে গমন করি। ১৬ই বাজিতপুরে শ্রীনামহট্টের কার্য্য হয়। ১৭ই বসিরহাটে বক্তৃতা হয়। ১৯শে তারিখে দণ্ডির হাটে বক্তৃতা ও প্রচার হয়। ১৮৯২ সালের ২৭শে ফাল্গুন তারিখে ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়কে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করি। সেই দিন আমলাযোড়া। মহেন্দ্র মামাকে বড় যত্নে পাল্কি করিয়া ক্ষেত্রবাবুদের বাটীতে লইলাম। শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয়ের সহিত হরিবাসর। পরদিন তথাকার প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইল। ২৯শে ফাল্গুন গিধোড়। ৩০শে বকসর। ১লা চৈত্র এলাহাবাদ উমানাথের বাটীতে। ৬ই চৈত্র এলাহাবাদ হইতে এটওয়া। ৮ই চৈত্র হট্রাস। তথায় পকেট হইতে টাকা সহিত মনিব্যাগ খোয়াগেল। ৯ই চৈত্র শ্রীবৃন্দাবনে। ১১ই চৈত্র বিল্ববন হইয়া ভাণ্ডীরবন দেখিয়া মাঠগ্রামে অবস্থিতি। ১২ই চৈত্র মান সরোবর। ১৩ই। ১৪ই শ্রীবৃন্দাবন। ১৫ই মথুরা। ১৬ই গোকুল দর্শন। ১৭ই মধুবন, মুহলীগ্রাম, কৃষ্ণকুণ্ড, তালবন, বলদেবকুণ্ড, কুমুদবন,

(ভোজন) শান্তনুকুণ্ড, বহুলাবন গমন। ১৮ই রাধাকুণ্ড হইয়া গিরি গোবর্দ্ধন। ঐ রাত্রে জ্বর। ১৯শে জ্বরভোগ। ২০শে একায়ে শ্রীবৃন্দাবন। ২৯শে চৈত্র আগ্রা। সেইদিনই যাত্রা। ১লা বৈশাখ কানপুর হইয়া এলাহাবাদ। ২রা যাত্রা করিয়া ৩রা গিধোড় হইয়া কলিকাতা। মহেন্দ্র মামাকে বিশেষ পীড়িতাবস্থায় রাখিয়া আসিলাম। কয়েকদিন পরে ৭ই বৈশাখে তাঁহার প্রয়াগপ্রাপ্তি সংবাদ পাইলাম।

বাটী আসিয়া স্থানে স্থানে নাম প্রচার ও বক্তৃতা হইতে লাগিল। কখন গোদ্রুম, কখন কলিকাতা। সময়ে সময়ে কৃষ্ণনগরে বক্তৃতা। ১৮৯৩ সাল উপস্থিত হইল। ঐ বৎসর বিশেষ যত্নসহকারে শ্রীগোদ্রুমে গানোৎসব ও শ্রীমায়াপুর দর্শনোৎসবে শ্রীজগন্নাথ দাস বাবাজী মহাশয় বহু সংখ্যক বৈষ্ণব লইয়া গিয়াছিলেন।

দেড় বৎসর ফার্লো ভোগ হইলে পুনরায় কর্ম্ম-ক্ষেত্রে যাইবার অভিপ্রায় হইল। কে জি গুপ্ত বাবুর পত্র লইয়া কটন সাহেবের সহিত আলাপ করিয়া কৃষ্ণ-নগরে কর্ম্ম পাইবার প্রার্থনা করি। সরকার বাহাদুরের সে সময় সাসারাম সবডিভিসনে একজন উপযুক্ত লোকের প্রয়োজন হওয়ায় আমাকে তথায় যাইতে অনুরোধ

করিলেন। সময়ে নবদ্বীপে আসিবেন। এই আশায় আমি ১৮৯৩ সালের ২রা এপ্রিল তারিখে শীঘ্র তথায় গেলাম। ইতিপূর্ব্বেই অমি দ্বিতীয় গ্রেডে প্রোমোশান পাই। কর্ম্মে ফিরিয়া না গেলে তাহার ফল পাওয়া যায় না বলিয়া ফার্লো কাটিয়া সাসারাম গেলাম।

পরিবার, পিমু ও শৈলু সঙ্গে গেল। সাসারামে বড় গরম হইল। কিন্তু পাখার সাহায্যে অনেক আরাম হইল। নাশিরীগঞ্জ ডিহিরি প্রভৃতি শোননদীর তীরস্থ গ্রামে মধ্যে থাকিয়া অনেক সুখ ভোগ করিলাম। ডিহিরিতে যে আনিকট্ আছে তাহার নিকটেই সরকারি বাঙ্গলায় থাকিয়া শোনের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং জল-প্রবাহের শব্দ শুনিয়া মুগ্ধ হইলাম। সাসারাম সাহাবাদের অন্তর্গত। ঐ স্থানে থাকার সময় হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গোহত্যা লইয়া বড়ই বিবাদ হয়। বহুদিন হইতে হিন্দু মুসলমানের বড়ই প্রীতি ছিল, কিন্তু গোহত্যা লইয়া সে প্রীতি দূর হইল। পরস্পর বৈরভাব হইলে সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে বিবাদ হইত। সাসারাম বহুদিন হইতে মুসলমানদিগের আবাস ভূমি। শের সাহা বাদশা ও তাহার পিতা তথায় বাস করিত। এখন ও তাহার পিতার মস্লেম সহরের মধ্যে আছে। শেরসার মস্লেম একটা বৃহৎ

পুষ্করণীর মধ্যভাগে জাজ্বল্যমান। দেখিতে বড় সুন্দর তাহার পুত্র সেলিম একটা মশ্লেম করিতে করিতে নিকাশ হয়। তাহার কীর্ত্তি সম্পূর্ণ হয় নাই। সাসারাম হইতে হুগলি পর্য্যন্ত গ্রেট্ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ শেরসাহা করিয়াছিল। সাসারাম সহরে অনেক গলি ঘুচিঁ। মুসলমান ও হিন্দু কাছা কাছি বাস করে। এই জন্য বিবাদের সুযোগ অধিক। প্রত্যহই বিবাদ উঠে। আমি অনেক যত্ন করিয়া থামাই।

আমার কাছারির সম্মুখে একজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এক টুকরা জমি ক্রয় করিয়া একটী মন্দির প্রস্তুত করিবার উদ্‌যোগ করিতে লাগিল। মুসলমানদের জেদ হইল যে মন্দির করিতে দিব না। সন্ন্যাসী আমাকে সে বিষয় বলিলে আমি আমার মুসলমান সেরেস্তাদারকে সে বিষয়ে স্থানীয় মুসলমানদের মত জানিতে বলিলাম। সন্ন্যাসী তাহার ফল অপেক্ষা না করিয়াই একদিন মন্দির উঠাইতে বসিল। আমি সে দিন নাসরিগঞ্জে। এ দিকে প্রায় ৪ শত মুসলমান লাঠি তরবারি লইয়া লড়াই করিতে আসিল। সব্ ডিপুটী বাবু তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়া স্থগিত করিলেন। মুসলমানদের প্রধানগণ কমিস্যনার ও গবর্ণমেণ্টে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইল যে সন্ন্যাসী কবরের

উপর মন্দির করিতেছে এবং তাহাতে হিন্দু অফিসারদের সাহায্য আছে। সেই কথা লইয়া অনেক চিঠী পত্র হইল। এই সকল ব্যাপারে হিন্দু অফিসার হইয়া আমার সাসারামে থাকা কষ্টকর হইয়া উঠিল। আমি সাসারাম হইতে চলিয়া আসিবার জন্য অনেক যত্ন করিলাম। উপরিস্থিত অফিসারগণ আমাকে অনেক সাহস দিতে লাগিলেন। গবর্ণমেণ্ট সেক্রেটারী সাহেব বলিলেন যে তিনি একটু সুবিধাক্রমে আমাকে স্থানান্তরিত করিবেন।

আমি স্থানে স্থানে কার্য্যসূত্রে ভ্রমণ করিতে ডিহিরিতে বাঙ্গলায় কাছারি করিতেছি। সন্ধ্যার পর ম্যাজিষ্ট্রেট স্ক্রীন সাহেবের টেলিগ্রাম পৌছিল। তাহাতে লেখা আছে যে আপনি যতশীঘ্র পারেন কোয়াথ পৌঁছিবেন। আমিও তথায় যাইতেছি। গোহত্যা লইয়া হিন্দু মুসলমানে তথায় ভয়ানক বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। জকপুরের গোপাল বাবু সবইঞ্জিয়ার তখন ছিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ আমার পাচক ও চাকর সাসারাম বাঙ্গালায় অতি প্রত্যুষে অন্ন প্রস্তুত করিতে পাঠাইলাম। আমি একটু অধিক রাত্রে একৃকা করিয়া রওনা হইলাম। প্রাতে সাসারামে আহার করত এককা দৌড়াইয়া অপরাহ্ণে ৪টার সময় কোয়াথ পৌঁছিলাম। ডিহিরি হইতে কোয়াথ প্রায় ২০ ক্রোশ।

একটানে একায় চলিয়া আমি অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। স্ক্রীন সাহেবের সহিত সন্ধ্যার পর পরামর্শ করিয়া পরদিন প্রাতে জায়মাজরা তদারক করিলাম। স্ক্রীন সাহেব আমাকে তদারক ভার দিয়া আরা চলিয়া গেলেন। আমি মকোদ্দমা তদারকে প্রবৃত্ত হইয়া বুঝিলাম যে ঐ গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের একটী ভাল ষণ্ড ছিল। ব্রাহ্মণ যে সময় পুরুষোত্তম গিয়াছিল সেই ষণ্ড পাওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিয়া অনুসন্ধান করিয়া বিশ্বাস করে যে গ্রামস্থ কসাইরা সেই ষণ্ডকে কাটিয়া খাইয়াছে। সে ব্রাহ্মণ কসাইদিগকে তম্বি করায় তাহারা বলিল যে তোমার ষণ্ডের কথা কি, আগামী হাটদিনে আমরা ৫টী গরু সকলকে দেখাইয়া কাটীব, দেখি হিন্দুরা কি করে। সেই কথা শুনিয়া ঐ ব্রাহ্মণ রাগভরে সমস্ত হিন্দু জমিদার ও মান্য ব্যক্তিদিগকে গোহত্যা নিবারণের জন্য লেখে। সেই নিরূপিত হাটদিনে দেশ বিদেশ হইতে প্রায় ৪০০০ হিন্দু অস্ত্র লাঠি লইয়া অসিয়া পলাতক কসাইদের ঘরের উপর কিছু কিছু উৎপাত করিয়া শত্রুপক্ষ কাহাকেও না দেখিয়া চলিয়া যায়। কতক গুলি যেখানে সেখানে ছিল। অপরাহ্নে মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া বন্দুক তরবারি লইয়া কতক গুলি হিন্দুকে আঘাত করে। সেই আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তি

দিগকে হাসপাতালে পাঠান হইয়াছিল। পুলিস একটু বেলা হইলে আসিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। শেষে মুসলমানদের উৎপাত দেখিয়াছিল। যেহেতু মুসলমানেরা প্রথমে কোন মারামারি করে নাই, হিন্দুরা সজ্জীভূত হইয়া মারামারি করিতে আসিয়াছিল, হিন্দুদিগের অপরাধই প্রথমে বিচার্য্য। আমি পুলিসকে সেই কেশটা প্রথমে আনিতে বলিলাম। হিন্দু ৬জন পরিচিহ্নিত হইয়া আসামীরূপে প্রেরিত হইল। তাহাদের বিরুদ্ধ সাক্ষী-বাক্য লিখিত হইলে, হিন্দু ও মুসলমান দুইদলের দণ্ড হইতে মুক্ত হইবার আশায় পরস্পর মিল করিতে লাগিল। এ মিল স্থায়ি নয়। কেবল এই দুই মকোর্দ্দমা নষ্ট করিবার অভিপ্রায় মাত্র।

আমি বিশেষ যত্ন করিয়া উভয় পক্ষের সাক্ষী পরীক্ষার পর হিন্দু কয়েকজনকে দুইবৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিলাম। তখনই মুসলমানদের মকোদ্দমায় কয়েকটী মুসলমানের বিরুদ্ধে সাক্ষী পরীক্ষা করিয়াও সাফাই লইয়া তাহাদিগকেও দুইবৎসর করিয়া কারাদণ্ড দিলাম। সেই দুই মকোদ্দমায় আমার আজ্ঞার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপিল হইয়া আজ্ঞা বাহাল রহিল। গবর্মেণ্ট ঐ স্থানে একটী স্পেশাল পুলিশ বসাইয়া উভয় পক্ষের জ্ঞানোদয়ের জন্য যত্ন করিতে

লাগিলেন। এই মকোদ্দমা বিচারে আমার নানাবিধ কষ্ট হইয়াছিল। উভয়পক্ষের প্রতি সমদৃষ্টি করিয়া আমি সমান দণ্ড দিলাম। তাহাতে হিন্দুরা বলিল হিন্দু অফিসার হইয়া হিন্দুর প্রতি ম্যাজিস্ট্রেট কেন টান্ টানিলেন না। মুসলমানেরা বলিতে লাগিল যে যখন হিন্দুরা ঐ দৌরাত্ম্যের মূল উত্তেজক তখন তাহারা কেন অধিক দণ্ড পাইল না। দেখ এরূপ স্থানে বিচার কার্য্য কোনরূপ সুখ হয় না। সাসারামে থাকার সময় বৈশাখ মাসে প্রভাবতীর ও কমলের শ্রাবণ মাসে বিবাহ হয়।

আমি কটন সাহেবকে লিখিলে তিনি আমাকে সাসারাম হইতে নদীয়া বদলি করিয়া দিলেন। আমার ক্লেশের দিন শেষ হইল। আমি অক্টোবর মাসে সাসারাম হইতে কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

বিলম্ব না করিয়া আমি কৃষ্ণনগরে গেলাম। তখন কালেক্টর বার্ণার্ড সাহেব। মনোমোহন ঘোষের বাটীর নিকট কাশীবাবুর বাটীতে বাসা হইল। আমি একখানি গাড়ীও একজোড়া ঘোড়া খরিদ করিলাম। ঐ বাটীতে থাকা সময়ে শীতকালে তোমার দাদারা, মণিবাবু এবং চারু বাবু প্রভৃতি সকলেই তথায় গিয়াছিলেন। শ্যাম সরোজিনীও গিয়া কয়েকদিন থাকে। কর্ম্ম অনেক অধিক

ছিল না কিন্তু চোরের মকোর্দ্দমায় কিছু পরিশ্রম করিতে হইত। কালেক্টর যখন যখন মফঃসালে যাইতেন আমি সিনিয়ার অফিসার বলিয়া সদরের সকল ভার আমার উপর থাকিত। সেই সময় জেল পরিদর্শনাদি করিতে হইত।

তুমি ডিসেম্বর মাসেই কৃষ্ণনগর গিয়াছিলে এবং ফেব্রুয়ারি মাসে তথায় কলেজে ভর্ত্তি হও। আমার রিটায়ার করিবার সময় শীঘ্র আসিতেছে বলিয়া তোমাকে বর্ষাকালে ফের কলিকাতায় পাঠাই।

ভক্তবর দ্বারিক বাবু একদিন বলিলেন যে শ্রীমায়াপুর প্রকাশ সম্বন্ধে নফর বাবু তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছেন; আমি তাহাতে অনুমোদন করায় কৃষ্ণনগর এ ভি স্কুল গৃহে একটী সভা হইল। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ২রা মাঘ রবিবার ঐ সভাটী হয়। তথায় সমস্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমি ও দ্বারিক বাবু সকল কথা বুঝাইয়া সকলে এক মত হইয়া শ্রীমায়াপুরে সেবা প্রকাশের অনুমতি দিলেন। শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী নামক একটী সভা সংস্থাপিত হইল। তাহাতে নফর বাবু সম্পাদক হইলেন। সভা সাধারণের নিকট টাকা সংগ্রহ করিয়া যথারীতি শ্রীমূর্ত্তি সেবা সংস্থাপনের অনুমতি করিলেন।

সাধারণের নিকট হইতে ১৫৫১।১০ প্রথম বৎসরের প্রণামীতে ১৭১৷৷/১৭৷৷০ এবং ঋণ দ্বারা ৯৫৩৷৷০ একত্রিত হইয়া শ্রীমায়াপুরে ভূমি ক্রয় পূর্ব্বক তৃণাচ্ছাদিত কএক খানি গৃহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তথায় শ্রীগৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়া শ্রীমূর্ত্তি সংস্থাপিত হইলেন।

৮-ই চৈত্র মহা মহোৎসবের সহিত শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইলেন অসংখ্য যাত্রী আসিয়াছিল। মনোহরসাহী কীর্ত্তন কীর্ত্তনাঙ্গের যাত্রা ও নাম সংকীর্ত্তন বিশেষ আনন্দের সহিত হইল। প্রাচীন নবদ্বীপ প্রকাশ হইলে আধুনিক কুলিয়া নবদ্বীপে বড়ই হিংসার উদয় হইল। কত কথা বলিতে লাগিল, গৌরাঙ্গ ভক্তদিগকে অনেক প্রকার গালি বর্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু যাহাঁরা গৌরাঙ্গের চরণে দেহ সমর্পণ করিয়াছেন, তাহাঁরা সয়তানী কথায় কেন পশ্চাৎপদ হইবেন? তাঁহারা বহির্ম্মুখ ধনলোভী লোকদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া দেব-সেবা ও মন্দির-স্থাপনের যত্ন করিতে লাগিলেন।

শ্রীমায়াপুর প্রকাশে আমাদের পরিবার সকল ও ছেলে পিলে সকলেই শ্রীসুরভিকুঞ্জে গিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে আমি কাশীবাবুর বাটী ছাড়িয়া কৃষ্ণনগর মিউনিসিপালবাটীতে

ভাড়া লইয়া বাসা করি। তুমি ও আমার সহিত তথায় কতকদিন ছিলে।

শ্রীমায়াপুরে সেবা চিরস্থায়ী হয় এবং ক্রমশঃ উন্নত হয় তজ্জন্য জমিদার নফরবাবু বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। দেখা গেল যে সাধারণের অর্থেই ঐ সেবাটী স্থায়ী হওয়া আবশ্যক। সাধারণের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া শ্রীমন্দিরাদি করা আবশ্যক। আমি তখন ও ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট কর্ম্মে আছি। সুতরাং আমি সাধারণের টাকা সংগ্রহ করিতে পারি না। তখন কাজে কাজেই আমার পেন্সন লওয়া কাল অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইল। মাসিক চাঁদা করিয়া সেবা চলিতে লাগিল।

কমিস্যনার সাহেব কৃষ্ণনগরে আসিয়া আমাকে আর কিছু দিন কর্ম্মে থাকিতে উপদেশ দিলেন। আমি তাহাঁকে ধন্যবাদ দিলাম; কিন্তু আর কার্য্য করিতে রুচি না হওয়ায় আমি ১৮৯৪ সালের ৪ঠা অক্টোবরে রিটায়ার করিয়া শ্রীসুরভিকুঞ্জে বাসার সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়া গেলাম। ঐ বৎসর বিশেষ জলপ্লাবন হয়। তাহাতে স্বরূপগঞ্জের রাস্তার নিকট পর্য্যন্ত জলে উঠিয়াছিল। আমি শ্রীসুরভিকুঞ্জে আসিয়া মাসাবধি তথায় থাকিলাম। আমার ১৬০০০ ইষ্টক খরিদ ছিল। সেই ইষ্টক দিয়া

কুঞ্জের প্রাচীর গুলি করিয়া লইলাম। সমস্ত অক্টোবর মাস নদীতে বিশেষ জল ছিল সেই কারণেই শ্রীমায়াপুর না গিয়া আমি কলিকাতার বাটীতে গেলাম।

বাটীতে আসিয়া শ্রীযুত রামসেবক বাবুর সহিত শ্রীমায়াপুর মন্দিরাদির জন্য ভিক্ষা আরম্ভ করিলাম। প্রতিদিন প্রাতে ভিক্ষা করিয়া কিছু টাকা হইলে নফরবাবুকে ইষ্টক প্রস্তুতের জন্য ক্রমশঃ ১৬০০ টাকা পাঠাইলাম।

ললিতা প্রসাদ আমি আমার রিটায়ারমেণ্ট পর্য্যন্ত যাহা যাহা আমি জানি তাহা এই পত্রে লিখিয়া দিলাম। এখন যাহা যাহা ঘটনা হইতেছে তাহা সকলই তুমি জান। নিজের জ্ঞান হইতে মাসে মাসে যাহা দেখ তাহা লিখিয়া রাখিতে পার।

ভক্তিভবন
২১শে জুন ১৮৯৬
কলিকাতা

তোমার জনক
শ্রীকেদার নাথ দত্ত
ভক্তিবিনোদ।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও গ্রন্থাবলীর চিত্র।

স্বলিখিত জীবনীর সূচীপত্র।

—*:০:*—